মাসুদ রানা
বন্দী গগল
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
RIZON

মাসুদ রানা

বন্দী গগল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

চৌত্রিশ টাকা

ISBN 984 16 7613 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৮১
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
BANDI GOUGOL

JIMMI
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল।

বন্দী গগল

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮১

এক

ঝটিকা সফরে বেরিয়েছে মাসুদ রানা। বাৎসরিক রুটিন সফর, আগে থেকেই ঠিক করা ছিল শিডিউল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করেছে ও, শেষ করছে ইউরোপে—ইতালির রোমে। রানা এজেন্সীর কোন শাখাতেই এক কি বড়জোর দেড় দিনের বেশি থাকতে হয়নি ওকে, তাতেই প্রায় মাস দেড়েক লেগে গেছে। পরিদর্শন, ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি, নতুন নিয়ম শৃঙ্খলা আরোপ, পেন্ডিং কেস নিয়ে মাথা ঘামানো, শাখা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক ইত্যাদি নীরস, একঘেয়ে কাজে প্রতিদিন ষোলো ঘণ্টা ব্যয় করেছে ও। সাংঘাতিক একটা ধকল গেছে শরীরটার ওপর দিয়ে। মনটাও হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন রোম শাখার কাজটুকু শেষ করতে পারলেই পুরো আট ঘণ্টা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে ও। তারপর মনটাকে আবার চাঙা করে তোলার জন্যে কিছু আনন্দ ফুর্তির আয়োজন করা যাবে। অভিজাত কিছু রোমান বন্ধু-বান্ধব আছে ওর, এ-ব্যাপারে তারা ওকে সাহায্য করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। যদিও হাতে সময় নেহ, ক'দিন পরই শেষ হয়ে যাবে বরাদ্দ ছুটি, আর ছুটি শেষ হলেই ফিরে যেতে হবে দেশে—তবু সাত দিনের আগে কাজের কথা ভাবতে পর্যন্ত রাজি নয় ও।

আজই বিকেলের ফ্লাইটে রোমে এসে পৌঁছেছে ও। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি চলে এসেছে রানা এজেন্সীর অফিসে।

অভিজাত এলাকায় ছোট একটা দোতলা বাড়ি। নিচতলায় রানা এজেন্সীর শাখা। ওপর তলাটা নিজের ফ্ল্যাট হিসেবে ব্যবহার করছে শাখা প্রধান কন্টেসা (সাবেক) মারদাস্ত্রোয়ানি মোনিকা আলবিনো।

নিচতলায় দুটো কামরা নিয়ে মোনিকার অফিস। প্রথম কামরাটায় রিসেপশনিস্ট কাম অফিস সেক্রেটারি বসে, তার পাশেরটাই মোনিকার চেম্বার। মোনিকার অধীনে কাজ করে আরও পঁচিশ-ত্রিশজন লোক, কিন্তু তাদের জন্যে অফিসে আলাদা কোন টেবিল নেই। তারা সরাসরি মোনিকার চেম্বারে আসে, কাজ বুঝে নিয়ে বা রিপোর্ট করে চলে যায়। এছাড়াও নিচতলায় আরও একটা কামরা রয়েছে, রিসেপশন রুমের আরেক পাশে। এই কামরাটার চাবি থাকে শুধু রানার কাছে। এজেন্সীর সকল শাখায় এই রকম একটা করে ব্যক্তিগত চেম্বার আছে ওর।

অফিসে পা দিতেই ছুটে এসে রানার হাত চেপে ধরেছে মোনিকা। টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে নিজের চেয়ারে। তারপর নিজে চড়ে বসেছে

ডেস্কের ওপর। হেডকোয়ার্টার, ব্যবসা, রানার স্বাস্থ্য, গিলটি মিয়া ইত্যাদি হাজারটা বিষয়ে অফুরন্ত কৌতূহল তার, প্রশ্ন করে সমস্ত জেনে নিতে চায় সে। নিজের হাতে তৈরি করে কফি খাইয়েছে রানাকে। আর মজার মজার অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছে। লক্ষ করেছে রানা, আগের মতই আছে দস্যি মেয়েটা, এতটুকু বদলায়নি। যতক্ষণ ঘরের ভেতর থাকে, ঘর যেন আলো করে রাখে। প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিকষ কালো এলোকেশ। বয়সটা অনুমান করা শক্ত, মনে হয় পঁচিশ থেকে তিরিশের মাঝখানে কোন একটা বছর হবে। পাখনা মেলে দেয়া পাখির মত আয়ত দুটো চোখ। প্লেবয় বা ভোগের পাতা থেকে অপরূপ কোন ফ্যাশন মডেল উঠে এসেছে যেন। পরনে উলের তৈরি একটা আঁটো পোশাক, শরীরের উত্থান-পতনগুলো স্পষ্ট। বিউটি কনটেস্টের বিশেষজ্ঞ না হলেও, জানে রানা, এ-ধরনের ফিগার খুব কমই দেখা যায়।

রাত আটটার দিকে বাৎসরিক রিপোর্টের কথা উঠল, সবিনয় গর্বের সঙ্গে জানাল মোনিকা, এ-বছর কোন কেস পেন্ডিং নেই। কথাটা শুনে যুগপৎ খুশি ও বিস্মিত হলো রানা। শাখাগুলোর মধ্যে এটা এক আশ্চর্য রেকর্ড। সব শাখাতেই বেশ কিছু কেস পেন্ডিং পড়ে থাকে, সেগুলো অস্বাভাবিক জটিল বলেই। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে এই মোনিকা, কোন কেস তার হাতে পড়লে হয়, যত কঠিন আর জটিলই হোক, সমাধান সে ঠিকই বের করে ছাড়বে। রিপোর্টটা অবশ্য এই সব কেস সংক্রান্ত নয়, কেস ছাড়া আরও কিছু কাজ রয়েছে এজেন্সীর—সে সবের। স্টীলের আলমারি থেকে বের করে দিল মোনিকা টাইপ করা বাৎসরিক রিপোর্ট।

এর একটু পরই, রিপোর্টটা নিয়ে বসতে যাচ্ছে রানা, চেহারায় একরাশ কুণ্ঠা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল মোনিকা। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলল, 'অধীনের একটা বিনীত প্রার্থনা।'

'বয়ান করো।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর মোনিকা জানাল ওর এক বান্ধবীর বিয়ে উপলক্ষে পার্টি, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে ওর আর দেরি করা চলে না। ফিরতেও রাত হবে তার, ফেরার পথে অসুস্থ বাবাকে দেখার জন্যে নার্সিং হোম হয়ে আসবে সে।

দশটা-পাঁচটা অফিস, তিন ঘণ্টা আগেই অফিস সেক্রেটারি বিদায় নিয়ে চলে গেছে। পাঁচটার পর সাধারণত কোন মক্কেল আসে না, এলেও অফিস বন্ধ হয়ে গেছে বলে ফিরিয়ে দেয় দারোয়ান। রাতে কোন মক্কেল যদি ফোন করে, নিজের বেডরুম থেকে তার সঙ্গে কথা বলে মোনিকা। সাধারণ মক্কেলদের জানানো হয়, হাতে অনেক কেস জমে আছে, নতুন কোন কেস নেয়া সম্ভব নয়।

মোনিকার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে রানা। অফিসে একা হয়ে গেল ও। বান্ধবীর বিয়েতে ট্যাক্সি নিয়ে গেছে মোনিকা, রানার জন্যে রেখে গেছে নিজের মরিস ম্যারিনা।

কিন্তু মোনিকা চলে যাওয়ার পরপরই এক মক্কেল এসে হাজির। কোন সমস্যা নিয়ে নয়, তাঁর একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়ে রানা এজেন্সীর এই শাখা কিছু টাকা রোজগার করেছে, সেই টাকাটা দিতে এসেছিলেন তিনি। তাঁকে পরদিন সকালে আসতে বলে বিদায় করে দিয়েছে রানা। এই ধরনের আরও লোক আসতে পারে ভেবে ভেতর থেকে অফিসের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল ও। তারপর নিজের চেম্বারে বসে আবার মনোযোগ দিল মোনিকার রিপোর্টে। যেসব বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন তার নিচে দাগ দিচ্ছে লাল বলপেন দিয়ে।

কিন্তু ঝামেলা যে ঘরের ভেতরই রয়ে গেছে তা একটু পরই টের পেল রানা। সাড়ে আটটার দিকে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল ও। পাঁচ সেকেন্ড পর 'রং নাম্বার' বলে নামিয়ে রাখল সেটা। দশ মিনিট যেতে না যেতে আবার টেলিফোন। বিরক্ত বোধ করলেও, রিসিভারের দিকে হাত বাড়াতে এক মুহূর্ত ইতস্তত করেনি ও। ইনি একজন মহিলা মক্কেল, তার মেয়েকে একদল ড্রাগ অ্যাডিক্টের কবল থেকে উদ্ধার করে দিয়েছে মোনিকা; সেজন্যে ধন্যবাদ জানাতে চান। ধন্যবাদ পৌঁছে দেয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেহাই পেল রানা।

পৌনে দশটা। প্রায় দেড় ঘণ্টা হলো আর কেউ বিরক্ত করেনি রানাকে। মোনিকার বাৎসরিক রিপোর্ট এই মাত্র পড়ে শেষ করেছে ও। ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেলান দিল চেয়ারে। আশ্চর্য হালকা লাগছে মাথাটা, যেন দু'মণ ওজনের একটা পাথর নেমে গেছে। মনের পর্দায় ভেসে উঠল নীল সাগর। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট পরা উথালপাথাল ঢেউ, বোটের গায়ে ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। হু হু বাতাস, মাথার ওপর পাখনা মেলে দেয়া শংখচিল।

কিন্তু এসবের মধ্যেও কাঁটার মত বিঁধছে ছোট্ট একটা সমস্যা। রিপোর্টের শেষদিকে মোনিকা একটা তদন্তের কথা উল্লেখ করেছে। সেটার কথা চেষ্টা করেও ভুলতে পারছে না ও।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার হেলান দিল চেয়ারে। সিলিংয়ের দিকে তাকাল। দুই ভুরুর মাঝখানে একটা ভাঁজ। মোনিকার বাৎসরিক রিপোর্ট দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ওর, হয়েছেও, কিন্তু ড্রাগস স্মাগলিংয়ের ওপর যে ব্যক্তিগত রিপোর্টটা তৈরি করতে শুরু করেছিল সে, সেটা শেষ করেনি। কারণটা বুঝতে পারছে না রানা। সেজন্যেই খুঁত খুঁত করছে মন।

সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল রানা। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। কাল সকালেই তো দেখা হবে মোনিকার সঙ্গে, আজ রাতেও দেখা হতে পারে, তখন জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে সব। চোখ বুজতেই আবার সেই ছুটির আমেজ ভরা সাগরের হাতছানি! ঠিক এই সময় ওকে চমকে দিয়ে বেরসিকের মত বেজে উঠল টেলিফোন। সংবিৎ ফিরে পেয়েই রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল ও।

দশটা বেজে পাঁচ। আবার কে ফোন করল? রিসিভার তুলল ও। ইনিও একজন মক্কেল, সম্ভবত স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া শেষ করে টেলিফোন করছেন, জানতে চাইলেন ডিভোর্স সংক্রান্ত কোন কেস নেয়া হয় কিনা। হয়, কিন্তু অফিস আওয়ারের পরে নয়, কথাটা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। এবার অফিস থেকে বেরুতে হয়। কখন আবার কোন্ ঝামেলা ঘাড়ে এসে চাপে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবে, ঝন ঝন শব্দে আবার বেজে উঠল টেলিফোন। ভ্রূ কুঁচকে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। হতে পারে কল্পনা বা কুসংস্কার, কিন্তু টেলিফোনের এই শব্দটায় কেমন যেন বিপদের গন্ধ পেল ও। অন্তর থেকে উৎসাহ তো পেলই না, বরং কলটাকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা তাগাদা অনুভব করল। কিন্তু বাধা দিল বিবেক। হাত বাড়িয়ে সাবধানে কানের কাছে তুলল রিসিভার। 'হ্যালো?'

একটা পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল, 'রানা এজেন্সী?' ভরাট আর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর, কিন্তু কেমন যেন বেসুরো লাগল রানার কানে। লোকটা একটু হাঁপাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'আমার নাম জাঁ দুবে। বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে আমি আপনাদের সার্ভিস...'

'দুঃখিত,' লোকটাকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'অফিস বন্ধ হয়ে গেছে।'

'বন্ধ হয়ে গেছে!' লোকটা প্রায় আঁতকে উঠল। 'আপনাদের নাইট সার্ভিস নেই?'

'নেই,' ভারী গলায় জানিয়ে দিল রানা। 'কাজের চাপ, নতুন কোন কেসও নেয়া হয় না।'

রিসিভার রেখে দিতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু লোকটা দ্রুত জানতে চাইল, 'আপনি কে বলছেন, প্লীজ?' নিঃশ্বাসের শব্দ পড়তে একটু দেরি হলো লক্ষ করে রানা অনুমান করল, লোকটা বোধহয় ঢোক গিলল।

'মাসুদ রানা।'

'সিনর রানা,' আবেদনের সুরে বলল লোকটা, 'হঠাৎ একটা বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছি আমি, আপনি যদি দয়া করে আমার এখানে একবার আসেন...প্লীজ! অত্যন্ত আর্জেন্ট একটা ব্যাপার।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। মনে হলো, লোকটা ভয় পেয়েছে। আবার তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতনের শব্দ পেল ও।

'সিনর রানা!'

ভয় পেয়েছে লোকটা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু কৌতূহল বোধ করল ও। কিন্তু সেটাকে গলা টিপে মারল, বলল, 'আপনি বরং অন্য কোন এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'কিন্তু...না! তার আগেই যদি ওরা...' লোকটা হাঁসফাঁস করছে। 'তাছাড়া, এর আগে আরও দুটো প্রতিষ্ঠানে ফোন করে কোন সাড়া পাইনি, সিনর রানা। এত রাতে আর কোন ইনভেস্টিগেশন ফার্ম খোলা পাব বলে মনে

হয় না। এখন আপনি যদি সাহায্য না করেন, আমি হয়তো···আমাকে হয়তো···'

চুপ করে গেল লোকটা।

রানার মনে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল কৌতূহল। এবার সেটাকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেও পারল না। জানতে চাইল, 'আপনার সমস্যাটা কি, সিনর দুবে?'

একটু দম নিল লোকটা, তারপর দ্রুত বলতে শুরু করল, 'একটু আগে আমি একটা টেলিফোন পেয়েছি। আজ রাতে আমাকে নাকি কিডন্যাপ করা···'

আবার বাধা দিল রানা, বলল, 'পুলিসে খবর দিন।'

'তারা ভাববে, লোকটা হয়তো ঠাট্টা করছে, ভয় দেখিয়ে মজা পেতে চায়,' জবাব দিল লোকটা। 'পুলিস ডেকে লোক হাসাতে চাই না, তাই···'

একটু রাগ হলো রানার। বলল, 'পুলিস ডেকে লোক হাসাতে চান না বলে এত রাতে যাকে তাকে ফোন করে বিরক্ত করতে হবে নাকি? শুনুন, আমরা কাউকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নিই না। কাজেই, অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।' রিসিভারটা রেখে দিতে গিয়েও আবার সেই কৌতূহল থেকে জানতে চাইল, 'কোত্থেকে বলছেন আপনি? বাড়িতে লোকজন নেই?'

'শুধু একজন ফিলিপিনো শোফার,' গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল লোকটা, যেন কেউ শুনতে না পায়। 'তার ওপর ভরসা রাখতে পারছি না। প্লীজ, সিনর! হেলপ মি! হয়তো দেরি হয়ে যাচ্ছে···'

ব্যাপারটা গোলমেলে লাগল রানার কাছে। ঝট করে যে রিসিভার নামিয়ে রাখবে, পারল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানতে চাইল, 'কেউ আপনাকে কিডন্যাপ করতে চাইবে কেন?'

'আমি পাপিয়া ক্যালিয়ারির স্বামী,' দ্রুত বলল লোকটা, 'আপনি এখানে এসে পৌঁছুলে সব কথা···'

পাপিয়া ক্যালিয়ারি। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী চার মহিলার একজন। তার স্বামীকে কিডন্যাপ করতে চাওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। ধনী লোকদের আত্মীয়-স্বজনকে কিডন্যাপ করার ঘটনা ইদানীং প্রায়ই ঘটছে।

'সিনর রানা!' ব্যাকুল কণ্ঠস্বর।

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?' এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি রানা।

'বেন ভেনুতো···'

'চিনি···'

'গেটটা খোলাই পাবেন,' লোকটা ধরেই নিয়েছে, রানা যাচ্ছে। 'আসলে এখানে আমি এইমাত্র এসে পৌঁছেছি, এবং···' হঠাৎ চুপ করে গেল জাঁ দুবে।

অপেক্ষা করল রানা। কিন্তু তবু কোন সাড়া না পেয়ে বলল, 'হ্যালো?'

আরও তিন সেকেন্ড পর জাঁ দুবের ভারী নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ পেল রানা। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে লোকটা। কিন্তু উত্তর দিল না। একটা গাড়ির হর্নের আওয়াজ পাওয়া গেল রিসিভারে।

'হ্যালো? সিনর দুবে?'

এবার হঠাৎ করেই নিঃশ্বাসের আওয়াজটা থেমে গেল। তারপর দীর্ঘ, শব্দহীন একটা বিরতি। শেষে মৃদু একটা ক্লিক শব্দের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

দুই

বেন ভেনুতো, অর্থাৎ স্বাগতম। অফিস থেকে মাইল তিনেক দূরে বাড়িটা। ত্রিশের দশকে একজন ধনকুবেরের জন্যে তৈরি করা হলেও সে কখনও বাড়িটায় বসবাস করেনি। গৃহে পদার্পণের আগেই তার আর্থিক বুনিয়াদ ধসে পড়ে, ফলে নিজেই নিজের মাথায় গুলি করে ভবলীলা সাঙ্গ করে সে। এরপর অনেক বছর খালি পড়ে থাকে বাড়িটা। শেষে একটা সিন্ডিকেট নিলাম ডেকে কিনে নেয়, সেই থেকে দেশী-বিদেশী মিলিয়নিয়ারদের সাময়িক ভাড়া দিয়ে প্রচুর লাভের মুখ দেখছে তারা। ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতেও যাঁরা থাকতে চান না সেই অতি সৌখিন ধনী ব্যক্তিরাই এখানে ছুটি কাটাতে বা বিশ্রাম নিতে আসেন। বাড়িটাকে আধুনিক রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে, বিজ্ঞাপনে এটাকে ধনকুবেরদের স্বপ্নপুরী বলে প্রচার করা হয়। বাড়িটার সঙ্গে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একশো একর জায়গা জোড়া মস্ত বাগান, আর সবচেয়ে বড় সুইমিং পুলটা পড়েছে অর্ধেক বাড়ির ভেতর, বাকি অর্ধেক বাড়ির বাইরে। বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে ইটালিয়ান বারোক ধাঁচে, সমস্তটাই কংক্রিট আর মসৃণ পাথরের সাহায্যে। বাড়ির ভেতরটা বিখ্যাত হয়ে আছে অপূর্ব কিছু মুরাল আর শিল্পকর্মের জন্যে।

রেস্তোরাঁ ভেরোনার সামনে থেকে শুরু হয়ে দু'মাইল এগিয়ে গেছে প্রাইভেট রাস্তাটা। চওড়া, সমতল, দু'পাশে রয়্যাল পাম গাছ দাঁড়ানো সুন্দর রাস্তা, সোজা চলে গেছে বেন ভেনুতো পর্যন্ত। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে মরিস ম্যারিনা। ঠোঁটে সিগারেট, মাথাটা একপাশে একটু কাত্ করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে চুপ করে যাওয়ার কি মানে হতে পারে? জাঁ দুবের কথা ভাবছে ও। কোন গাড়িকে আসতে দেখেছিল? হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকেছিল? টেলিফোনে যা বলছিল তাকে সেটা শুনতে দিতে চায়নি?

সামনে এস্টেটের খোলা মেইন গেট দেখতে পেল রানা। গাড়ির স্পীড কমাল না। গেটের ভেতর চওড়া রাস্তা, দু'পাশে রডোডেনড্রনের ঝোপ। গাড়িটাকে মস্ত এক বাঁক ঘুরিয়ে আবার সোজা করল ও। হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যেন ঝলমল করে উঠল বাড়িটা। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল রানা। কংক্রিটের সঙ্গে টায়ারের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল। তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি সাদা রেলিঙের পাশে। দরজা খুলে নিচে

নামল ও। চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারদিক। মস্ত উঠানটা ইস্পাতের নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। সামনেই একটা গেট, ভেতরে ঢুকে সোজা গাড়ি-বারান্দার দিকে এগোল রানা। সেখানে কালো একটা আলফা রোমিও দাঁড়িয়ে আছে, পার্কিং লাইট অন করা। কোথাও কিছু নড়ছে না। ডান হাতটা পকেটে ভরে আলফা রোমিওর পাশ ঘেঁষে এগোল ও। সামনে কয়েকটা ধাপ। টেরেসের শেষ মাথায় বিশাল একটা খিলান, সেটার ভেতর থেকে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে, তাছাড়া গোটা বাড়ি অন্ধকারে ঢাকা। ব্যাপার কি?

টেরেসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এগোল রানা। খিলানের পাশে একটা জানালা, ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে: একটা চৌকো হলরুম মেক্সিকান স্টাইলে সাজানো। প্রত্যেকটা দরজার সামনে রেলিং ঘেরা বারান্দা, সিলিং থেকে ঝুলছে রঙচঙে ঝাড়বাতি, দেয়ালে পেইন্টিং মেঝেতে মেক্সিকান কার্পেট। কামরার ভেতর কাউকে দেখা গেল না। জানালার কাছ থেকে সরে এল। খিলানের ভেতর দিয়ে ঢুকল হলরুমে। পালিশ করা মেহগনি কাঠের টেবিলে টেলিফোনটা দেখল ও। টেলিফোনের পাশেই একটা টাম্বলার, তাতে হুইস্কি, এবং সম্ভবত সোডা। ছোঁয়নি কেউ। কাঁচের অ্যাশট্রে থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে একটা ফিল্টার টিপ সিগারেট, মেহগনি কাঠ পুড়ে কালচে হয়ে গেছে খানিকটা।

কেউ নেই কামরার ভেতর।

সিগারেটের অবশিষ্টাংশ আর হুইস্কিটুকু চিন্তিত করে তুলল রানাকে। সিগারেটের লম্বা ছাই দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, মাত্র দু'একটা টান দিয়েই ফেলে দিয়েছে কেউ। আর হুইস্কিটুকু ঢালা হয়েছে টাম্বলারে, কিন্তু স্পর্শ করা হয়নি। দুটোই অসমাপ্ত কাজ। লক্ষণ ভাল নয়। রুমে তিন সেট সোফা, একটা বৃত্তের মত করে সাজানো। বাঁক নিয়ে ঘুরতে গিয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কে কার্পেটের ওপর। মারা গেছে কিনা বোঝার জন্যে তাকে আর ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন হলো না। কার্পেটের ওপর কাত্ হয়ে রয়েছে মুখ, কপালের মাঝখানে গভীর একটা ফুটো দেখল রানা। সব রক্ত শুষে নিয়েছে মেক্সিকান কার্পেট, শুধু কালচে একটা দাগ লেগে রয়েছে সেখানে। তামাটে হলুদ রঙের হাত দুটো শক্ত হয়ে রয়েছে, ছড়ানো আঙুলগুলো বড়শির মত বাঁকা। মুখটা ছোট, তামাটে রঙের ওপর আতঙ্কের মুখোশ এঁটে দিয়েছে যেন কেউ। ঝুঁকে পড়ে শক্ত একটা হাত ছুঁলো রানা। এখনও গরম। তার মানে কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে সে। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা যায়, এই ফিলিপিনো শোফারের কথাই বলেছিল জাঁ দুবে।

জাঁ দুবের কপালে কি ঘটেছে, অনুমান করতে অসুবিধে হলো না রানার। সে যখন কথা বলছিল টেলিফোনে ঠিক তখনই বোধহয় কিডন্যাপাররা হলঘরে ঢোকে। লাশের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। এটা শুধু একটা শোফার হত্যারহস্য নয়, এটা একটা কিডন্যাপিংয়ের কেসও বটে। এবং সাধারণ একজন লোক নয়, কিডন্যাপ করা হয়েছে পাপিয়া ক্যালিয়ারির স্বামীকে। শুধু রোম নয়, গোটা ইটালিতে হৈচৈ পড়ে যাবে। স্থানীয় পুলিস

ক্যাপ্টেন সম্পর্কে খুব ভাল জানা আছে রানার, মোনিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয়। রানা এজেন্সীর নাম শুনলেই নাকি লোকটার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে করার কিছু নেইও ওর, পুলিসে খবর দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই সব দিক থেকে ভাল। পুলিস ক্যাপ্টেন রোমা যদি জানতে পারে তাকে খবর দিতে খামোকা সময় নষ্ট করা হয়েছে, জীবনটা নরক বানিয়ে ছাড়বে সে।

এগিয়ে এসে টেলিফোনের সামনে দাঁড়াল রানা। রিসিভারটা ধরতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হাতটা। মাথাটা এক দিকে একটু কাত্ করে কি যেন শোনার চেষ্টা করল ও।

শব্দ শুনে মনে হলো একটা গাড়ি। হ্যাঁ, তাই। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে। অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিন, আক্রোশে যেন গর্জন করছে। প্রাইভেট রাস্তায় বাঁক নেয়ার সময় চারটে টায়ারের তীব্র ঘর্ষণের আওয়াজ পেল রানা। রিসিভারের দিক থেকে হাতটা সরিয়ে নিল ও। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খিলানের নিচে দাঁড়াল। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে গাড়িটার হেডলাইট দেখা গেল। বাঁক ঘুরে স্যাত্ করে কাছে চলে এল গাড়িটা, তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মরিস ম্যারিনার পাশে। খিলানের নিচ থেকে টেরেসে বেরিয়ে এল ও। ধীর পায়ে এগোল। টেরেস থেকে বাগানে নেমে গেছে সিঁড়ির ক'টা ধাপ। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াল ও। গাড়ি থেকে নামল একটা মেয়ে। পরিষ্কার দেখতে পেল না রানা। শুধু বুঝল, মেয়েটার মাথায় হ্যাট নেই, বেশ লম্বা, একহারা।

'জাঁ...' হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে থমকে গেল মেয়েটা, 'ওখানে কে...জাঁ তুমি?'

'সিনর দুবে এখানে আছেন বলে তো মনে হয় না,' বলল রানা। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে নেমে এল টেরেস থেকে। কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই মেয়েটার নিঃশ্বাস চেপে ফেলার আওয়াজ পেল ও। শরীরটা প্রায় আধপাক ঘুরিয়ে নিল, যেন ছুটে পালাতে চায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, বোধহয় বুঝতে পেরেছে এখন আর লোকটার কাছ থেকে ছুটে পালানো সম্ভব নয়।

'কে...কে আপনি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা।'

'এখানে কি করছেন আপনি?'

'মিনিট পনেরো আগে সিনর দুবে আমাকে ফোন করে আসতে বলেন।'

'ও!' আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ। 'অথচ আপনি বলছেন এখানে নেই তিনি?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। হলঘরের ভেতর ওই একটা মাত্র আলো। তাছাড়া গোটা বাড়ি অন্ধকার।' ইতোমধ্যে মেয়েটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা। দেখল পরনে সান্ধ্য পোশাক, আহামরি না হলেও সুন্দরী বলা চলে।

'যাবেন কোথায়! নিশ্চয়ই তিনি এখানেই কোথাও আছেন,' তীক্ষ্ণ

প্রতিবাদের সুরে বলল সে।

'আপনি কে জানতে পারি?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল মেয়েটা। তারপর বলল, 'মেরী ভার্না, সিনোরা দুবের সেক্রেটারি।'

'একটা দুঃসংবাদ,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'পুলিসের মুখ থেকে শুনলেই ভাল হত…'

আবার আঁতকে উঠল মেরী ভার্না। 'দুঃসংবাদ?'

'সিনর দুবের শোফার রয়েছে হলঘরে,' মেরী ভার্নার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'মারা গেছে সে।'

'মারা গেছে?' শিউরে উঠল মেরী।

'গুলি করা হয়েছে কপালে।'

টলে উঠল মেরী, বাতাস লাগা গাছের মত হেলে পড়ল সামনের দিকে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে সোজা করে রাখল রানা। 'আপনি বরং কিছুক্ষণ গাড়ির ভেতরই বসে অপেক্ষা করুন আমি পুলিসে…'

মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে রানার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল মেরী। 'ধন্যবাদ, আমি ঠিক আছি। আপনি বলছেন, খুন করা হয়েছে ওকে?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। না, আত্মহত্যা নয়।'

'জাঁ…জাঁ…সিনর দুবে, তার কি হয়েছে?'

'কি করে বলব বলুন। টেলিফোন করে আমাকে বললেন, কে যেন তাঁকে কিডন্যাপ করবে বলে হুমকি দিয়েছে।' একটু দ্বিধা করে সত্যি কথাটাই বলল রানা।

'কিডন্যাপ? জিসাস!' আতঙ্কে বিকৃত শোনাল মেরীর গলা। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলে জানতে চাইল, 'আপনি ঠিক শুনেছেন? কিডন্যাপিংয়ের কথা বলেছেন তিনি?'

'হ্যাঁ। তবে বাড়িটা এখনও সার্চ করে দেখা হয়নি। এই মাত্র এসে পৌঁচেছি আমি। এখন আপনি যদি আপনার গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেন…'

'না!' অধৈর্যের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মেরী, 'আপনার সঙ্গে আমিও খুঁজব ওকে। কিন্তু…ওকে কেউ কিডন্যাপ করতে চাইবে কেন?'

'কথাটা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, "আমি পাপিয়া ক্যালিয়ারির স্বামী"।'

রানাকে ঠেলে সামনে এগোল মেরী। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে দ্রুত উঠে গেল টেরেসে। অনুসরণ করে ছুটল রানা। মেরীর সামনে চলে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল, 'হলঘরে আপনার যাওয়া উচিত হবে না।'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকল মেরী। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। 'কেন?' আবেগরুদ্ধ গলায় জানতে চাইল সে। 'হলঘরে ওর লাশ…দোহাই আপনার, সত্যি কথা বলুন! আপনি ওর লাশ দেখেছেন, তাই না?'

হলঘরের উজ্জ্বল আলো পড়েছে মেরীর মুখে। কাঁদছে, কিন্তু চেহারায়

ফুটে আছে আশ্চর্য এক নিষ্করুণ সৌন্দর্য। বয়স আন্দাজ করল রানা, ত্রিশ। ধনী এক মহিলার সেক্রেটারি বলে মনে হয় না। পোশাকটা অত্যন্ত দামী, ওয়াইন কালার স্ট্র্যাপলেস ইভনিং ড্রেসের ওপর সিল্কের একটা স্কার্ফ ফেলে রেখেছে। সব কিছু মিলিয়ে মেরীকে মনে হয় নামী দামী কোন মডেল গার্ল।

'আরে না!' বলল রানা। 'হলঘরে শুধু শোফারের লাশ দেখেছি আমি।'

'হয়তো বাড়ির ভেতরই কোথাও আছেন তিনি,' বলল মেরী। 'আপনি খুঁজে দেখুন। চলুন, আমিও দেখি।'

হলঘরে ঢুকে ফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। এক পা দু'পা করে লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেরী। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে রানা। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেরীর মুখের চেহারা। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে এগোল রানা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মেরী।

'চলুন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই আমরা,' বলল রানা। 'বাড়িটা তো আর ছোট নয়, আমরা দু'জন সবটা খুঁজে দেখতে পারব না। পুলিস আসছে, ওরাই খোঁজ করবে।' মেরীর কাঁধে একটা হাত রাখল ও। কিন্তু আবার মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল মেরী। দ্রুত পায়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল টেরেসে। অনুসরণ করে রানাও তার সঙ্গে বেরিয়ে এল-বাইরে।

'আমার পেছনে ঘুর ঘুর না করে ওকে বরং খুঁজুন,' তিক্ত গলায় বলল মেরী। 'ভাল কথা, আপনাকে ফোন করেছিলেন কেন? পরিচয় আছে?'

'আমি রানা এজেন্সীর লোক,' বলল রানা। 'সিনর দুবে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন হয়তো, ফোন গাইড থেকেও আমাদের ঠিকানা খুঁজে পেতে পারেন।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে রেলিঙে হেলান দিল মেরী। 'আমাকে আপনি একটু একা থাকতে দিন।' মুখ থেকে হাত নামিয়ে রানার চোখে চোখ রাখল সে। 'রানা এজেন্সী?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। বলল, 'আসলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে রোমে এসে পৌঁছেছি আমি, এখানকার কিছুই আমি চিনি না।'

কোন মন্তব্য করল না রানা।

'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব লাগছে,' রানার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে আবার বলল মেরী। 'প্লীজ, পুলিসের জন্যে অপেক্ষা না করে আপনি নিজে একবার বাড়িটা খুঁজে দেখুন। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই বাড়িতেই কোথাও আছেন তিনি।'

অনুরোধটা এড়িয়ে গেল রানা। 'সিনর দুবে যা বলেছেন আমাকে, তাতে মনে হলো, মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই বাড়িতে এসে উঠেছেন তিনি, সঙ্গে শোফার ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই কি?'

'গরমকালটা কাটাবার জন্যে সিনর দুবে এই বাড়িটা ভাড়া করেছেন। পারী থেকে ফিরে এসে কিছুদিন মিলানে ছিলেন সিনর আর সিনোরা,' দ্রুত ব্যাখ্যা করল মেরী। 'মিলান থেকে মাত্র কয়েক দিন আগে এখানে এসে পৌঁছেছেন সিনর দুবে। এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গোছগাছ করার জন্যেই আগে চলে এসেছেন তিনি, আগামী কাল আসবেন সিনোরা। সিনর দুবের সঙ্গে আমি

এসেছি বাড়ির ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। হোটেল মান্দারিনে উঠেছি আমরা। আজ সন্ধ্যায় সিনর দুবে আমাকে বললেন, বেন ভেনুতো দেখার জন্যে আসবেন তিনি। পরে তাঁর সঙ্গে এখানে আমার দেখা করার কথা। সেজন্যেই এসেছি।'

'আই সি।' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কিডন্যাপিঙের কথা আপনাকে কিছু বলেননি তিনি?'

'কই, না!'

'হোটেল থেকে কখন বেরিয়েছেন তিনি?'

'সাড়ে সাতটার দিকে।'

'আমাকে দশটা পাঁচে ফোন করেছিলেন। দু'ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট, বেশ লম্বা সময়। একা একটা বাড়িতে এতক্ষণ ধরে কি করছিলেন তিনি? নাকি অন্য কোথাও ছিলেন? কোন ধারণা দিতে পারেন?'

'হয়তো ঘুরেফিরে দেখছিলেন বাড়িটা,' বলল মেরী। চেহারায় একটা অস্থিরতা ফুটে উঠেছে। 'আপনি বরং একটু খুঁজে দেখুন না এবার! সিনর দুবে হয়তো আহত হয়ে পড়ে আছেন কোথাও, এখুনি তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার।'

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, ওকে সরিয়ে দিতে চাইছে মেরী।

'পুলিস না আসা পর্যন্ত আপনাকে ছেড়ে নড়ছি না আমি,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'কে জানে, কিডন্যাপাররা হয়তো নজর রাখছে। আমি সরে গেলেই আপনাকে একা দেখে এগিয়ে আসবে তারা। উঁহুঁ। সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

যা আশা করেছিল রানা, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল মেরী। 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। কিন্তু রানা আর কিছু বলল না দেখে তখনি আবার নিভে গেল। বলল, 'আমাকে যেতে দিন। এর চেয়ে বেশি আমি আর সহ্য করতে পারব না।' গলার আওয়াজটা আবার রুদ্ধ হয়ে এল মেরীর। 'আমি বরং হোটেলেই ফিরে যাই। পুলিস এলে আপনি বলবেন, প্লীজ? তারা যেন হোটেলে খোঁজ করে আমার।'

'ওরা না আসা পর্যন্ত আপনার বোধহয় অপেক্ষা করাই উচিত,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'না, আমি বরং চলেই যাই। কে জানে, সিনর দুবে হয়তো আমার জন্যে হোটেলেই অপেক্ষা করছেন! উঁহুঁ, এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না আমার।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মেরী। খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল রানা। 'দুঃখিত। পুলিস না আসা পর্যন্ত আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না।'

কঠিন চোখে তাকাল মেরী রানার দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল সে। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মৃদু ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। বলল, 'বেশ, আপনি যা ভাল মনে করেন।'

'আমার ভাল মনে করা না করায় কিছু এসে যায় না,' বলল রানা। 'আপনি চলে গেলে পুলিস ব্যাপারটাকে ভাল মনে করবে না।'

'সিগারেট আছে?' বলে নিজেই হাত ভরে দিল মেরীর ভ্যানিটি ব্যাগে।

দক্ষ অভিনেত্রীর মত বোকা বানাল মেয়েটা রানাকে। শান্তভাবে, এতটুকু তাড়াহুড়ো না করে ব্যাগ থেকে পয়েন্ট টু-ফাইভ পিস্তল বের করল সে। রানার তলপেট লক্ষ্য করে ধরল। 'হলঘরে ফিরে যান! কুইক!'

'আরে! এ কি!'

'যান!' চাপা গলায় বলল মেরী। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা তার চেহারা দেখে। একেবারে ডাকিনী মূর্তি, এ মেয়ে যে-কোন অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। 'মনে করবেন না, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছি। আর একবার মাত্র বলব আমি, তারপরই গুলি করব।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি ভুল করছেন, মিস ভার্না।' ট্রিগারে মেরীর আঙুল চেপে বসছে দেখে সাবধান হয়ে গেল ও। পিছিয়ে যেতে শুরু করল। 'বেশ, আপনি যা ভাল মনে করেন!'

পিছিয়ে খিলানের নিচে চলে এল রানা। ও থামতেই ছুটতে শুরু করল মেরী। সিঁড়ির ধাপ ক'টা এক লাফে টপকে চলে গেল গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ছুটে রেলিঙের ধারে চলে এল রানা। হাতে ওয়ালথার পি.পি.কে.। পকেট থেকে বের করে নিয়েছে আগেই। লাফ দিয়ে রেলিং টপকে গা ঢাকা দিল একটা ঝোপের আড়ালে। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে গিয়ে দেখল গাড়িটা ছুটতে শুরু করেছে। পর পর দুটো গুলি করল রানা। বডিতে লেগে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো একটা, দ্বিতীয় গুলিটা গাড়ির নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার গুলি করতে যাবে ও, এই সময় কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। আরেকটা আওয়াজ হলো গুলির।

হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়িটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, ছুটল মরিস ম্যারিনার দিকে। ধাওয়া করে ধরতে চায় মেয়েটাকে। কিন্তু কাছে এসে দেখল মেরীর দ্বিতীয় গুলিটা মোনিকার গাড়ির সামনের একটা চাকা ফুটো করে দিয়ে গেছে।

দু'কোমরে হাত দিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

বেন ভেনুতোর লাইব্রেরী রুমে একটা সোফায় পাশাপাশি বসে আছে রানা আর মোনিকা। দরজায় একজন পুলিস কনস্টেবল, সরাসরি তাকিয়ে না থেকেও কড়া নজর রাখছে ওদের ওপর। এরই মধ্যে সব কথা সার্জেন্ট গলভিয়োকে জানিয়েছে রানা। সার্জেন্ট গলভিয়ো জাঁ দুবের আসল পরিচয় জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছে ক্যাপ্টেন রোমাকে। আসার পথে রয়েছে সে। তার জন্যেই অপেক্ষা করছে ওরা।

মেরী ভার্না পালিয়ে যাওয়ার পর মোনিকাকে ফোন করেছিল রানা। সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছিল মোনিকা, রানার ফোন পেয়ে কোন প্রশ্ন করেনি, ঠিকানাটা জেনে নিয়ে সোজা চলে এসেছে বেন ভেনুতোয়। আসার পর সব কথা রানার মুখে শুনেছে সে। লক্ষ করেছে রানা, কেসটা নিয়ে যত না দুশ্চিন্তা মোনিকার, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ক্যাপ্টেন রোমাকে নিয়ে। অনেক দিন থেকেই রানা এজেন্সীকে দু'চোখে দেখতে পারে না লোকটা, পদে পদে বিঘ্ন ঘটাতে গিয়ে নিজেই হাসির পাত্র হয়ে ওঠে। প্রায়ই এর কিছু কিছু কাজ করে দিতে হয় মোনিকাকে। লোকটা যদি না থাকে, মন খারাপ হয়ে যাবে মোনিকার। অনেক নীরস কাজের মধ্যে একটু উত্তেজনা, একটু কৌতুক, একটু মজা যোগান দেয় এই লোক, সে-সব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না সে। রগচটা স্বভাব, না জানি রানার সঙ্গে কি খারাপ আচরণ করে বসে—এই ভেবেই দুশ্চিন্তা মোনিকার। একটু বাড়াবাড়ি করলে রানা তাকে ছেড়ে দেবে না, জানে সে।

পাশের কামরায় এক্সপার্টরা ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্যে পাউডার ছড়াচ্ছে, ছবি তুলছে লাশের, ঘুর ঘুর করছে ক্লুর সন্ধানে। অসংখ্য টেলিফোন আর গাড়ি আসা-যাওয়া করছে। খানিক পর মোটা, কর্কশ একটা গলা কানে এল রানার। মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি গোপন করে রানার দিকে তাকাল মোনিকা। 'রোমা!'

রানা দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো কনস্টেবল হঠাৎ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ইউনিফর্মটা টেনেটুনে নিভাঁজ করল। রুমাল বের করে ঘষে চকচকে করে নিল তামার বোতামগুলো। সাংঘাতিক বদমেজাজী অফিসার রোমা। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি। পুলিসের লোকজনও তাকে যমের মত ভয় করে।

আরও পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। রানার চোখ দুটো জড়িয়ে আসতে চাইছে ঘুমে। মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল ও, বলল, 'চোখ বুজলেই শুধু দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'কি দুঃস্বপ্ন?'

'সাগর, বোটের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউ, এই সব।'

'দুঃস্বপ্ন?' চোখ কপালে উঠে গেল মোনিকার।

'নয়?' তীক্ষ্ণ শোনাল রানার গলা।

'ও, বুঝেছি। বাবা অসুস্থ, তোমাকে বেশি সময় দিতে পারব না বলে বলছ...'

'না,' বলল রানা, 'শুধু সেজন্যে বলছি না...'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ কেসটা ভোগাবে?'

রানা উত্তর দেবার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা। গাঁট্টাগোঁট্টা এক লোক ঢুকল ভেতরে। মাথায় টাক। আগে কখনও দেখেনি রানা, কিন্তু বুঝল এ-লোক ক্যাপ্টেন রোমা না হয়েই যায় না। পেছনে আরেকজন, তাকেও দেখামাত্র চিনল। লেফটেন্যান্ট মলিনারির সঙ্গে পরিচয় আছে ওর। অত্যন্ত

সৎ, আদর্শ অফিসার মলিনারি। রানার সঙ্গে অনেক দিনের সদ্ভাব।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন রোমা। এমন ভাবে তাকাল রানার দিকে, যেন রাশভারী কোন জমিদার তার বিছানায় কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ দেখছে।

বুদ্ধি তেমন না থাকলেও একজন উচ্চাভিলাষী অফিসার রোমা। কাজের লোক বলে ওপর মহলে সুনাম আছে তার। কারণ লেফটেন্যান্ট মলিনারির বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ উদ্ধার করে সে। বেশি ঠেকে গেলে মাঝে মধ্যে ব্যবহার করে মোনিকাকেও। গত দশ বছর ধরে ক্যাপ্টেনের পদে রয়েছে, দুটো গাড়ির মালিক, তার স্ত্রীর একটা মিঙ্ক কোট আছে, ছেলেমেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। দু'হাতে পয়সা খরচ করে সে। লোকজন বলাবলি করে, রোমাকে নাকি কেনা যায়। তবে, অভিযোগটা আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি। মিথ্যে সাক্ষী দাঁড় করানো, মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করা ইত্যাদি গুরুতর ধরনের অভিযোগও করা হয় তার বিরুদ্ধে। অত্যন্ত ক্ষমতাবান অফিসার এবং একজন বিপজ্জনক লোক।

'আপনি?' ব্যঙ্গ ও ঝাঁঝ মেশানো ভারী গলায় জানতে চাইল সে।

পা দুটো সামনের দিকে লম্বা করে দিল রানা। 'মাসুদ রানা।'

'রানা এজেন্সীর চীফ,' পেছন থেকে তাড়াতাড়ি বলল লেফটেন্যান্ট মলিনারি। 'আপনাদের পরিচয় নেই…'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল রোমা।

চেহারাটা কালো হয়ে গেল লেফটেন্যান্টের। অপমানে নয়, রোমার কি হয় না হয় তাই ভেবে। মনে মনে প্রমাদ গুণছে সে। সিনর রানা সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ক্যাপ্টেনের, যদি বেয়াদবি করে, সিনর রানা শুধু একটা টেলিফোন করলেই ক্যাপ্টেনের এতদিনের সাধের চাকরিটা সঙ্গে সঙ্গে নট হয়ে যাবে। ইচ্ছে হলো, ক্যাপ্টেনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।

'আপনি একাই তো একশো, কন্টেসা, তার ওপর আবার গুরুকে এর মধ্যে টেনে নিয়ে আসা কেন?' মোনিকার দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে বলল ক্যাপ্টেন।

আশ্চর্য শান্ত ভাবে জানতে চাইল মোনিকা, 'কিসের মধ্যে টেনে এনেছি, ক্যাপ্টেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার তো ধারণা, কেস বাগাবার জন্যে আপনারাই এইসব ঝামেলার আয়োজন করেন,' ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক বাঁকা হাসি নিয়ে কথা বলছে ক্যাপ্টেন রোমা। 'এক্ষেত্রে ঠিক কি ঘটেছে তা জানতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না আমার।' দোরগোড়ায় দাঁড়ানো কনস্টেবলের দিকে তাকাল সে। হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরোও!'

লোকটা পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করে দিয়ে গেল, সেটা যেন ডিমের খোসা দিয়ে তৈরি।

ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়ল ক্যাপ্টেন রোমা, ওপর-নিচে

দোল খেল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরল রানার দিকে। বলল, 'গোটা ব্যাপারটা আবার আমি শুনতে চাই। দু'একটা পয়েন্ট চেক করা দরকার। শুরু করুন। ঠিক যেভাবে গলভিয়োকে বলেছেন। আমি না বলা পর্যন্ত থামবেন না।'

'আমাদের এজেন্সীতে দশটা পাঁচে একটা ফোন আসে,' বলল রানা। 'ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দেন জাঁ দুবে বলে। আমাকে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে আসতে বলেন। বলেন, আজ রাতে তাঁকে কিডন্যাপ করা হবে বলে কে যেন টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে।'

আশ্চর্য ধীর অলস ভঙ্গিকে সেলোফিনের মোড়ক খুলে একটা চুরুট বের করছে ক্যাপ্টেন রোমা। 'কিডন্যাপের কথা বলল? আপনার শুনতে ভুল হয়নি তো?' একটু বিরতি নিয়ে আবার প্রশ্ন করল সে, 'আপনি বানিয়ে বলছেন না তো?'

এই সেরেছে! মনে মনে আঁতকে উঠল লেফটেন্যান্ট মলিনারি।

কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'না।'

'আজ রাতে এই বাড়িতে কোন ফোন আসেনি। এ থেকে কি বুঝছেন আপনি, বলবেন?'

'ফোনটা হয়তো তিনি হোটেলে থাকার সময় পেয়েছিলেন।'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল ক্যাপ্টেন রোমা, 'সিনর দুবে হোটেলেও কোন ফোন রিসিভ করেননি। চেক করে দেখা হয়েছে।'

শান্তভাবে জানতে চাইল রানা, 'আমাকে ছাড়া এখান থেকে আর কাউকে কোন ফোন করা হয়েছে?'

দু'হাতের তালুতে চুরুটটা নিয়ে গোল পাকাচ্ছে ক্যাপ্টেন। 'হয়েছে। একটা কল-বক্স নাম্বারে। তাতে কি?'

ক্যাপ্টেনের পাশে চলে এসেছে লেফটেন্যান্ট মলিনারি। রানা কিছু বলার আগে সে-ই মুখ খুলল, 'হয়তো দিনের কোন এক সময় সিনর দুবেকে ফোন করে বলা হয়েছিল তিনি যেন ওই নাম্বারে ফোন করেন। ঠিক তাই করেছিলেন তিনি, আর তখনই হুমকিটা দেয়া হয় তাঁকে।'

'তুমি চুপ করো তো!' ধমক দিল ক্যাপ্টেন রোমা। মলিনারির বুদ্ধি ধার করে কাজ উদ্ধার করলেও, তাকে সে কোন ব্যাপারেই নাক গলাতে দিতে চায় না।

'হয়তো তাই। কিংবা হয়তো সিনর রানা মিথ্যে কথা বলছেন।' রানার দিকে ধারাল দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'কি?'

নিজের অজান্তেই হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেছে লেফটেন্যান্টের। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন রোমার কণ্ঠস্বর নকল করে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'কিসের কি?'

'মিথ্যে কথা বলছেন?' দু'হাতের তালুতে নিয়ে চুরুটটাকে আরও নরম করার চেষ্টা করছে ক্যাপ্টেন।

'না।'

'তাহলে বলুন,' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন, 'জাঁ দুবে আপনার বদলে পুলিসকে কেন ডাকেনি?'

আঁতে ঘা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়ল না রানা। বলল, 'এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানার কথা নয়, তবু যখন সম্মান করে জিজ্ঞেস করেছেন, আনুমানিক দুটো উত্তর দিতে চাই আমি। এক, পুলিস বিভাগে কিছু কুখ্যাত ক্যাপ্টেন আছে, যাদের হয়তো ঘৃণা করেন জাঁ দুবে। দুই, গোটা ব্যাপারটাই কোন বেরসিক লোকের ঠাট্টা হতে পারে বলে সন্দেহ ছিল তাঁর মনে, তাই পুলিস ডেকে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে চাননি তিনি।'

কটমট করে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ক্যাপ্টেন বলল, 'তারপর বলে যান।' চুরুটটা ধরাল সে। লক্ষ করল রানা, হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে তার। দুই ঠোঁটের মাঝখানে নিয়ে চুরুটটাকে এদিক ওদিক নাড়ছে।

'কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন। ডাকলাম, কিন্তু সাড়া দিলেন না। আমি তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এরপর তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখেন।'

'আর ঠিক তখনই পুলিসকে খবর দেয়া উচিত ছিল আপনার,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'ফোনে একজন লোক ওভাবে চুপ করে গেলে স্বভাবতই ধরে নিতে হয় তার কোন বিপদ হয়েছে। আপনি কি ধরে নিয়েছিলেন, জানতে পারি?'

'পুলিস সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন তা না জেনে জাঁ দুবের মত একটা ব্যক্তিত্বকে পুলিসী ঝামেলায় জড়াতে চাইনি আমি,' বলল রানা। 'আমি মনে করেছিলাম ঘরে শোফার এসে ঢুকেছে, তাই হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। কথাগুলো শোফার শুনুক তা হয়তো চাননি তিনি।'

ওপর নিচে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন রোমা যেন নিঃশব্দে শাসাল রানাকে। বলল, 'তারপর? এখানে এসে আপনি দেখলেন হলঘরে সোয়ান দালার লাশ পড়ে রয়েছে?'

'সোয়ান দালা—শোফারের নাম?'

'ওর পকেটের চিঠি থেকে জানা গেছে ওটাই ওর নাম। আসার পথে কাউকে দেখেছেন আপনি? কোন গাড়ি?'

'না,' বলল রানা। 'লাশ দেখার পর পুলিসকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় গাড়ির আওয়াজ পাই।'

'হ্যাঁ, এবার মেয়েটার কথা বলুন।' সিলিংয়ের দিকে ধোঁয়ার একটা ঘন মেঘ ছাড়ল ক্যাপ্টেন। 'কি নাম বলল?'

'মেরী ভার্না।'

'হ্যাঁ, মেরী ভার্না। আর কি বলল? বলল, সিনোরা পাপিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি? ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

ধূর্ত একটু হাসি দেখা গেল ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে। 'ওই নামে মান্দারিন

হোটেলে কেউ নেই, কেউ ওঠেনি।'

কথা বলল না রানা।

'তাকে দেখে সেক্রেটারি টাইপ বলে মনে হয়েছে আপনার?'

'না।'

'সিনর দুবেকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারে এই মেয়েটার কোন হাত আছে বলে মনে করেন আপনি?'

'মনে হয় না। খবরটা শুনে আঁতকে উঠেছিল সে। অভিনয় বলে মনে হয়নি। তাছাড়া, সিনর দুবেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এ-কথা জানা থাকলে এখানে সে ফিরে আসবে কেন?'

'ঠিক বলেছেন!' সেই ধূর্ত হাসিটা আবার দেখা গেল ক্যাপ্টেন রোমার ঠোঁটে। 'সঠিক লাইনে আছেন আপনি। মেয়েটাকে দেখে নার্ভাস মনে হয়েছে আপনার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

শরীরটা ঢিল করে দেয়ায় সোফায় আরও খানিকটা ডুবে গেল ক্যাপ্টেন। চোখ তুলে তাকাল সিলিংয়ের দিকে। ভাবছে। এমনই মশগুল হয়ে পড়ল ভাবনায় যে ধীরে ধীরে আধবোজা হয়ে এল চোখ দুটো, তারপর একেবারে বুজেই গেল। মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট একটা হাসি চাপল মোনিকা। ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়ানো লেফটেন্যান্ট মলিনারি অপ্রতিভভাবে রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল একটু।

ঝাড়া দু'মিনিট পর চোখ মেলে তাকাল ক্যাপ্টেন রোমা। 'পেয়েছি!' টেকো মাথায় সাদরে হাত বুলিয়ে বলল সে। হাসিতে ডগমগ করছে চেহারা। কিন্তু পরমুহূর্তে রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে, চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠল। 'যেখানকার লাটসাহেবই হোন আপনি, মনে রাখবেন এটা রোম—এখানে ক্যাপ্টেন রোমা যা বলবে তাই ঘটবে। পরিষ্কার?'

এই বুঝি বোমা ফাটল, ভাবল মলিনারি। ভয়ে ভয়ে তাকাল সে রানার দিকে।

'প্রলাপের কোন জবাব হয় না,' শান্তভাবে বলল রানা। 'অর্থপূর্ণ কিছু যদি বলার থাকে, বলুন।'

'মন দিয়ে শুনুন,' হুমকির সুরে বলল ক্যাপ্টেন। 'এই কিডন্যাপিঙের কথা প্রকাশ হওয়া মাত্র দেশময় হুলস্থূল পড়ে যাবে। পাপিয়া ক্যালিয়ারি এলিতেলি কেউ নয়। প্রভাবশালী অনেক বন্ধু আছে তাঁর। যাতে ভুল করে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে না বসি, তাই সাবধানতা অবলম্বন করতে যাচ্ছি আমি। আর আপনি? আপনাকে আমি যা করতে বলব, ঠিক তাই করবেন এবং বলবেন। এর অন্যথা আমি সহ্য করব না। পরিষ্কার?'

পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'আমার বিশ্বাস, মেরী ভার্না জাঁ দুবের রক্ষিতা,' বলে চলেছে ক্যাপ্টেন রোমা। 'সিনর দুবে মিলান থেকে রোমে আসেন এই বাড়িটা ভাড়া করার জন্যে। সিনোরা পাপিয়া মিলানেই রয়ে গেছেন। জাঁ দুবে সম্পর্কে এখনও

আমরা বেশি কিছু জানি না। মাত্র কিছুক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটলেও, এরই মধ্যে আমরা কিছু খোঁজ-খবর যোগাড় করেছি। ওদের বিয়েটা গোপনে সারা হয়েছে। আট সপ্তা আগে পারীতে দেখা হয় দু'জনের। বুড়ো পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি, সিনোরা পাপিয়ার বাবা, এই বিয়ে সম্পর্কে আগে থাকতে কিছুই জানতে পারেননি। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মিলানের বাড়িতে পৌঁছে বুড়োকে ব্যাপারটা জানায় ওরা। জাঁ দুবে সমাজের বিখ্যাত কেউ নয়, এটা ছাড়া বিয়েটা গোপন রাখার আর কি কারণ থাকতে পারে, জানা নেই আমার। কিন্তু এখন এইসব ঘটনা দেখে বোঝা যাচ্ছে আরেকটা মেয়েকে নিয়ে খেলছেন জাঁ দুবে, এবং সেই মেয়েটা হলো মেরী ভার্না। বোঝাই যায়, রাতটা এই বাড়িতেই কাটাবে বলে ঠিক করেছিল দু'জনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, মেরী এসে পৌঁছুবার আগেই জাঁ দুবেকে কিডন্যাপ করা হয়। মেরী পুলিসের জেরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন করেছে, তাও এ-থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, সে যে আপনাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে সে জন্যে আমি ভারি খুশি।'

রানা কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে থামল ক্যাপ্টেন। কিন্তু বলার কিছু নেই রানার। ক্যাপ্টেনের যুক্তিগুলো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।

'এবার আমি কাজের কথায় আসছি, সিনর রানা,' বলল ক্যাপ্টেন। 'জাঁ দুবে কিডন্যাপড হয়েছেন। ভাল কথা। এ-ব্যাপারে যা করার সব আমরা করব। কিন্তু পরের ব্যাপারটা নিয়ে একটু টুঁ-শব্দ নয়! যেন জানিই না কিছু। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? মেরী ভার্না সম্পর্কে একটা কথাও মুখে আনবেন না। এই নামটা জীবনে কখনও শোনেননি আপনি। এটা আমার নির্দেশ। যদি অমান্য করেন, আপনাকে আমি ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে গণ্য করব। আর এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা কথা জানাতে চাই, শত্রুর শেষ আমি রাখি না।' একটু থেমে নিভে যাওয়া চুরুট ধরাল সে। 'আরও কথা আছে। আপনি হবেন প্রধান এবং একমাত্র সাক্ষী। আমার লোকেরা প্রতিদিনের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করবে। কিন্তু সাবধান, আবার বলছি ওই মেয়েটা সম্পর্কে কোন কথা যদি প্রেসে যায়, আপনার আমি বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব। সিনোরা পাপিয়া আমার কাছ থেকে সম্ভাব্য সব রকম সহানুভূতি এবং সুবিবেচনা পেতে যাচ্ছেন। এভাবে স্বামীকে হারিয়ে যথেষ্ট আঘাত পাবেন তিনি, তার ওপর স্বামী অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছিল জানতে পারলে দুঃখের সীমা থাকবে না তাঁর। আমি চাই তাঁর মান-সম্মান যেন ধুলোয় না লুটায়। জাঁ দুবের ওই রক্ষিতার কথা কারও জানা চলবে না। বুঝেছেন?'

কিন্তু রানা ভাবছে অন্য কথা। পাপিয়া ক্যালিয়ারির প্রভাবশালী বন্ধুদের মধ্যে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থরা অবশ্যই আছে। পাপিয়ার কথায় চোখ রাঙিয়ে এরা ক্যাপ্টেন রোমাকে দিয়ে যা খুশি তাই বলিয়ে নিতে পারবে। মেরী ভার্নার কথা যদি প্রকাশ পায়, পাপিয়াই হয়তো সবার আগে প্রতিবাদ করবে। এবং তার বন্ধুরা চেপে ধরবে রোমাকে। সে ধরনের কিছু যাতে না ঘটে তার জন্যেই

আগে থেকে সাবধান হতে চাইছে রোমা, পাপিয়ার প্রতি সহানুভূতিবশত নয়, নিজের গা বাঁচানোর জন্যেই মিথ্যের আশ্রয় নিতে যাচ্ছে সে।

ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রেখে হাসল রানা, কথা বলল প্রশংসার সুরে, 'আপনার ভাষাটা তো প্রাঞ্জল, বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি আমার।'

'বুঝে থাকলেই ভাল,' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'মোটকথা আমি চাই, মুখে কুলুপ এঁটে থাকুন। সেটাই আপনার জন্যে ভাল। এখন দয়া করে আসতে পারেন আপনারা।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা সে ঠেসে দিল অ্যাশট্রের মধ্যে।

বেরিয়ে এল রানা, তাকে অনুসরণ করে মোনিকাও।

একটু পরই ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট মলিনারি। ক্যাপ্টেনকে স্রেফ ম্লাফ করে দেয়ায় সিনর রানার প্রতি তার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেছে। জানে সে, রোমাকে শায়েস্তা করার জন্যে মাত্র দু'মিনিট সময় দরকার সিনর রানার। রোমা খারাপ আচরণ করা সত্ত্বেও তিনি যে প্রতিশোধ নিলেন না, একে মহত্ত্ব ছাড়া আর কি বলা যায়!

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে রানাকে পেল না মলিনারি। ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে রানা ও মোনিকা, ছুটতে শুরু করেছে গাড়ি।

তিন

পরদিন।

অফিস ছুটির পর বাবাকে দেখার জন্যে নার্সিং হোমে গেছে মোনিকা। ফ্ল্যাটে রানা একা। সারাটা দিন শুয়ে বসে কাটিয়েছে ও, খানিক আগে দাড়ি কামিয়ে শাওয়ার সেরেছে, পোশাক পরে অপেক্ষা করছে মোনিকার জন্যে। রিস্টওয়াচ দেখল ও, সাড়ে সাতটা। পৌনে আটটার মধ্যে ফিরে আসার কথা মনিকার, যদি না আসে মনে করতে হবে বুড়ো তাকে ছাড়েনি। মোনিকা বলছিল, অসুস্থ হয়ে বুড়ো কাউন্ট নাকি একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছেন, মেয়েকে পেলে ছাড়তে চান না। পৌনে আটটার পর তাই রানা যেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে একাই ডিনার খেতে চলে যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসল রানা। টেবিল থেকে 'কুরিয়ের দেলা সেরা' তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল। গতরাতের ঘটনাটা বারবার ফিরে আসছে মনে। জাঁ দুবের কোন সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যায়নি। গেলে মোনিকা তাকে জানাত। কয়েকবার ফোন করেছে লেফটেন্যান্ট মলিনারি, মোনিকাকে সে-ও কিছু জানায়নি। কেসটার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্যাঁচ আছে, প্রথমেই সেটা অনুভব করতে পেরেছিল বলে এখনও কৌতূহল বোধ করছে রানা। তবে কেসটা ওর ঘাড়ে এসে চাপেনি বলে খানিকটা স্বস্তিও বোধ করছে। শরীর মন দুটোই ক্লান্ত, এই অবস্থায় কিডন্যাপিঙের একটা কেসে নিজেকে জড়াতে চায় না ও। তবু, শেষ পর্যন্ত কি হয় জানার কৌতূহলটা দমন

করতে পারছে না। রোমে দিন কয়েক থাকছে, বলা যায় না, কেসটার সুরাহা হয়তো দেখে যেতে পারবে ও। তাছাড়া, রানা ভুলে যেতে পারছে না, একজন সাহায্য চেয়েছিল ওর, যে এখন সত্যিই বিপন্ন।

ঠিক পৌনে আটটার সময় এল টেলিফোন। নিশ্চয়ই মোনিকা! দ্রুত হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?' নাচ-গানের অস্পষ্ট আওয়াজ পেল ও।

'সিনর রানা?' একটা অচেনা মেয়ের গলা। শুধু মিষ্টি নয়, সুমধুর। এই ধরনের কণ্ঠস্বরই বেশিরভাগ পুরুষের বুকে পুলকের ঢেউ তোলে। অন্তত রানার তুলল।

'বলছি,' বলল রানা।

'সিনর রানা,' মৃদু, মার্জিত সুরে বলল মেয়েটা, 'আমি পাপিয়া ক্যালিয়ারি। সার্কাসা ক্লাব থেকে বলছি। আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। সময় হবে?'

এড়িয়ে যাওয়ার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা। বলল, 'এখন তো সময় দিতে পারব না। আপনি বরং...'

'আপনার কখন সময় হবে, বলুন?' জানতে চাইল ও প্রান্তের ঢেউ-জাগানিয়া স্বর।

'সেটা নির্ভর করছে কি জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছেন আপনি তার ওপর।'

এবার কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর মৃদু গলায় সিনোরা ক্যালিয়ারি বলল, 'আমি আপনার সাহায্য চাই, সিনর রানা। ফোনে তো সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয়, তাই...'

চট করে বলল রানা, 'সম্ভবত কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে সাহায্য চান আপনি, তাই না? কিন্তু ওটা তো পুলিসের কেস, আমাদের কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

'প্লীজ, সিনর রানা!' আবেদনের সুরে বলল পাপিয়া, 'বিশেষ জরুরী একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে বলেই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। হোক পুলিস কেস, আপনি সাহায্য করতে পারবেন জেনেই ফোন করছি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছি আমি। কখন সময় হবে আপনার, প্লীজ?'

না। আবারও সেই কৌতূহলটা মাথা তুলে দাঁড়াল। এক কোপে নামিয়ে দেবে তার কল্লা? একটা সময় দিল রানা, বলল, 'রাত সাড়ে ন'টায়।'

পাপিয়া ক্যালিয়ারির স্বস্তির নিঃশ্বাসটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'কোথায়, সিনর রানা?'

'আপনাকে আর আসতে হবে না,' বলল রানা। 'ক্লাবে কতক্ষণ আছেন আপনি?'

'বারোটা পর্যন্ত; সাড়ে ন'টার সময় আপনার জন্যে আমি পার্কিং লটে অপেক্ষা করব। কালো একটা আলফা রোমিও।'

'আলফা রোমিও?'

'হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর রানা।'

রিসিভার রেখে দিল রানা। কৌতূহলটা এখন তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে ওকে। সত্যি কোন প্যাঁচ আছে এর মধ্যে? অসাধারণ কোন বুদ্ধির প্যাঁচ? নাকি ব্যাপারটা স্রেফ কল্পনা ওর? কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিতে চাইল ও। আগে তো ডিনার খাওয়া শেষ হোক, তারপর শোনা যাবে পাপিয়া ক্যালিয়ারির কথা। কারও কথা শুনতে আপত্তি নেই, ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তো আর ওকে কোন ঝামেলায় জড়াতে পারছে না।

সার্কাসা ক্লাব।

রোমের অভিজাত মহলের কেউকেটারাই এ-ক্লাবের সদস্য। ফলে বিধিনিষেধের বেশ কড়াকড়ি। সদস্য ছাড়া আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না। রানা সদস্য নয়, কিন্তু ওর ধারণা ছিল টেলিফোন করে গেটে বলে রাখবে সিনোরা ক্যালিয়ারি। ধারণাটা মিথ্যে হলো না। ভেতরে ঢুকে রাস্তার দু'পাশে ফুলের বাগান দেখল ও। বাগানের এখানে-সেখানে আসর জমে উঠেছে, ছুটোছুটি করছে বয়-বেয়ারা। এরপর ওর ডান দিকে পড়ল মস্ত এক সুইমিং পুল। ফ্লাড লাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। ক্লোরিন মেশানো স্বচ্ছ পানিতে মগ্ন হয়ে আছে সন্তরণ সুখী কয়েকজন নারী-পুরুষ। পার্কিং লটে এসে গাড়ি থামাল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে নিচে নেমে সমস্যাটা টের পেল ও। সারি সারি অসংখ্য গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর মধ্যে থেকে কালো একটা আলফা রোমিও খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। সময় নষ্ট না করে প্রথম সারির সামনে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। একটু পরই লক্ষ করল, সারির শেষ প্রান্তে একটা গাড়ির পার্কিং লাইট জ্বলছে আর নিভছে। দূর থেকে গাড়িটা আলফা রোমিও কিনা বোঝা গেল না। তবু সেদিকেই এগোল রানা। কাছে গিয়ে দেখল এই গাড়িটাই বেন ভেনুতোয় দেখেছিল ও। ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল।

'সিনর রানা?'

হাতে সিগারেট নিয়ে হুইলের পিছনে বসে আছে পাপিয়া। প্রথমে রানার চোখ পড়ল চুলে জড়ানো সোনালি একটা জালের সাথে আটকানো হীরকখণ্ডগুলোর দিকে, আগুনের ফুলকি যেন, চারদিকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সরাসরি তার মুখে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। পাথরের নারী-মূর্তির মত রহস্যময়ী লাগছে তাকে। পরনে সোনালি স্ট্র্যাপলেস পোশাক। চোখ তুলে তাকাল রানার চোখে। এমন গভীর আয়তচোখ আর কোন মেয়ের দেখেনি রানা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ধন্যবাদ, সিনর,' মৃদু হাসল পাপিয়া। 'ঠিক সময় এসে পৌঁছেছেন আপনি।' পাশের সীটে সরে গেল সে। 'উঠে পড়ুন।'

একটু ইতস্তত করল রানা। জানতে চাইল, 'আমরা কি এখানেই কথা বলব?'

'যদি অন্য কোথাও যেতে না চান।'

'গলফ কোর্সের পাশে একটা নদী আছে,' বলল রানা।

'বেশ তো, ওখানেই,' গাড়ির দরজা খুলে দিল পাপিয়া। 'আপনিই ড্রাইভ করুন, প্লীজ।'

হুইলের পিছনে এসে বসল রানা। সুইচ অন করে স্টার্ট দিল। পার্কিং লট থেকে রাস্তায় উঠে এসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রতিভ হলো যেন পাপিয়া। রানার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাল। একটু পরই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। একাকী লাগছে তাকে রানার। মুখটা সাদা কাগজের মত ভাবলেশহীন।

নদীর ধারে এসে গাড়ি থামাল রানা। পথে কোন কথা হয়নি ওদের মধ্যে। 'নিচে নামবেন?'

চমকে উঠল পাপিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। চিন্তাজাল ছিঁড়ে এখনও বাস্তবে ফিরে আসেনি। তারপর বিষণ্ণ একটু হাসল সে, অনেকটা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে। জানালা গলিয়ে ফেলে দিল সিগারেট। নিস্তব্ধ রাত, পানিতে সিগারেট পড়তেই ছ্যাঁৎ করে শব্দ হলো। 'অযথা আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না,' বলল সে। 'এখানে বসেই সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল রানা।

'সোয়ান দালার লাশ তো আপনিই প্রথম দেখেন, তাই না, সিনর রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। তারপর নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে জানতে চাইল, 'আপনার স্বামীর কোন খবর পেলেন?'

'আজ রাতে ফোন করেছিল ওরা। দশ লক্ষ মার্কিন ডলার চায়। বারবার বলল, আপনার দুবে ভাল আছে।' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছে পাপিয়া, কিন্তু ভয় আর উদ্বেগ তাতে চাপা পড়েনি। 'পরশু রাতে পৌঁছে দিতে হবে টাকাটা। টাকা ওদের হাতে পৌঁছুবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুবেকে ওরা ছেড়ে দেবে।' আরও কি যেন বলতে গিয়েও ইতস্তত করে থেমে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলল না রানা। অপেক্ষা করছে ও। কিন্তু পাপিয়া ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলেন কেন?'

'কথাটা কিভাবে শুরু করি ভেবে পাচ্ছি না,' বলল পাপিয়া। 'আমার অনুরোধ, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। কাজটা সামান্য, আপনার ফার্মের উপযুক্ত না, জানি। সেজন্যেই বলতে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু আপনাদের ছাড়া আর কাকে বিশ্বাস করব তাও বুঝতে পারছি না।'

'কি কাজ?'

'এ-ধরনের কাজ আপনারা করেন না জানি তবু,' অনুরোধটা করতে ইতস্তত করছে পাপিয়া। 'যত টাকা ফি লাগে দেব আমি। কিন্তু আমার একজন বিশ্বস্ত লোক চাই। সে রকম লোক নিশ্চয়ই আছে আপনার এজেন্সীতে। তাকে টাকাটা পৌঁছে দিতে হবে।'

'খোঁজ করলে সেরকম লোক আপনিও অনেক পাবেন,' বলল রানা।

'ভয়টা কেন? অনেক টাকা, তাই?'

'না,' মৃদু গলায় বলল পাপিয়া। 'আপনি বলছেন টাকা পৌঁছে দেয়ার জন্যে অনেক লোক পাওয়া যাবে, কিন্তু এ পর্যন্ত আমি তো কম চেষ্টা করিনি, কই, একজনও তো তেমন উৎসাহ দেখাল না।'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করল রানা। কিডন্যাপারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাওয়া আসলেই সাংঘাতিক ঝুঁকির ব্যাপার। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দাবির টাকা পৌঁছে দেয়ার জন্যে যাকে পাঠানো হয় তাকে তারা খুন করেছে। দুঃসাহসী লোক ছাড়া এ-ধরনের ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না। সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলদো মরোর ব্যাপারেও দেখা গেছে এমনি ঘটনা।

'বিশ্বস্ত লোক দরকার কেন?'

'আসলে এমন একজন লোক দরকার আমার, যে আমার ইচ্ছেটার মর্যাদা দেবে,' বলল পাপিয়া। 'আমি কিডন্যাপারদের সমস্ত শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই। এমন একজন লোক দরকার আমার, যে পুলিসকে এ-ব্যাপারে কিছুই জানাবে না। এবং আমি যা বলব ঠিক তাই করবে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন চালাকি করতে গিয়ে আমার স্বামীর বিপদ ডেকে আনবে না। এই সাহায্যটুকুই আপনার কাছ থেকে আমি চাই। তাকে আপনার ফার্মের লোক হতে হবে।'

বুদ্ধির প্যাঁচ কষে এক কথায় লক্ষ মার্কিন ডলার আদায় করে নিচ্ছে—কে? কারা? টাকা পেয়ে জাঁ দুবেকে তারা ছাড়বে বলে মনে হয় না। কে জানে, বেন ভেনুতো থেকে তাকে বের করে নিয়ে গিয়েই হয়তো খুন করে ফেলেছে! যতই ভাবছে রানা, বেড়ে যাচ্ছে কৌতূহল। কে আছে এর পেছনে? ভেতরের কারও যোগসাজশ ছাড়াই ঘটনাটা ঘটেছে, নাকি…। পাপিয়া ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে বলল রানা, 'ওদের সঙ্গে কোন অ্যারেঞ্জমেন্টে পৌঁছেছেন আপনি?'

মাথা নাড়ল পাপিয়া। 'ওরা শুধু ওদের শর্তের কথা জানিয়েছে। ব্যবহার করা বিশ ডলারের নোটে দিতে হবে টাকাটা। তিনটে অয়েলস্কিন পার্সেলে মুড়ে। কোথায় পৌঁছে দিতে হবে তা ওরা আমাকে জানাবে শেষ মুহূর্তে।'

'ব্যবহার করা বিশ ডলারের মার্কিন নোট, যোগাড় করা সম্ভব?'

'ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল পাপিয়া। 'ওরা জানিয়েছে, সম্ভব।' একটু থেমে জানতে চাইল সে, 'আপনিও কি মনে করেন, টাকাটা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে সত্যি কোন ঝুঁকি আছে?'

'যে টাকাটা পৌঁছে দিতে যাবে, তার জন্যে?'

'হ্যাঁ?'

'ঝুঁকি তো নিশ্চয়ই আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু, টাকা পৌঁছে দেয়ার আয়োজনটা কি ধরনের হবে তা জানা থাকলে ঝুঁকির পরিমাণটা বোঝা যেত।'

ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট বের করল পাপিয়া। লক্ষ করল রানা, ধরাবার সময় হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে তার। 'আপনি কি মনে করেন দুবেকে

ওরা ফিরিয়ে দেবে না?'

'বলা মুশকিল। ওদের তিনি দেখেছেন কিনা তার ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা। যদি না দেখে থাকেন, ফেরত পাঠাতে অসুবিধে কোথায়।'

'কিন্তু যদি দেখে থাকে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল পাপিয়া।

'নির্ভর করবে ওদের ইচ্ছের ওপর। কিডন্যাপাররা ব্ল্যাকমেইলারদের মতই নির্মম হয়, সিনোরা। কিডন্যাপিঙের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ওরা কোন ঝুঁকি নেয় না।'

'আমার তরফ থেকে ওদের কোন ঝুঁকি নেই। ওরা যা চাইবে সব দিতে রাজি আছি আমি। ওদের সমস্ত শর্ত আমি মেনে নেব। সব কিছুর বিনিময়ে আমি আমার স্বামীকে ফেরত চাই। এটা যে ঘটল এর জন্যে আমিই তো দায়ী। আমার টাকাই আমার সর্বনাশ ডেকে আনছে...' ফুঁপিয়ে উঠল পাপিয়া, মুখ ঢাকল দু'হাতে। 'ওকে আমার ফিরিয়ে আনতেই হবে।'

চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করার কথা এই মুহূর্তে ভেবে পেল না রানা। মুখের ওপর তো আর কাউকে বলা যায় না যে আপনার স্বামীকে জীবিত দেখার আশা ছেড়ে দিন, কারণ টাকাটা পেয়ে বেঁচে থাকার বাসনা সহস্র গুণ বেড়ে যাবে কিডন্যাপারদের। জিম্মিকে খুন করাই বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে হবে তাদের। অনেক কিডন্যাপার এর আগে জিম্মিদের ছেড়ে দিয়ে ঠকেছে। ছাড়া পেয়ে ওরাই কিডন্যাপারদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে।

'এ-ব্যাপারে পুলিসকে কিছু জানাচ্ছেন না কেন?'

'পুলিসকে জানানো আর আমার স্বামীকে নিজের হাতে খুন করা তো একই কথা! ওরা আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, আমার প্রতিটি আচরণের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পুলিসের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করলেই দুবেকে খুন করা হবে। তাছাড়া, পুলিস তো কোন কম্মেরই নয়। এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি ওরা। আপনি সাহায্য করবেন, সিনর?'

জানালা গলিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল রানা, 'টাকা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে ঝুঁকি আছে, আমি বললে হাসি মুখে সে ঝুঁকি নেবে আমার এজেন্সীর লোকেরা। কিন্তু তা আমি ওদের নিতে বলব না।'

হতাশায় কালো হয়ে গেল পাপিয়ার চেহারা। 'কিন্তু, সিনর রানা, আমি মেয়ে হয়ে যেখানে ঝুঁকি নিতে পারব, সেখানে আমার সঙ্গে একজন পুরুষ কেন পারবে না?'

'তার মানে? আপনিও যেতে চান নাকি?'

'হ্যাঁ। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, টাকাটা ওরা পেল কিনা তা আমি নিজের চোখে দেখব। আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ। আমার সঙ্গে যে যাবে তাকে বিশ্বাস করতে পারব না বলে নয়। বলতে পারেন, নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই টাকাটা যে পৌঁছুল তা আমি দেখতে চাই।'

সেই কৌতূহলটা আবারও জ্বালাতে শুরু করল রানাকে। 'কিন্তু ঝুঁকি আছে জানার পরও আপনি...'

'দুবের জন্যে আমি যে-কোন ঝুঁকি নিতে পারি,' বলল পাপিয়া। একটু

থেমে আবার বলল, 'আপনি বোধ হয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাই না? লোক দিয়ে সাহায্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়?'

সম্ভব নয়, কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। শেষ মুহূর্তে জিত হলো কৌতূহলেরই। বলল, 'আপনার সাথে যদি আমি যাই, আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি?' অবাক হয়ে বলল পাপিয়া। 'আপনি গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু সত্যি যাবেন আপনি? এই সামান্য একটা কাজের জন্যে আপনাকে অনুরোধ করতে তো সাহসই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আপনি নিজে কেন যেতে চাইছেন বলুন তো?'

'স্রেফ কৌতূহল,' বলল রানা। 'একটা কথা, ফাঁদ পাতার জন্যে কিন্তু সময় রয়েছে আপনার হাতে। টাকার গায়ে এমন ভাবে চিহ্ন রাখা যায়, কেউ দেখতে পাবে না। এতে অন্তত আপনার স্বামী নিরাপদে ফিরে আসার পর কিডন্যাপারদের ধরার একটা সুযোগ পাবে পুলিস।'

'না!' আঁতকে উঠল পাপিয়া। 'কোন রকম চালাকি করব না বলে ওদেরকে আমি কথা দিয়েছি। তা যদি করি, এবং ওরা জানতে পেরে দুবেকে যদি মেরে ফেলে, নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। কত টাকা গেল সেটা আমি ভেবে দেখতে চাই না। দুবেকে ফেরত পেতে হবে আমার।'

'কে ফোন করেছিল আপনাকে?' প্রশ্ন করল রানা। 'গলার আওয়াজ শুনে কোন ধারণা করতে পেরেছেন, কি ধরনের লোক সে? মানে, শিক্ষিত বলে মনে হয়েছে তাকে? কোনরকম টান আছে কথার সুরে? আবার শুনলে চিনতে পারবেন?'

'মনে হলো মুখে রুমাল চেপে রেখে কথা বলছিল। না, বিশেষ ধরনের কোন টান আছে বলে মনে হয়নি।'

'রুগচটা বলে মনে হলো?'

'না। বরং ভদ্র আর নরম টাইপের লোক বলে মনে হয়েছে আমার।' তারপর হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল পাপিয়া। 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করুন।'

'মেয়েটা, মানে, আমার সেক্রেটারি বলে পরিচয় দিয়েছে যে…কেমন সে?'

'দেখতে তো ভালই।

ইতস্তত করল পাপিয়া, তারপর জানতে চাইল, 'দেখতে ভাল…মানে… খুব কি সুন্দরী?'

'হ্যাঁ, সুন্দরী বলা চলে। চেহারায় এমন এক ধরনের মাধুর্য আছে, যা অনেক অপূর্ব সুন্দরীর মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না।'

'সে আমার স্বামীর নাম ধরে ডেকেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল পাপিয়ার। 'ওই হোঁৎকা পুলিস

ক্যাপ্টেনের ধারণা, মেয়েটার সঙ্গে দুবের নাকি অবৈধ সম্পর্ক আছে! কিন্তু দুবে ওকে ভালবাসতে পারে না!' ফিসফিস করে বলল পাপিয়া কোনরকমে শুনতে পেল রানা। 'অসম্ভব। এ হতে পারে না। আমার বাড়িতে আরেকটা মেয়েকে নিয়ে আসবে—না! না! দুবে সেরকম মানুষই নয়।' হঠাৎ চুপ করে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

'পুলিস মেয়েটার কোন খোঁজ করতে পেরেছে?'

'না। ওকে তারা খুঁজছে না। ওদের বদ্ধমূল ধারণা, দুবের মিসট্রেস সে। আমাকে বোঝাল, তাকে খুঁজে বের না করাই ভাল। এ আমি বিশ্বাস করি না! নিশ্চয়ই কিছু জানে মেয়েটা।' মুখ থেকে হাত নামাল পাপিয়া।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল দু'জনেই। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'চলুন, ক্লাবে পৌঁছে দিই আপনাকে। পরশু রাতের আগে পর্যন্ত আর কিছু আলোচনার নেই।'

'বাড়িতে ছ'টার দিকে আসবেন আপনি?'

'ঠিক আছে।'

পার্কিং লটে ফিরে এল ওরা। গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল পাপিয়া। রানার দিকে মুখ তুলে বিষণ্ণ একটু হাসল। বলল, 'পরশু সন্ধ্যা ছ'টায়, কেমন?'

ক্লাব-হাউজের দিকে ধীর পায়ে হেঁটে গেল পাপিয়া, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল রানা। সোনালি পোশাকে মোড়া আশ্চর্য এক দেহ-দেউল। মাথার চুলে হীরের টুকরো ঝিক ঝিক করছে। বুকে ঈর্ষা আর ভয়। অদ্ভুত!

সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে রানা দেখল, মোনিকা তখনও ফেরেনি। কাপড়চোপড় পাল্টে ঝুল-বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার পেতে বসল ও। ভাবছে প্রথম থেকে এ-পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা। কি যেন একটা আছে! পাঁচ মিনিট পর গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকতে দেখল ও। বারান্দায় থামল সেটা, ভেতর থেকে নামল লেফটেন্যান্ট মলিনারি। সোজা ওপরে উঠে এল।

চেয়ার ছেড়ে উঠল না রানা, বলল, 'আসুন।'

এগিয়ে এল মলিনারি। তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল রানা। চশমার ভেতর থেকে বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ তাকিয়ে আছে রানার দিকে। বসার আগে বলল, 'বাড়ি ফিরছিলাম, ভাবলাম সিনরের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। সারাদিন তিন-চার বার ফোন করেছি, কিন্তু আপনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন…'

'নতুন কোন খবর আছে কি?' জানতে চাইল রানা।

'খবর তৈরি হবে কোত্থেকে, সিনর? সূত্র থাকলে তো! অথচ আনন্দে বগল বাজাচ্ছে আমাদের ক্যাপ্টেন। তার বোধহয় ধারণা, কিডন্যাপারকে ধরতে পারলে পুলিস চীফ বানিয়ে দেয়া হবে তাকে।' বসল মলিনারী। 'সে যাক। আমি কেন এসেছি সে কথাটা আগে বলি। তার আগে বলে নিই, এটা আমার আনঅফিশিয়াল ভিজিট। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এসেছি আপনার কাছে। ক্যাপ্টেন আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, সেজন্য

ব্যক্তিগতভাবে আমি লজ্জিত। ও জানে না...'

বাধা দিল রানা। বলল, 'ওসব কথা থাক। আমি কিছু মনে করিনি।'

'আপনি ব্যতিক্রম, সেজন্য কিছু মনে করেননি, কিন্তু আপনি না হয়ে আপনার মত অন্য কোন ক্ষমতাবান লোক হলে ওর অবস্থাটা কি হত...'

'শুনুন,' আবার বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আপনি কোন খবর দিতে না পারলেও আমি আপনাকে একটা খবর দিতে পারি।'

'কি খবর, সিনর?' আগ্রহের আতিশয্যে চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল মলিনারি।

'সিনোরা পাপিয়া ক্যালিয়ারির সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

'তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?' তীক্ষ্ণ হলো মলিনারির দৃষ্টি।

'হ্যাঁ।'

'টাকার দাবি জানিয়েছে কিডন্যাপার, সে-ব্যাপারে আপনার সাহায্য চেয়েছেন—এই ধরনের কিছু?'

'কিন্তু সিনোরা পুলিসকে এ-ব্যাপারে কিছু জানাতে চান না।'

'ঘটনাটা ঘটল কখন, সিনর?'

'কাল রাতে। শেষ মুহূর্তে জানাবে ওরা কোথায় পৌঁছে দিতে হবে টাকা।'

চেহারা দেখে মনে হলো, হঠাৎ যেন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে লেফটেন্যান্ট। মৃদু হাসল রানা। বলল, 'ভাবছেন, ক্যাপ্টেনকে কথাটা জানাবেন কিনা, তাই না? ইচ্ছে হলে জানাতে পারেন। কিন্তু তার কিছু করার নেই। টাকাটা যে ডেলিভারি নেবে তাকে হয়তো হাতেনাতে ধরতে পারবে সে, কিন্তু তার মানে হবে জাঁ দুবেকে খুন করা। সিনোরা ধরে নেবেন, রোমা তাকে নিজের হাতে খুন করেছে।'

'কিন্তু সিনর, আপনি কি মনে করেন, জাঁ দুবে বেঁচে আছেন?'

'হয়তো নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না আমরা।'

'সিনোরা না চাইলে রোমা এর মধ্যে নাক গলাবে না। ওকে যমের মত ভয় করে সে।'

'মেরী ভার্না সম্পর্কে কিছু জানা গেল? কোন খবর?'

'তার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে চাইছে না ক্যাপ্টেন। কিন্তু তার গাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেছি। রেস্তোরাঁ ভেরোনার কাছে একজন দোকানদার দুটো গাড়িকে বেন ভেনুতোর দিকে যেতে দেখেছিল। একটা আপনার মরিস ম্যারিনা, দ্বিতীয়টা মেরী ভার্নার সিট্রন। গাড়ির নাম্বার মনে রেখেছিল সে। কিডন্যাপিঙের খবর শুনে নিজেই এসেছিল থানায়। নাম্বার ধরে খোঁজ করতেই জানা গেল মেরী গাড়িটা ভাড়া করেছিল তারবুজ থেকে—ওটা একটা রেন্ট-এ কার কোম্পানী। মালিকের নাম রাফায়েল আলবের্তি। সে এখন নেপলসে। তবে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। মেরী ভার্নাকে স্পষ্ট মনে আছে তার। পরশু রাতে, যে রাতে কিডন্যাপড হন জাঁ দুবে, এই আটটার দিকে

একটা গাড়ির জন্যে ওখানে যায় মেরী। ভাড়া বাবদ যা হয় আলবের্তিকে অ্যাডভান্স করে দু'দিনের জন্যে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। ঠিকানা দিয়েছিল হোটেল মান্দারিন।'

'মেয়েটা সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই আলবের্তি তার হাতে একটা গাড়ি ছেড়ে দিল?'

'ওগুলো বীমা করা গাড়ি, তাই এর মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই,' বলল মলিনারি। 'যাই হোক, এইটুকু জানা গেছে। এর বেশি আমি আর এগোতে পারিনি।'

'এয়ারপোর্ট আর স্টেশনে খোঁজ নিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা। 'মেয়েটা শহরের বাইরে থেকে এসেছে কিনা...'

'কোথাও খোঁজ নিতে বাকি রাখিনি, সিনর,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মলিনারি। 'কিন্তু ফল—শূন্য। এই মেরী ভার্নাই আমাদের হাতে একমাত্র সূত্র অথচ ক্যাপ্টেন রোমা তার পেছনে আমাদের লাগতেই দিচ্ছে না। ভাবতে পারেন সিনর, কি করুণ অবস্থা?'

মুচকি হেসে বলল রানা, 'এর ওপর টাকাটা দিতে গিয়ে আমি যদি মারা যাই, তখন আপনাদের অবস্থা কি হবে?'

'একটারও চাকরি থাকবে না...সিনর!' হঠাৎ আঁতকে উঠল লেফটেন্যান্ট। 'সিনর, আপনি...আপনি টাকা পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন?'

'যাচ্ছি,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'কিন্তু...কিন্তু...সিনোরার প্রতি এটা কি তবে আপনার স্পেশাল ফেভার, সিনর?'

হেসে উঠল রানা। বলল, 'তা নয়। আসলে আমি একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছি।'

কয়েক সেকেন্ড বোকার মত চুপ করে থাকার পর লেফটেন্যান্ট বলল, 'অফিস ছুটির পর সম্ভব হলে রোজই একবার দেখা করে যাব আমি, সিনর।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'নতুন কোন খবর থাকলে...'

এবার হেসে উঠল মলিনারি। 'আমি আর কি খবর দেব, সিনর! আমি আসব আপনার কাছ থেকে খবর পাওয়ার লোভে। সিনর, চাও (বিদায়)।'

পরদিন সন্ধ্যা। রানা এজেন্সী।

নিজের চেম্বারে বসে একটা পয়েন্ট থ্রী-এইটে শেল ভরছে রানা। ডেস্কের ওধারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাই দেখছে মোনিকা।

'বেন ভেনুতোর ওপর বোধ হয় নজর রাখা হয়েছে,' বলল রানা। 'কাজেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। কোথায় যাচ্ছি আমরা তা আমি তোমাকে রওনা হওয়ার সময় জানিয়ে দেব। আমরা বেন ভেনুতো যাওয়ার পর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে তুমি, তারপর অনুসরণ করবে। তার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে, কেউ তোমাকে দেখছে কিনা। অনুসরণ করার সময়ও সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে। মস্ত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা।

একটু ভুল হলে জাঁ দুবে খুন হয়ে যাবে। কাজেই সাবধান, আর যাই করো, গোলমাল দেখা না দিলে আত্মপ্রকাশ কোরো না।'

'আর যদি গোলমাল দেখা দেয়?' বলল মোনিকা। 'গুলি করতে করতে বেরিয়ে পড়ব?'

'হ্যাঁ।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কোটের ভেতর শোল্ডার হোলস্টারে পয়েন্ট থ্রী-এইটটা ভরে নিয়ে বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। ভাল কথা, অফিস সেক্রেটারিকে কি বলেছ?'

'মাঝরাতের মধ্যে আমরা যদি ফিরে না আসি বা টেলিফোন না করি, সব লেফটেন্যান্ট মলিনারিকে জানাতে হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ও। সোজা গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল। আরেক দরজা দিয়ে এরই মধ্যে গ্যারেজে চলে এসেছে মোনিকা।

'তোমার কষ্ট হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু আর কোন উপায় নেই, মনি।'

ক্ষীণ একটু হাসল মোনিকা। 'ও কিছু না। একটু গরম লাগবে এই যা। কতক্ষণ ওভাবে থাকতে হবে আমাকে?'

'ঘণ্টা চারেক, তার বেশিও হতে পারে, আবার এক ঘণ্টার মধ্যেও সব মিটে যেতে পারে। হ্যাঁ, গরম লাগবে, তবে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে আবহাওয়া, তখন আর…'

'থাক, সান্ত্বনা দিতে হবে না আর!' বলে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মোনিকা। উবু হয়ে বসল গাড়ির মেঝেতে। একটা কালো কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল তাকে রানা।

বেন ভেনুতো।

গাড়ি-বারান্দায় সেই কালো আলফা রোমিওটাকে আজও দেখল রানা। একটু দূরে দাঁড় করাল মরিস ম্যারিনা। গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাল ও। বাগানে দু'জন ফিলিপিনো মালী কাজ করছে। অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই তাদের। সুইমিং পুলটা দেখা যায় এখান থেকে। কেউ নেই পানিতে। পুলের পাশেই তার দিয়ে ঘেরা বনভূমি। দুটো হরিণ মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে। ভিউকার্ডের মত পরিচ্ছন্ন ছবি। রানার মনে হলো, সবই আছে এই রাজপ্রাসাদে, নেই শুধু সেই বস্তুটি, যা থাকলে সার্থক হয়ে ওঠে সবকিছু। শান্তি।

'ভেতরে যাচ্ছি আমি,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'কিন্তু সাবধান!' গাড়ির পেছন থেকে চাপা গলা ভেসে এল মোনিকার। 'ভয়ঙ্কর সুন্দরী ওই পাপিয়া ক্যালিয়ারি। ওই সৌন্দর্যও কিন্তু বিপজ্জনক।'

'কথাটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বলে টেরেসের দিকে পা বাড়াল রানা।

খিলানের দরজাটা বন্ধ। কলিংবেলে আঙুল রেখে চাপ দিল ও।

দরজার কাঁচ ভেদ করে হলঘরে দৃষ্টি পড়ল ওর। চওড়া একটা প্যাসেজ চলে গেছে বাড়ির অন্দর মহলের দিকে। থুত্থুড়ে এক বুড়োকে দেখা গেল

প্যাসেজে। এগিয়ে এসে সে-ই খুলে দিল দরজা। এককালে হয়তো অস্বাভাবিক লম্বা ছিল লোকটা, বয়সের চাপে শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যাওয়ায় অনেক খাটো হয়ে গেছে। সত্তরের বেশি তো কম হবে না বয়স। চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক হলেও চেহারায় এক ধরনের আভিজাত্য আছে। কপালের চামড়ায় অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা। চোখ দুটো ঘোলাটে, কিন্তু দৃষ্টিটা ভাল মানুষের। রানার দিকে হাসিমুখে তাকাল, বলল, 'আপনি মাসুদ রানা, সিনর?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ো। 'ভেতরে আসুন।' দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। 'হলঘরে অপেক্ষা করবেন, সিনর?' বুড়োর গলায় মার্জিত বিনয়। রানা সায় দিতে ওকে একটা সোফা দেখাল লোকটা। 'আরাম করে বসুন, সিনর। গলা ভেজাবার জন্যে কি পছন্দ করবেন বলুন?'

'ডাবল স্কচ। বরফ।'

একটা সোফায় বসল রানা। মেক্সিকান কার্পেটটা পরিষ্কার করা হয়েছে, রক্তের দাগ ছিল বোঝার কোন উপায় নেই। পোড়া দাগটাও নেই টেবিলে। বোধহয় একই সাইজের অন্য টেবিল এটা। এগিয়ে গিয়ে একটা সাইডবোর্ডের সামনে দাঁড়াল বুড়ো। হেইগ অ্যান্ড হেইগের একটা বোতল থেকে হুইস্কি ঢালল। বাকেট থেকে বরফ নিয়ে ছাড়ল গ্লাসে। রানার সামনে ট্রেতে করে নিয়ে এল সেটা। 'অপেক্ষার সময় আপনি যদি পত্র-পত্রিকা পড়তে চান, এনে দিতে পারি, সিনর।'

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বুঝি?' বুড়োকে পছন্দ হয়ে গেছে রানার। এই বয়সের লোকদের চেহারায় এ-ধরনের আন্তরিকতার ছাপ সাধারণত দেখা যায় না। বয়স হলেও মেজাজটা নরম। বুড়ো রানার দিকে আরও যেন একটু ঝুঁকে পড়ল। 'এসব ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সিনর। তবে মনে হয়, রাত গভীর না হলে তাদের সাড়া পাওয়া যাবে না।'

'হ্যাঁ, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। না চাইতেই দিয়াশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল বুড়ো। 'তোমার নামটা জানা হলো না।'

'আদলক, সিনর।'

'তুমি কার? সিনোরা পাপিয়ার, নাকি সিনর পোয়েত্রো ক্যালিয়ারির?'

হাসল বুড়ো। মুখের ভেতর এখনও বেশ কয়েকটা দাঁত রয়েছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। 'মি. পোয়েত্রো, মানে ছোট সাহেবের কাছে আজ বিশ বছর ধরে আছি, সিনর। তার আগে বড় সাহেবের কাছে ছিলাম ত্রিশ বছর।' একটু থেমে আবার বলল, 'তবে দিন কতকের জন্যে আমি সিনোরা পাপিয়ার কাছে আছি। ওর কাজ করে আমি বড় আনন্দ পাই।'

এই ধরনের আরও কিছু আলাপ হলো ওদের মধ্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুড়োকে আপন করে নিয়েছে রানা। হঠাৎ জানতে চাইল ও, 'সিনর জাঁ দুবের সঙ্গে প্রথম তোমার দেখা হলো কোথায়? মিলানে?'

হাসিখুশি চেহারাটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল আদলকের। 'হ্যাঁ, সিনর, ছোট সাহেবের সঙ্গে কয়েকদিন ছিলেন তিনি।'

'ভদ্রলোককে আমি দেখিনি,' বলল রানা। 'কথা হয়েছে টেলিফোনে। তাঁর কোন ছবিও নেই এখানে। কি রকম দেখতে বলতে পারো?'

আদলকের নীলচে ঘোলাটে চোখে অসন্তোষের ছায়া পড়ল। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ খুলল সে, 'লম্বা, সুঠাম, গায়ের রঙ উজ্জ্বল। এর চেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করা আমার সাধ্যের বাইরে, সিনর।'

'তাকে তোমার পছন্দ হয়?'

বুড়োর বাঁকা পিঠ শক্ত হয়ে উঠল। সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কিছু পত্র-পত্রিকা লাগবে আপনার, সিনর?'

উত্তরটা জানা হয়ে গেল রানার। যে-কোন কারণেই হোক, বুড়ো জাঁ দুবেকে ভাল চোখে দেখে না। কয়েকটা ম্যাগাজিন টেবিলের ওপর রেখে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

পেছন দিকে তাকাল রানা। সোয়ান দালার লাশটা পড়ে ছিল হাত দুয়েক দূরে। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল ও। হলঘরের একটা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছোটখাট এক ভদ্রলোক, বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন কি ষাট, পরনে সাদা ট্রপিক্যাল স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট। তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। তাঁর পেছনের লাউঞ্জে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, দোতলা থেকে নেমে এসেছেন তিনি।

বললেন, 'দুঃখিত, সিনর, সাড়া দিয়ে আসা উচিত ছিল আমার। আপনি যে এখানে আছেন তা আমার জানা ছিল না।' হলঘরে ঢুকলেন তিনি। রানা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে হাত নেড়ে নিষেধ করলেন। 'আমি পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি। আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা, টাকাটা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন?' সাইডবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। কিন্তু ও কি বলছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই বৃদ্ধ পোয়েত্রোর। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে তাতে বরফ ছাড়লেন। তারপর গ্লাস হাতে রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাছ থেকে রানা দেখল, ভদ্রলোকের মুখটা শরীরের তুলনায় একটু বড়। চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি। কালো চশমার ফ্রেমের ওপর ঘন সাদা এক জোড়া ভুরু। খাড়া খাটো নাক। একটা ইজি চেয়ারে বসলেন তিনি। ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন নিজের গ্লাসে। বললেন, 'পাপিয়া বলল, ও নাকি আপনার সঙ্গে যাবে।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি নিষেধ করেছি,...'

'সাংঘাতিক জেদী, কারও কথায় কান দেয়ার পাত্রী নয়,' গম্ভীর সুরে বললেন পোয়েত্রো। 'আমি ওকে কখনও, কোন ব্যাপারেই বাধ্য করতে পারিনি। আমি বুড়ো মানুষ, কিন্তু আমার কথার কোন দাম নেই ওর কাছে।'

কথাগুলো ঠিক রানাকে বলা হচ্ছে না, পোয়েত্রো অনেকটা যেন স্বগতোক্তি করছেন, কাজেই চুপ করে থাকল রানা। এরপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা বললেন না তিনি। নিঃশব্দে নিজের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তাকিয়ে

আছেন নিজের পায়ের দিকে। একটা সিগারেট ধরাল রানা।

হঠাৎ জানতে চাইলেন পোয়েত্রো, 'আপনার সঙ্গে রিভলভার-পিস্তল আছে তো?'

'আছে, কিন্তু ওটা ব্যবহার করতে হবে বলে মনে হয় না আমার।'

'হ্যাঁ। ব্যবহার না করতে হলেই ভাল। পাপিয়া যাতে মিনিমাম রিস্ক নেয় সেদিকে আপনি লক্ষ রাখবেন, তাই না?'

'অবশ্যই।'

গ্লাসটা মাত্র অর্ধেক শেষ করে রেখে দিলেন তিনি। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। এখনও তাকিয়ে আছেন নিজের পায়ের দিকে।

'দশ লক্ষ মার্কিন ডলার। অনেক টাকা।'

কিছু বলল না রানা।

'আপনি কি মনে করেন কথা রাখবে ওরা?'

'বলা মুশকিল। সিনর দুবে যদি ওদের দেখে থাকেন, আপনার মেয়েকে আমি বলেছি...'

'হ্যাঁ, আমাকে বলেছে ও। আপনার অনুমানই হয়তো ঠিক। বিখ্যাত কিডন্যাপিঙ কেসগুলো পড়ছিলাম আজ। দেখলাম, টাকা যত বেশি দাবি করা হয় জিম্মির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ততই কম।'

হঠাৎ লক্ষ করল রানা, বৃদ্ধ এখন আর চিন্তিত বা অন্যমনস্ক নন। ওর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

'ব্যাপারটা আসলে কিডন্যাপারদের দয়ার ওপর নির্ভর করে, বলল ও।

'আমার তো মনে হয় তাকে আমরা আর দেখতে পাব না,' ভুরু কুঁচকে ঘরের চারদিকে তাকালেন, কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন। 'না-না, এসব আমি পাপিয়াকে বলিনি। কিন্তু আমার মন বলছে দুবেকে ওরা কিডন্যাপ করার পরপরই মেরে ফেলেছে।' চোখ ফিরিয়ে আবার রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার কি মনে হয়, সিনর রানা?'

'একটা সম্ভাবনা বটে।'

'সম্ভাবনার চেয়েও কিছু বেশি, বোধহয়?'

'বোধহয়।'

ওপর নিচে মাথা দোলালেন পোয়েত্রো। তাঁর চোখে সন্তুষ্টির ঝিলিক লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল রানা। বিড় বিড় করতে করতে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চার

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, এই সময় এল টেলিফোন।

একটানা পাঁচঘণ্টা অপেক্ষা করে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিল রানা, আর একটু হলে-ও নিজেই সাড়া দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাড়ির আর কেউ অন্য

কোথাও থেকে ওর আগেই তুলে নিয়েছে রিসিভার।

ঝুল-বারান্দা আর লাউঞ্জে পায়চারি করে, একের পর এক সিগারেট ফুঁকে সময়টা কাটিয়েছে রানা। দ্বিতীয়বার অল্প কিছুক্ষণের জন্যে দেখা পাওয়া গেছে আদলকের। একটা হুইল ওয়াগনে করে ওর জন্য ডিনার নিয়ে এসেছিল সে। কোন কথা হয়নি, রানাকে নিজের হাতে তুলে খাওয়ার সুযোগ দিয়ে নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে।

আটটার একটু পরই হলঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল রানা। দু'একটা কথা বলে মোনিকার কষ্ট খানিকটা লাঘবের চেষ্টা করেছে, জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে রোস্ট করা মুরগীর অর্ধেকটা। আধ মিনিটের বেশি থাকেনি ওখানে।

যাক, শেষ পর্যন্ত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। লাউঞ্জে পায়ের আওয়াজ। দরজার ওদিকে তাকাতেই দেখল, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে পাপিয়া। পেছনে আদলক। তার বুকের সঙ্গে সাঁটা অয়েল'স্কিন পার্সেলের একটা থাক, দু'হাতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে থাকটা। টাকার ভারে আরও যেন কুঁজো হয়ে গেছে বুড়ো।

লাউঞ্জ থেকে সোজা হলঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পাপিয়া। আগের মতই অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু চোখের নিচে কালি পড়েছে। ঠোঁট দুটো শুকনো, সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

কয়েক পা এগিয়ে তার সামনে থামল রানা।

'চিসিলিয়া মাইনিং ক্যাম্প। চেনেন আপনি?' নিচু কাঁপা গলায় জানতে চাইল পাপিয়া।

'নাম শুনেছি,' বলল রানা। 'পকেটে ম্যাপ আছে। চিনে নিতে অসুবিধে হবে না।' ম্যাপটা বের করল ও। চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বিশ মিনিটের রাস্তা। তিয়াপরে হাইওয়ে ধরে যেতে হবে।'

হলঘরে নিঃশব্দে উদয় হলেন পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি। 'কোথায়?'

'চিসিলিয়া মাইনিং ক্যাম্প। ওটা একটা পরিত্যক্ত সিলভার মাইন, তিয়াপরে হাইওয়ে থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নিজেদের জন্যে উপযুক্ত জায়গাই বেছে নিয়েছে ওরা।' পাপিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'সিনর দুবের কোন খবর পেয়েছেন?'

'ওকে—ওকে ছাড়বে টাকা পাওয়ার তিন ঘণ্টা পর। কোথায় পাওয়া যাবে ওকে তা ওরা টেলিফোন করে জানাবে।'

চট্ করে রানার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন পোয়েত্রো।

খপ্ করে রানার কনুইটা খামচে ধরল পাপিয়া। 'ওরা মিথ্যে কথা বলছে, সিনর? টাকাটা হাতছাড়া হয়ে গেলে ওদের ওপর আমাদের আর কোন জোর থাকবে না।'

'এখনও ওদের ওপর আপনার কোন জোর খাটছে না,' বলল রানা।

‘এটাই কিডন্যাপিঙের সবচেয়ে খারাপ দিক। ওদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হবে পুরো ব্যাপারটা।’

‘আরেকবার ভেবে দেখ্, মা। সিনর রানা টাকাটা নিয়ে যান। তুই এখানে আমার সঙ্গে অপেক্ষা কর। দ্বিতীয় মেসেজটা আসুক…’

‘না!’ বাধা দিল পাপিয়া।

‘মাথাটা ঠাণ্ডা কর, মা। ভেবে দেখ…’

‘তোমার এই কথার ছুরি আমার আর সহ্য হয় না, বাবা!’ হঠাৎ পরিবেশ ভুলে চেঁচিয়ে উঠল পাপিয়া। ‘ভান করে লাভ নেই, অনেক আগেই বুঝে গেছি আমি, তুমি চাও না আমার স্বামী জীবিত ফিরে আসুক। তাকে তুমি ঘৃণা করো! তার এই বিপদে আনন্দে নাচছ তুমি। কিন্তু ওকে আমি ফিরিয়ে আনব! বুঝলে? ওকে আমি ফিরিয়ে আনবই।’

‘তুমি এখন আর কচি খুকী নও, পাপিয়া,’ গম্ভীর গলায় বললেন পোয়েত্রো। ‘ছেলেমানুষী করার বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছ।’ চেহারাটা কঠিন হয়েছে তাঁর। চোখে ধারাল দৃষ্টি।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রানার দিকে ঘুরল পাপিয়া। ‘দুঃখিত, সিনর। আমরা বেরিয়ে পড়ি।’

আদলকের দিকে ফিরে ইশারা করল পাপিয়া। ঘুরে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত পায়ে এগোল দরজার দিকে। তাকে অনুসরণ করল আদলক।

পোয়েত্রোর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে রানা। হলঘর থেকে মেয়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, ‘জগৎ সংসারে ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমাকে ও ভুল বুঝতে পারে, তাতে আমি দুঃখ পাই না। তবু আমি ওর ভাল চাইব। আপনি ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন—মনে করুন এটা এক অসহায় বাপের অনুরোধ!’ কথা ক'টা বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

বাইরে এসে দেখল রানা, ওর জন্য টেরেসের ওপর অপেক্ষা করছে পাপিয়া। টাকা ভর্তি পার্সেলগুলো আলফা রোমিওয় তুলে দিয়ে ফিরে আসছে আদলক। মাথা নিচু করে ওদের পাশ কাটিয়ে হলঘরের দিকে চলে গেল সে।

রানার দিকে তাকাল পাপিয়া। ‘চলুন।’

টেরেস থেকে নেমে এল ওরা। আলফা রোমিওর দরজা খুলে দিয়ে পাপিয়াকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল রানা। তারপর বলল, ‘এক মিনিট। পিস্তলটা নিয়ে আসি।’ বলে পিছিয়ে এসে মরিস ম্যারিনায় চড়ল ও। মোনিকার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলল রানা। চিসিলিয়া মাইনিং ক্যাম্পটা চেনে মোনিকা, সংক্ষেপে জায়গাটার একটা বর্ণনা দিল সে। ‘পাঁচ মিনিট পর অনুসরণ করবে আমাদেরকে,’ আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। মরিস ম্যারিনা থেকে আলফা রোমিওয় চড়ল ও। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, নিঃশব্দে কাঁদছে পাপিয়া।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

শান্ত হতে বেশ কয়েক মিনিট সময় নিল পাপিয়া। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে

নড়েচড়ে বসল সে। এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি বলল ওরা তা এখনও জানা হয়নি আমার।'

'পুরানো শ্যাফটের সামনে একটা শেড আছে, ওটার ছাদে রেখে আসতে হবে টাকা,' শান্তভাবে বলল পাপিয়া। 'চিনতে পারবেন?'

'পারব। আর কি?'

'একই সারিতে কমপক্ষে এক ফুট অন্তর রাখতে হবে পার্সেলগুলো। রাখার পর পরই ওখান থেকে চলে আসতে হবে আমাদের।'

'আর কিছু?'

শরীরটা সামান্য একটু কেঁপে উঠল পাপিয়ার। 'বাকিটা হুমকি—নির্দেশ অমান্য করলে কি হবে না হবে এই সব।'

'ফোনের সামনে আপনার স্বামীকে নিয়ে আসেনি ওরা?'

'না। কেন আনবে?'

'অনেক সময় আনে আর কি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। লক্ষণ ভাল নয়, ভাবল ও। বোধ হয় সত্যি বেঁচে নেই জাঁ দুবে। 'এই লোকটাই কি প্রথমবার কথা বলেছিল আপনার সঙ্গে?'

'তাই তো মনে হলো।'

'এবারও কি মনে হয়েছে মুখে রুমাল চেপে রেখে কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। খানিক চিন্তা করে বলল, 'শুনুন। মাইনের মুখে গাড়ি দাঁড় করাব আমি। আপনি গাড়িতেই থাকবেন। পার্সেলগুলো ছাদে রেখে ফিরে আসব আমি। ছাদে রেখে আসাটা আপনি গাড়ি থেকে বসে দেখতে পাবেন। আমি ফিরে এলে গাড়ি ছেড়ে দেবেন। তারপর রাস্তার প্রথম বাঁকে পৌঁছে নামিয়ে দেবেন আমাকে। গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যাবেন আপনি।'

আঁতকে উঠল পাপিয়া। 'কেন? কি ভাবছেন আপনি, সিনর?'

'ওদের কাউকে হয়তো দেখতে পাব...'

'না!' রানার কব্জি চেপে ধরল পাপিয়া। 'আপনি চান আমার স্বামীকে ওরা খুন করুক? টাকাটা রেখে সোজা বাড়ি ফিরে যাব আমরা। কথা দিন আমাকে। প্লীজ!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ, তাই। টাকাটা তো আর আমার নয়। কিন্তু ওরা যদি বেঈমানী করে, ওদের ধরার কোন সুযোগ আপনি পাবেন না, সেটা ভেবে দেখেছেন? ওরা আমাকে দেখতে পাবে না, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি...'

'না।' পাপিয়ার গলার আওয়াজে হিস্টিরিয়ার ছোঁয়া অনুভব করল রানা। 'অসম্ভব! একথা মুখেও আনবেন না, প্লীজ। এমন কোন কাজ আমি করতে পারি না যাতে ওরা আমার স্বামীকে খুন করার একটা অজুহাত পেয়ে যায়।'

বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে বাঁক নিল রানা, উঠে এল তিয়াপরে হাইওয়েতে। 'ঠিক আছে। তবু বলব, ভুল পথে এগোচ্ছেন আপনি।'

চুপ করে থাকল পাপিয়া।

মাইল তিনেক এগিয়ে হাইওয়ে থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে এল আলফা রোমিও। উঁচু-নিচু, খানাখন্দে ভরা মেঠো পথ, সোজা খনির দিকে চলে গেছে। হেডলাইটের আলোয় কখনও ঘন ঝোপ-ঝাড়, কখনও পাথুরে ঢিবি, আবার কখনও বালি ঢাকা ফাঁকা ময়দান লাফ দিয়ে উঠেছে চোখের সামনে। কোথাও কোন জন মনিষ্যির ছায়া নেই, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা হাইওয়ের এত কাছে এই রকম একটা নির্জন আর অন্ধকার জায়গা থাকতে পারে, ভাবা যায় না। ওরা যেন একটা কবরের নিচে চলে এসেছে।

সামনে খনিতে ঢোকার প্রবেশ পথটা দেখতে পেল রানা। প্রকাণ্ড একটা কবাট কবেই কব্জা সহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, কিন্তু দ্বিতীয় কবাট ভেজানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আজও। দাঁড়ানো কবাটের পোশ, গেটের মুখে গাড়ি দাঁড় করাল ও। কংক্রিটের গাড়ি-পথের ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে মেইন শ্যাফটের মাথার ওপর পড়েছে হেড লাইটের উজ্জ্বল আলো।

শেডটাও দেখতে পেল ওরা। বড়জোর সাত ফুট উঁচু, বিধ্বস্ত চেহারা, তবে বোঝা যায় এক কালে এটা খুবই মজবুত ছিল। শেডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাপিয়া, যেন আশা করছে ওখান থেকে দিব্যি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসবে তার স্বামী। বরফে তৈরি একটা মূর্তির মত লাগছে তাকে।

'আপনি গাড়িতেই থাকবেন,' বলল রানা। 'আমি ফিরে আসার আগে যদি কোন গোলমাল বা বিপদ দেখেন, যেভাবে হোক পালাবার চেষ্টা করবেন। টাকা বা আমার কথা ভেবে ইতস্তত করবেন না।'

নেমে পড়ল রানা। পিছনের দরজা খুলে বের করে নিল পার্সেলগুলো। একটা হাতের ওপর নিয়ে বুকের সাথে ঠেকিয়ে রাখল ওগুলো, তারপর হোলস্টারটা ঢিলে করে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'সাবধানে,' ফিসফিস করে বলল পাপিয়া।

কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়ি-পথের ওপর দিয়ে সোজা এগোল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই, দূর হাইওয়ে থেকে শুধু ভেসে আসছে গাড়ি চলাচলের অস্পষ্ট আওয়াজ। দু'পাশের অন্ধকার থেকে লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ল না কেউ। কিছুই নড়তে দেখল না ও। শেডটা যেন অনেক দূরের পথ, ফুরাতেই চায় না। কেউ যদি গুলি করতে চায় টার্গেট হিসেবে তুলনা হয় না ওর—হেডলাইটের আলো ভাসিয়ে রেখেছে ওকে। ডান হাতটা কোটের ভেতর গলিয়ে দিয়ে পিস্তলের বাঁট ধরে আছে ও। দাঁড়াল। আধখোলা দরজার ভেতর তাকাল উঁকি দিয়ে।

শুধু একটা ভাঙা চেয়ার রাশ রাশ আবর্জনা আর ছেঁড়া টুকরো কাগজ ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। হেডলাইটের আলো ভেতর দিকের দেয়ালেও এসে পড়েছে, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে আছে দেয়ালটা।

শেডের ছাদে এতগুলো টাকা রেখে যেতে মন চাইছে না রানার। বুঝতে পারছে, এই টাকা ফিরে পাবে না পাপিয়া, এই টাকার বিনিময়ে তার স্বামীও ফিরে আসবে না। কিন্তু তবু টাকাগুলো রেখে যেতে হবে ওকে।

ছাদটায় মরচে ধরে গেছে। এক ফুট পরপর প্যাকেটগুলো একই সারিতে তুলে রাখল ও। আর কিছু করণীয় নেই ওর। নিশ্চয়ই অন্ধকার থেকে নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর, কাজেই আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। কোনরকম চালাকি করতে গেলেই জাঁ দুবেকে মেরে ফেলবে, এখনও যদি মেরে না ফেলে থাকে। পাপিয়ার কথাই ঠিক। একমাত্র কিডন্যাপারদের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়েই স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আশা করতে পারে সে।

ফেরার পথে গায়ে কাঁটা দিল রানার। টাকাটা এখন ওদের নাগালের মধ্যে। রক্তপাত ঘটাতে চাইলে তাকে ওরা গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। আলোর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওদের টার্গেট। আলফা রোমিওর পাশে পৌঁছে টান দিয়ে দরজা খুলল ও। উঠে বসল হুইলের পিছনে। আবার নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল পাপিয়া।

'আপনার কথামতই সব হচ্ছে,' অন্য দিকে ফিরে বলল রানা। 'আপনি চাইলে আপনাকে আমি সোজা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর যদি বলেন ওদের দেখার চেষ্টা করা দরকার…'

'ফিরিয়ে নিয়ে চলুন আমাকে,' ভাঙা গলায় কথাটা বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল পাপিয়া।

গেটের সামনে বাঁক নিয়ে গাড়ি ঘোরাবার সময় একগাদা রেলওয়ে স্লিপারের পাশে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখল রানা। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। মনে হলো দীর্ঘকায়, চওড়া কাঁধ। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না ও। চোখের ভুল নয় তো? চট করে তাকাল পাপিয়ার দিকে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। কিছুই দেখেনি সে। গাড়ি ঘোরাতে ইচ্ছে করেই অনেক বেশি সময় নিল রানা। কিন্তু ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেল না আর।

চওড়া কাঁধ, লম্বা একজন লোক। ভুল দেখেনি তো? ফেরার পথে এই প্রশ্নটাই রানার মাথার ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল। হঠাৎ আবিষ্কার করল ও, একটু যেন আশাবাদী হয়ে উঠেছে ও।

বেন ভেনুতো। রাত আড়াইটা। হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে ধীর পায়ে পায়চারি করছে রানা। হলঘরে আর কেউ নেই। বাড়িতে পৌঁছেই ওপরতলায় উঠে গেছে পাপিয়া, সেই থেকে তার আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ পায়ের শব্দে জেগে উঠল রানা। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মোনিকা।

'এসো। কিছু দেখতে পেয়েছ?'

ভেতরে ঢুকে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল মোনিকা। 'লোকজন? না। তবে টাকাটা কিভাবে গায়েব হয়ে গেল দেখে তাজ্জব বনে গেছি।'

সাইডবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মোনিকার জন্যে একটা গ্লাসে খানিকটা শ্যাম্পেন ভরে নিয়ে এল ও। 'কি রকম?'

'লোকটা চতুর। আড়াল থেকে বেরই হলো না। শ্যাফটের মাথাটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছে কয়েকটা কাঠের পিলার, মনে হয় সেগুলোর একটার

আড়ালে লুকিয়ে ছিল। অন্ধকার তো, কিছুই দেখতে পাইনি। তবে নিশ্চয়ই ছাদের ওপরে কোথাও ছিল সে।' রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল মোনিকা। 'সঙ্গে একটা ফিশিং রড ছিল। লম্বা, মজবুত, ডিপ-সী ফিশিং রড না হয়েই যায় না। পার্সেলগুলো তো আর কম ভারী নয়। ঠিক মাছ ধরার কায়দায় পার্সেলগুলো একটা একটা করে হুকে আটকে অন্ধকারে টেনে নিল লোকটা। কোন শব্দ নয়, কোন নড়াচড়া নয়। দেখলে বুঝতে, একেবারে ভৌতিক দৃশ্য।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'তোমাকে ওরা কেউ দেখতে পায়নি তো?'

'না। আমিও কাউকে দেখিনি।'

'কিন্তু আমি বোধহয় একজনকে দেখেছি...' সন্দেহটা ব্যাখ্যা করল রানা।

মোনিকা বলল, 'যাক, তবু একটু সূত্র পাওয়া গেল।' হেসে ফেলল ও। 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, কি বলো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও। 'জাঁ দুবে ফিরে না এলে ক্যাপ্টেন রোমা খেপে আগুন হয়ে যাবে।'

'সব দায়িত্ব পাপিয়ার,' বলল রানা।

'কিন্তু আমরা সহায়তা করেছি,' বলল মোনিকা। 'রোমা হয়তো পাপিয়াকে কিছু বলতে সাহস পাবে না। কিন্তু আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'বোবা বলে আমাদেরও কোন সুনাম নেই,' মন্তব্য করল রানা।

এই সময় নিঃশব্দে হলঘরে এসে ঢুকলেন পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি। 'ধন্যবাদ, সিনর রানা। আমার মেয়েকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্যে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন তিনি মোনিকার দিকে।

পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

'বড় বিরক্তিকর লাগছে, তাই না?' রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই জানতে চাইলেন তিনি। 'অপেক্ষার কথা বলছি। আর কতক্ষণ পর ফোন আসার কথা?'

'পাঁচ মিনিট পর তিন ঘণ্টা পুরো হবে,' বলল রানা।

'আপনি মনে করেন, ওরা ওদের কথা রাখবে?' পোয়েত্রো যেন ব্যঙ্গ করছেন।

'জানি না,' একটু কঠিন সুরেই জবাব দিল রানা।

'আমার তো ধারণা, দুবেকে ওরা অনেক আগেই মেরে ফেলেছে।' রিস্টওয়াচ দেখলেন পোয়েত্রো। 'দেখাই যাক। সময় পেরিয়ে গেলে আপনি কি পুলিসে খবর দেবেন? সেটাই তো একমাত্র উচিত কাজ হবে, তাই না? আর তো কিছু করার নেই।'

'সেটা আপনাদের ব্যাপার,' বলল রানা। 'কিন্তু এতক্ষণ যখন অপেক্ষা করেছি, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখাই বোধহয় ভাল।'

'মরে গেছে,' যেন রানার শুনতে খারাপ লাগছে বুঝতে পেরেই বারবার কথাটা বলছেন পোয়েত্রো।

চোখ তুলে তাকাল রানা। 'সিনর ক্যালিয়ারি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

হাসলেন পোয়েত্রো। 'অবশ্যই।'

'জাঁ দুবেকে আপনি ঘৃণা করেন—কারণটা কি?'

হাসিটা মুখ থেকে মুছে নিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন তিনি। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন হলঘর থেকে, টেরেসে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিন চার মিনিট পর আবার ফিরে এলেন হলঘরে। থামলেন না, লাউঞ্জের দরজার দিকে এগোলেন। বললেন, 'আমি বরং আমার মেয়ের কাছে যাই। বেচারী কষ্ট পাচ্ছে।' দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে তাকালেন তিনি রানার দিকে। 'সিনর রানা, টাকার লোভে একটা মেয়েকে যে বিয়ে করে, ঘৃণা ছাড়া আর কি পাওয়া উচিত তার, বলুন তো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে চলে গেলেন তিনি।

পরস্পরের দিকে তাকাল রানা আর মোনিকা।

ইঙ্গিতে একটা ইজিচেয়ার দেখিয়ে মোনিকা বলল, 'পাঁচ মিনিট আগে পেরিয়ে গেছে নির্দিষ্ট সময়। ওখানে বসে পা দুটো লম্বা করে চোখ বোজো। শরীর তো, কত অত্যাচার সহ্য হয়। আমি জেগে আছি। ফোন এলে তোমাকে জানাব।'

কিন্তু দশ মিনিট পর ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখে রোদের আঁচ লাগতেই ধড়মড় করে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসল রানা। মোনিকা তখনও ঘুমাচ্ছে, হলঘরে আর কেউ নেই। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সকাল সাতটা। উঠে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা হাই তুলল ও। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল টেরেসে। ফিলিপিনো মালীরা কাজ শুরু করেছে বাগানে। সুইমিং পুলে টলমল করছে স্বচ্ছ পানি। লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল ময়ূর। তারের জাল দিয়ে ঘেরা বনভূমিতে ছুটোছুটি করছে কয়েকটা হরিণ। টেরেসের শেষ প্রান্তে, দোতলার একটা ব্যালকনিতে চোখ পড়ল রানার। নিথর একটা মূর্তি। পাপিয়া। পরনে সেই রাতের পোশাকই—কালো স্ল্যাকস, ছোট ফার কোট। চোখ দুটো স্থির, তাকিয়ে আছে কিন্তু কিছুই যেন দেখছে না। মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছে সব হারাবার বেদনা। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার: কোন টেলিফোন আসেনি, আসেনি জাঁ দুবেও।

পাঁচ

খবরটা প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের মত নাড়া দিল গোটা রোমকে। সেই ভূমিকম্পের ধাক্কায় কেঁপে উঠল গোটা ইটালি। দেশের সমস্ত নিউজ মিডিয়া পরবর্তী চারদিন এই একটা খবরকেই অগ্রাধিকার দিল: কিডন্যাপারদের দশ

লক্ষ মার্কিন ডলার দেয়া হয়েছে, কিন্তু বিনিময়ে ফিরে আসেনি পাপিয়া ক্যালিয়ারির স্বামী জাঁ দুবে।

খবরটা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিস ক্যাপ্টেন রোমা। ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়ার সাধ তার অনেক দিনের, কাজেই এই সুবর্ণ সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে পারে না। কিন্তু কিডন্যাপারদের খুঁজে বের করার তোড়জোড় শেষ করার আগেই মঞ্চে হাজির হলো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ব্যাপক তল্লাশির কাজে সহায়তা করার জন্যে ডাকা হলো রেগুলার আর্মি ইউনিট, এয়ারফোর্স, টেলিভিশন নেট-ওয়ার্ক, রেডিও সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে।

বেন ভেনুতোর প্রকাণ্ড গেট ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে টেলিফোনের তার। গোটা বাড়িটায় নেমে এসেছে মৃত্যু-শীতল নিস্তব্ধতা। জোর গুজব, পাপিয়া ক্যালিয়ারি নাকি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিছানা নিয়েছেন তিনি। বারবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন।

সারাটা দিন মাথার ওপর ঘুরে বেড়ায় হেলিকপ্টার আর ছোট প্লেন। বালিয়াড়ি, সাগরের তীর, বনভূমি আর পাহাড়ের ওপর থেকে কিডন্যাপারদের খুঁজছে ওরা। শহরে ঢোকার প্রতিটি রাস্তার ওপর পাহারা বসানো হয়েছে। রোমের সমস্ত রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিসের পেট্রল কার। পায়ে হেঁটে প্রতিটি বাড়ি সার্চ করার কাজও শুরু হয়ে গেছে। ঘেরাও করে আটকানো হয়েছে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজনকে। জেরা করার পর অনেককে ছেড়ে দেয়া হলেও তাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে পুলিস।

এই রকম ব্যাপক তল্লাশি রোমবাসীরা আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু এত কিছুর পরও জাঁ দুবে বা কিডন্যাপারদের কাউকে পাওয়া গেল না।

এরপর, পাঁচ দিনের দিন, বিছানা ছেড়ে উঠে পাপিয়া নিজে যোগ দিল তল্লাশির কাজে। সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করল সে, কেউ যদি এমন তথ্য দিতে পারে, যাতে কিডন্যাপারদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়, তাকে চল্লিশ লক্ষ লিরা পুরস্কার দেয়া হবে। আর কিডন্যাপিং সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারলে নগদ বিশ লক্ষ লিরা পুরস্কার।

কিডন্যাপারদের টাকা দেয়ার পর ছয় দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। রাত দশটার দিকে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরল রানা। কাউন্টের অসুস্থতা আগের চেয়ে বেড়েছে, তাঁকে দেখতে গিয়েছিল ও। মোনিকা নার্সিং হোমেই রয়ে গেছে। গাড়ি-বারান্দায় মরিস ম্যারিনা থামিয়ে নামতে যাবে রানা, এই সময় ভিউ মিররে চোখ পড়তেই থমকে গেল ও। গেটের পাশে, রাস্তার ওপর একটা গাড়ি এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিচে নামল একটা মেয়ে। লাইট পোস্ট আর ট্যাক্সির আলোয় দেখে মনে হলো মেয়ে নয়, ভদ্রমহিলা। কম করেও ত্রিশ-বত্রিশ বয়স, পোশাক আর হাঁটার ধরনে ঠিকরে বেরুচ্ছে আভিজাত্য। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে মহিলা। চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল তার গলার হীরে। নীল রঙের স্ট্র্যাপলেস ড্রেস, চোখে এই রাতের বেলায়ও

সানগ্লাস। মস্ত একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথাটাকে এমন ভাবে ঢেকে রেখেছে, দেখে রানার মনে হলো নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চায় সে।

হাত পাঁচেক দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বলল, 'সিনর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার,' কথাটা বলেই ঝট করে পিছন দিকে একবার তাকাল মহিলা। 'কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে...' অত্যন্ত মার্জিত, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর।

'আপনাকে কেউ অনুসরণ করেছে?' জানতে চাইল রানা।

'না...মানে, না-না, কেউ অনুসরণ করবে কেন! আপনার অফিসে বসতে পারি আমরা, সিনর রানা?'

যে-কোন ব্যাপারেই হোক, ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে মহিলা, বুঝতে পারল রানা। বলল, 'অফিসে নয়, আমরা দোতলায় উঠে ড্রইং রুমে বসতে পারি। আসুন।' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও। মহিলা অনুসরণ করল ওকে।

দোতলায় উঠে ড্রইং রুমের দরজা খুলল রানা। আলো জ্বালল। দোর-গোড়ায় দাঁড়ানো মহিলার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকল সে ধীর পায়ে। রানা সোফা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল। কয়েকবার ঢোক গিলল। কিভাবে শুরু করবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না। আরও ঘাবড়ে দিতে চায় না বলে কিছু জিজ্ঞেস না করে অপেক্ষা করছে রানা।

হঠাৎ শুরু করল মহিলা, 'ভিনসেন্ট গগল পাঠিয়েছে আমাকে। তার ভয়ানক বিপদ। জাঁ দুবের কিডন্যাপার সন্দেহে পুলিস তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে এই মাত্র। গগল আপনাকে খবর দিতে বলেছে। বলেছে, একমাত্র আপনিই তাকে বাঁচাতে পারেন।'

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রানার। 'গগল?' নিটোল একটা বিস্ময়ধ্বনির মত শোনাল আওয়াজটা। প্রথম ধাক্কাটা বিমূঢ় করে তুলেছে ওকে। 'কখন?'

'এক ঘণ্টাও হয়নি।'

'সি.আই.ডি.?'

'পুলিস ফোর্স নিয়ে ক্যাপ্টেন রোমা নিজে গিয়ে গ্রেফতার করেছে। গগল বলেছে, আপনি তাকে বাঁচাতে পারবেন। পারবেন কি?' শেষ কথাটা উদ্বেগ ও ব্যগ্রতার সঙ্গে ছুঁড়ে দিল সে।

'বসুন,' উত্তর না দিয়ে বলল রানা। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল ও। ফিরে এল একটু পরই। হাতে দুটো গ্লাস। একটায় হুইস্কি, আরেকটায় হালকা পানীয়। দ্বিতীয় গ্লাসটা মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। গ্লাসটা নিয়ে দুই চুমুকে নিঃশেষ করল সে।

ধীরে ধীরে একটা সোফায় বসল রানা। ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মহিলাও একটা চেয়ারে বসল। হঠাৎ প্রায় কান্না-করুণ গলায় বলে উঠল, 'আপনি চুপ করে থাকবেন না, প্লীজ! ওর বিপদটা বুঝতে পারছেন না?

খুনের আসামী ও। ওকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে। আপনি নাকি ওর বন্ধু, তাহলে নিশ্চয়ই জানেন কি রকম শক্ত নার্ভের মানুষ সে। অথচ, এই ব্যাপারটায় সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছে ও। সমস্ত প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে···'

অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বাধা দিল রানা। 'আপনি কে?'

'আমি?' থতমত খেয়ে গেল মেয়েটা। 'আমি? আমি কেউ নই···মানে, ওর কেউ হই না আমি। এমনি বন্ধু, পরিচয় আছে। আমার নাম সোফিয়া।'

রানা লক্ষ করল, পুরো নামটা বলল না সোফিয়া। 'ঠিক আছে। প্রথম থেকে শুরু করুন। যা যা ঘটেছে সব বলবেন, কিন্তু সংক্ষেপে। এবং তাড়াতাড়ি।'

প্রায় এক নিঃশ্বাসে ঘটনাটা বলে গেল সোফিয়া। 'তিনজন পুলিস অফিসার আর আমি একই সঙ্গে এলিভেটরে উঠি। গগল আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে, তাই ওর ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলাম আমি। পাঁচতলায় পৌঁছে ওদেরকে আমি আগে বাড়তে দিয়ে ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ি। করিডর ধরে এগিয়ে যায় ওরা, বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমি আবার পা বাড়াই। বাঁকের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি গগলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সবার হাতে রিভলভার। নকের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেয় গগল, নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে। দরজা খোলা পেয়েই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনজন, হাতকড়া পরিয়ে দেয় হাতে। এরপর ফ্ল্যাটটা তছনছ করতে শুরু করে ওরা। রিভলভারটা বের করে তোষকের নিচ থেকে। ওটা দেখে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন রোমা। ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটের অন্যান্য লোক করিডরে ভিড় করেছে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে দাঁড়াই আমি। ক্যাপ্টেন রোমা একনাগাড়ে চিৎকার করছিল। সে বলল, ওই রিভলভারটা দিয়েই নাকি জাঁ দুবের শোফার সোয়ান দালাকে খুন করা হয়েছে। এই সময়ই গগলকে ঘাবড়ে যেতে দেখি আমি। দরজার দিকে মুখ করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও। ইশারা করে দূরে সরে থাকতে বলে আমাকে, তারপর বাথরুমের দিকে ইঙ্গিত করে। একটু পর বাথরুমে যেতে চায় ও। ক্যাপ্টেন নিজে বাথরুমটা পরীক্ষা করে, তারপর ঢুকতে দেয় গগলকে।'

'ওই রিভলভারটা দিয়েই যে সোয়ান দালাকে খুন করা হয়েছে তা ক্যাপ্টেন জানল কিভাবে?'

'তা জানি না।'

'তারপর কি ঘটল?'

'করিডর থেকে ভিড় কমাতে বলল পুলিস, তাই নিচে নেমে রাস্তার অন্য দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। আধঘণ্টা পর গগলকে নিয়ে নিচে নেমে আসে ওরা। কোনরকমে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল ও। মুখে আর কাপড়চোপড়ে রক্তের দাগ। পুলিস কারে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল ওরা। পাঁচতলায় উঠে দেখি ফ্ল্যাট পাহারা দেয়ার জন্যে কাউকে রেখে যায়নি পুলিস। তবে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে।' একটু ইতস্তত করল সোফিয়া, তারপর বলল, 'ফ্ল্যাটের একটা চাবি আমার কাছে ছিল ওটা দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকি আমি।

সোজা বাথরুমে গিয়ে দেখি আয়নার পিছন দিকের হার্ডবোর্ডে টুথপেস্ট দিয়ে একটা মেসেজ লিখে রেখে গেছে গগল। আপনার নাম লিখেছে। বলেছে আপনি তার বন্ধু, এবং কেউ যদি তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে তো সে আপনি। আর লিখেছে, এটা ষড়যন্ত্র।'

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, সেই থেকে গ্লাসটা ধরে আছে ও, হুইস্কিটুকু স্পর্শ করেনি একবারও। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল ও। 'কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?'

অবাক হলো সোফিয়া। 'না।'

'গগল?'

'আপনার কি মাথা খারাপ হলো!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল সোফিয়া। 'এটা একটা ষড়যন্ত্র! গগলকে আপনি চেনেন না?'

'গগল কিডন্যাপের সঙ্গে জড়িত কিনা তা আমি জিজ্ঞেস করিনি,' বলল রানা। 'ওকে আমি চিনি, জানি অনেক অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত ও, কিন্তু এও জানি যে ড্রাগস আর কিডন্যাপিঙের মধ্যে নেই সে। আমি জানতে চেয়েছি কিডন্যাপিং সম্পর্কে গোপন কোন তথ্য সে জানে কিনা।'

'না। জানলে আমাকে অবশ্যই বলত।'

'আপনি গগলের খুব কাছের মানুষ, তাই কি?'

আবার সেই ইতস্তত ভাবটা দেখা গেল সোফিয়ার মধ্যে। 'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।'

উঠে দাঁড়াল রানা। পায়চারি শুরু করল। সোফিয়া যে ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই যেন। প্রায় মিনিট দুয়েক পর সোফিয়ার সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। জানতে চাইল, 'গগল তো টাকার কুমীর। ইতালিতে ওর অনেক প্রভাবশালী বন্ধু আছে। বলতে পারেন, এত থাকতে আমার কথাই কেন মনে পড়ল ওর?'

'তা আমি জানব কিভাবে।' বলল সোফিয়া। 'তবে গগলের বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে আপনার ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। টাকার কুমীর, তা ঠিক। কিন্তু ওর টাকা, যাকে বলে সৎ পথে রোজগার করা, তা নয়। ওর বন্ধুরাও ওর মত বেআইনী পথে টাকা রোজগার করে। কাজেই তারা ওর এই বিপদে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারলেও, অন্য কোন ভাবে সাহায্য করতে পারবে না। ওর বন্ধুরা সবাই সমাজে চিহ্নিত, তারা আত্মপ্রকাশের সাহস পাবে না। ওর পক্ষ নিয়ে তারা কেউ কিছু বললে বা চেষ্টা করলে ওর জন্যে সেটা আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে। অবশ্য এর চেয়ে খারাপ আর যদি কিছু থাকে।'

আবার পায়চারি শুরু করল রানা। কপালে চিন্তার রেখা। চোখে উদ্বেগ। গগল যে রোমে, জানা ছিল না ওর। চোখের সামনে ভেসে উঠল চেহারাটা। হাসিটা মুখে বাঁকা চাঁদের মতই, ধারাল। ঘন ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, এখানে সেখানে খয়েরী ছোপ। মেডিটারেনিয়ানের একচ্ছত্র অধিপতি সে। তার অজ্ঞাতে এক ছটাক জিনিস চোরাচালান হতে পারে না ওখানকার পানির দু'পাশের কোন দেশে। স্মাগলিংয়ে বছরে তার আয়ের পরিমাণ প্রায় দশ

মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গগলের আরেক পরিচয়, সে একজন তুখোড় বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়। বিলিয়ার্ডের টেবিলেই রানার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল তার। লোকটা বেআইনী কাজ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পেশা অনেকটা চোরের ওপর বাটপাড়ির মত, সরাসরি নিরীহ কোন লোকের ক্ষতি করে না সে। গগলের সবচেয়ে বড় গুণ, বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে জানে।

দু'জনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আশ্চর্য এক বন্ধুত্ব। রানার আসল পরিচয় গগল ভাল করে জানে না, কিন্তু রানাকে সে পরম বন্ধু বলেই মনে করে। সম্ভবত গগলের ধারণা, তার মত রানাও কোন বেআইনী কাজের কাজী। রানার যে-কোন বিপদে প্রাণ বিপন্ন করে হলেও সাহায্যের জন্যে ছুটে আসবে সে। এটা রানার অনুমান নয়, প্রমাণও পেয়েছে—একাধিকবার।

সেই গগলের আজ মস্ত বিপদ। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল রানা।

মেয়েটার সামনে আবার থমকে দাঁড়াল ও। 'গগলের কোন বিশেষ শত্রু আছে কিনা জানেন আপনি?'

'না, জানি না,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু ও যে-ধরনের বেপরোয়া লোক, একাধিক শত্রু থাকার কথা। তাছাড়া, ওর ব্যবসার লাইনেও নিশ্চয়ই অনেক শত্রু আছে, না থাকাটাই অস্বাভাবিক, তাই না?'

'কে ওর বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করতে পারে?' রানা যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। মুহূর্তের জন্যে মোনিকার স্বামী এস্ত্রোনালী এদোয়ার্দোর কথা মনে পড়ে গেল ওর।

সোফিয়ার যুক্তিটা মেনে নিল রানা। বলল, 'ঠিক আছে। দেখি কতটুকু কি করতে পারি।' এগিয়ে গিয়ে ফোনের সামনে দাঁড়াল ও। রিসিভার তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করল। একটু পর একটা মার্জিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এটা সিনর কর্সিও ফেলিনির বাড়ি।'

'সিনর ফেলিনি আছেন? আমি মাসুদ রানা।'

'ইয়েস, সিনর। লাইন দিচ্ছি, সিনর।'

বিশ সেকেন্ড পর লাইনে এল কর্সিও ফেলিনি। 'হ্যালো, রানা? রোমে এসেছ, অথচ এখনও একবার দেখা করোনি যে?'

'এক ঘণ্টা আগে ক্যাপ্টেন রোমা তার ফোর্স নিয়ে ভিনসেন্ট গগল নামে এক লোককে তার ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করেছে। কামরা সার্চ করে একটা রিভলভার পেয়েছে ওরা। রোমা বলছে, এই রিভলভার দিয়েই নাকি খুন করা হয়েছে জাঁ দুবের শোফারকে। জাঁ দুবের কিডন্যাপার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে ওকে। আমি চাই, তুমি ওর আইনগত নিরাপত্তার দিকটা দেখো। মানি ইজ নো প্রবলেম। এখুনি পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাও তুমি। ওরা নাকি ওকে মারধর করছে, আমি দেখতে চাই সেটা বন্ধ হয়েছে। কাজটা তুমি করবে, কর্সিও?'

'এটা কোন প্রশ্ন হলো? তোমার কেস আমি না করে পারি?' আহত স্বরে বলল ফেলিনি। 'কিডন্যাপিঙের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানো?'

অন্তরের বিশ্বাস থেকে উত্তর দিল রানা, 'নেই। এটা একটা ষড়যন্ত্র। রিভলভারটা দেখেই রোমা বলে দিতে পারে না, ওটা দিয়েই খুন করা হয়েছে সোয়ান দালাকে। হয় সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ওটা, এবং রোপণ করেছে, নয়তো আন্দাজে বাঘ মারছে।'

'গুরুতর, গুরুতর অভিযোগ।' বলল ফেলিনি। 'এ-ধরনের কথা তুমি বলতে পারো না।'

'অফ দ্য রেকর্ড, পারি। এই কেসের সুরাহা করতে পারলে দেশময় রোমার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। কিডন্যাপারকে ধরার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল লোকটা। অন্যান্য সংস্থাকে পিছিয়ে রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ওই লোকের পক্ষে এমন কি অন্যায় কাজ করাও সম্ভব।'

'কে এই গগল, রানা?'

'একজন ব্যবসায়ী,' বলল রানা। 'আজ পর্যন্ত কিছু প্রমাণ হয়নি, তবে স্মাগলিংয়ের অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে।'

'আরও জটিল করে তুলবে ব্যাপারটা,' বলল ফেলিনি। 'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক?'

'বন্ধু,' নির্দ্বিধায় বলল রানা। 'কোন ব্যাপারে আমি ওর কাছে ঋণী।'

'কেসটা তেমন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না আমার,' বলল কর্সিও ফেলিনি। 'রিভলভারটা ছাড়া নিশ্চয়ই আরও নিরেট কোন প্রমাণ রোমার হাতে আছে।'

'হয়তো আছে, কিন্তু সেটা পয়েন্ট নয়,' বলল রানা। 'পুলিসের খাতায় নাম আছে, শুধু এই অপরাধে একজন লোককে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে হবে নাকি? রোমা ঠিক তাই করতে চাইছে।'

'ঠিক আছে। ওখানে যাচ্ছি আমি।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস গোপন করল রানা। 'এটা একটা ষড়যন্ত্র, ফেলিনি। শত্রুতা করে ফাঁসানো হয়েছে ওকে। আর শোনো, ওর বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ যোগাড় করেছে ওরা সে-সব দেখে ঘাবড়ে যেয়ো না তুমি। ওর পক্ষ নিয়ে আমি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।'

'এতক্ষণে একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলাম,' বলল ফেলিনি। 'ঠিক আছে, দেখা যাক কতটুকু কি করতে পারি। কাল সকালে আমার অফিসে একবার এসো।'

'আজ রাতেই আমি যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে,' কর্সিও ফেলিনিকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই রিসিভার রেখে দিল রানা।

গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে সোফিয়া। রানা মুখ তুলতেই জানতে চাইল, 'ভদ্রলোক কে?'

'কর্সিও ফেলিনি। ইতালির সেরা ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার। ও যদি বিশ্বাস করে গগলকে ফাঁসানো হয়েছে, তাহলে ওকে ছাড়াবার জন্যে দরকার হলে সারাজীবন লড়বে সে।'

'গগলকে ওরা···মানে, ওর গায়ে যে হাত তুলছে, তা কি উনি বন্ধ করতে

পারবেন?'

সোফিয়ার চোখের কোণে পানি চিক চিক করে উঠতে দেখল রানা। 'ওকে আপনি চেনেন না, আইন দিয়ে রোমার হাত বেঁধে দেবে ও। দরকার মনে করলে, শয়তানের হাত দুটো ভেঙেও দিতে পারে সে।'

ধীরে ধীরে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোফিয়া। 'আমি তাহলে আসি এখন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গগল মিথ্যে বলেনি। সত্যি আপনি ওর বন্ধু। আচ্ছা, আসি তাহলে।'

'এক মিনিট। আপনার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করার দরকার হয়...'

সোফিয়ার চোখে ভয়ের একটা ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর বলল সে, 'আমার ঠিকানা আপনাকে বিশ্বাস করে দিতে পারি আমি, কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ওখানে আপনি যাবেন না। আরেকটা কথা, আমার ঠিকানা বা পরিচয় আর কাউকে বলতে পারবেন না।'

অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছে রানার, কিন্তু প্রশ্ন করাটা অশোভন হবে বলে নিজেকে দমন করল ও। বলল, 'বেশ।'

'দু'শো পঁয়তাল্লিশ ফিলমিনো রোড,' বলল সোফিয়া। তারপর জানতে চাইল, 'আপনি এখন কি করবেন, সিনর রানা?'

ঠিকানাটা লিখে নিয়ে রানা বলল, 'ওর বিরুদ্ধে পুলিসের হাতে আর কি আছে তা না জানা পর্যন্ত বিশেষ কিছু করার নেই আমার। ভাগ্য ভাল হলে গগলের সঙ্গে একবার দেখা হবে আজ আমার...'

চোখ কপালে উঠে গেল সোফিয়ার। 'পুলিস রাজি হবে?'

'জানি না। একজন লেফটেন্যান্টের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। সে হয়তো সাহায্য...'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সোফিয়া, কান্নাটা লুকাবার জন্যেই বোধ হয়। ধরা গলায় বলল, 'দেখা হলে ওকে আমার কথাটা জানাবেন।' বলে আর দাঁড়াল না, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছয়

পুলিস হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হবে রানা, এই সময় লেফটেন্যান্ট মলিনারি এসে হাজির। রাতে বাড়ি ফেরার সময় প্রায় রোজই একবার করে রানার সঙ্গে দেখা করে যায় সে।

'কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি, সিনর?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আপনাদের হেডকোয়ার্টারে যাব। ভিনসেন্ট গগল আমার বন্ধু।'

থমকে গেল লেফটেন্যান্ট। ধীরে ধীরে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার কপালে। 'তার মানে কর্সিও ফেলিনিকে আপনিই পাঠিয়েছেন, সিনর রানা?'

গম্ভীর গলায় জানতে চাইল রানা, 'গগলের গায়ে হাত তোলা বন্ধ করেছেন আপনারা?'

'প্লীজ, সিনর, আমাদের সবাইকে দুষবেন না!' তাড়াতাড়ি বলল মলিনারি। 'একজন বোকা ক্যাপ্টেনের জন্যে আমাদের বদনাম হয়ে যাচ্ছে, বুঝি, কিন্তু কি করব বলুন! রোমার কথার ওপর কথা বলার সাধ্য আমাদের কারও নেই।'

'ফেলিনি কথা বলেছে তার সাথে?'

'প্রথমে তো সিনর ফেলিনিকে ঢুকতেই দিতে চায়নি রোমা, কিন্তু তাঁকে আটকে রাখতে পারে এমন কেউ আছে রোমে? বলতে পারেন, একটা ফাঁড়া কাটল আপনার বন্ধুর। রোমার হুকুমে অফিসাররা যেভাবে মারধর করছিল তাঁকে, ভদ্রলোক মারাই যেতেন। ভাগ্যিস সময় মত পৌঁছেছিলেন ফেলিনি!'

'গগল কিডন্যাপার, এ-খবর পেল কোত্থেকে রোমা? অজ্ঞাতনামার টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই ব্যাপারটাকে ভুয়া বলে মনে হচ্ছে আমার,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'যে-ই হোক সে, রোমা ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলতে রাজি হয়নি। নিজের পরিচয়ও দেয়নি সে, তার মানে, স্বেচ্ছায় পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ফোনে সে রোমাকে বলে, এখুনি ভিনসেন্ট গগলের ফ্ল্যাটে চলে যান, গেলেই তোষকের নিচে একটা রিভলভার আর অন্যান্য এভিডেন্স পেয়ে যাবেন। কিডন্যাপিংয়ের অপরাধে সহজেই ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে পারবেন তাকে। তোষকের নিচে যে রিভলভারটা আছে, ওটা দিয়েই খুন করা হয়েছে সোয়ান দালাকে। লোকটার পরিচয় জানার চেষ্টা করেছিল রোমা, কিন্তু আর কোন কথা না বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে। কোত্থেকে ফোন করেছে লোকটা, তাও জানা সম্ভব হয়নি।'

'কিডন্যাপিংয়ের সঙ্গে গগলের কোন সম্পর্ক নেই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'নিশ্চয়ই মিথ্যে কেসে জড়াবার জন্যে তার কোন শত্রু ফোন করেছিল।' আবার কিডন্যাপারদের কেউও হতে পারে, ভাবল ও। আবহাওয়া এখন গরম, এতে তার হয়তো অসুবিধে হচ্ছে। পুলিস কাউকে গ্রেফতার করলে সব চুকেবুকে যাবে ভেবে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে সে—বা তারা।

'গগলের কামরা থেকে রিভলভার ছাড়া আর কি পেয়েছে রোমা?'

মৃদু গলায় বলল মলিনারি, 'অয়েলস্কিনে মোড়া নগদ এক লক্ষ মার্কিন ডলার! সব বিশ ডলারের নোট।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল ও শিরদাঁড়ার কাছে। মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন দিশেহারা বোধ করল। এই প্রথম জিজ্ঞেস করল নিজেকে, গগলকে বাঁচাতে পারবে তুমি?

তখনও বলে চলেছে মলিনারি, 'ভাবতে পারেন, সিনর? এক লক্ষ মার্কিন ডলার! শুধু তাই নয়, একটা ফিশিং রডও পেয়েছে রোমা। ওটা দিয়েই সম্ভবত শেডের ছাদ থেকে টাকাগুলো তুলে নেয়া হয়েছিল।'

কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা, 'কোত্থেকে এসব পেয়েছে রোমা?'

'টাকাটা ছিল একটা কাবার্ডে, সুটকেসের ভেতর। আর ফিশিং রডটা ছিল খাটের নিচে।'

'ক্যাপ্টেন লোকটা অন্ধ নাকি? গোটা ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছে না সে? সুস্থ কোন মানুষ এ-ধরনের এভিডেন্স নিজের ঘরের ভেতর ওভাবে সাজিয়ে রাখে?'

'এসব বলে কোন লাভ নেই, সিনর,' ম্লান গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'হীরো হওয়ার নেশায় পেয়েছে রোমাকে। গোয়েন্দা সংস্থাকে টেক্কা দিয়ে কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে জান-প্রাণ দিয়ে খাটছে। দুনিয়ার সমস্ত লোক বললেও ব্যাপারটাকে ষড়যন্ত্র বলে মেনে নেবে না সে।'

'গগলের কোন অ্যালিবাই নেই?'

'আছে। কিন্তু তাতে এক হাজার একটা ফুটো, সিনর। আপনার বন্ধু বলেছেন, অ্যাপোলোবারের প্রাইভেট রুমে বসে আরাদ পেসকারোর সঙ্গে তাস খেলছিলেন তিনি। নিশ্চয়ই চেনেন পেসকারোকে?'

'নাম শুনেছি। স্মাগলার।'

'তার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, সিনর। সে বলছে, সাড়ে ন'টার সময় বেশ কিছু টাকা জিতে হঠাৎ চলে যান সিনর গগল। টাকা জিতে এভাবে চলে যাওয়ায় রাগ হয় তার, সেজন্যেই নাকি সময়টা মনে আছে। ঠিক সাড়ে ন'টার সময়। ওদিকে আপনার বন্ধু কসম খেয়ে বলছেন, তিনি সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাস খেলেছেন পেসকারোর সাথে। আপনি তো জানেন, জাঁ দুবেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে দশটা দশে।'

'গগলকে কেউ বেরিয়ে যেতে দেখেনি?'

'না, সিনর। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান তিনি।'

'পেসকারোর মত একটা বাজে লোকের কথা বিশ্বাস করে কে?'

'রোমা করে, সিনর।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করল রানা।

'টাকাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, সিনর,' আবার বলল মলিনারি। 'বাকি সব কিছু ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়, কিন্তু টাকাটার কথা যখনই ভাবি, মনে হয় ষড়যন্ত্র করে কাউকে ফাঁসাবার জন্যে এত টাকা কেউ হাতছাড়া করে না। শুধু একজন লোককে ফাঁসাবার জন্যে এক লাখ মার্কিন ডলার পানিতে ফেলে দেয়া—অসম্ভব বলে মনে হয় না, সিনর? যেখানে পাঁচ-দশ হাজার ডলার রেখে গেলেই পারত, সেখানে...'

'একটু বুদ্ধি খাটালেই ব্যাপারটা ধরতে পারবেন,' প্রায় ধমকের সুরে বলল রানা। 'একলাখ ডলার কেউ পানিতে ফেলতে পারে তা বিশ্বাস্য নয় বলেই একলাখ ডলার পানিতে ফেলা হয়েছে। সবাই যাতে বিশ্বাস করে ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র নয়। আপনিও তাই ভাবছেন, সবাই তাই ভাববে। সবাই যাতে তাই ভাবে সেজন্যেই হাতছাড়া করা হয়েছে অত টাকা।'

চিন্তিত ভাবে, ধীরে ধীরে বলল লেফটেন্যান্ট, 'হয়তো আপনার কথাই

ঠিক, সিনর। কিন্তু তবু বলব ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়।'

'আপনার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে তার কারণ এক লাখ ডলার আপনার কাছে অনেক টাকা। আপনি সামান্য বেতন পান। কিন্তু একজন ধনী লোকের কাছে এক লাখ টাকা হাতের ময়লার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এবং সে রকম ধনী লোকের সংখ্যা আপনাদের শহরে কম নয়।'

'কিন্তু সিনর রানা,' মৃদু গলায় বলল মলিনারি, 'বিচারক এবং জুরী আমার মত অল্প বেতন পান। তাঁদের কাছেও এক লাখ ডলার অনেক টাকা বলে মনে হবে।'

আবার পায়চারি শুরু করল রানা। মনে মনে স্বীকার করল মলিনারি ঠিক বলেছে। 'কেমন দেখে এলেন গগলকে?' জানতে চাইল ও।

মলিনারির চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল। 'চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি রোমা, কিন্তু নিজের কথা থেকে একচুল নড়েননি সিনর গগল। এমন মনের জোর বড় একটা দেখা যায় না। ফেলিনিকে দেখে সাবধান হয়ে গেছে রোমা, গায়ে আর হাত তুলবে না।'

'কিন্তু অন্যায় আগেই করে ফেলেছে রোমা,' পায়চারি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'গগলের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বুঝে নিই, তারপর লোকটাকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় দেখব আমি।'

মুখ শুকিয়ে গেল মলিনারির। তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, 'সিনর কি এখুনি হেডকোয়ার্টারে যেতে চাইছেন?'

'এতক্ষণ পৌঁছে যেতাম,' বলল রানা। 'আপনি এসে দেরি করিয়ে দিলেন।'

'কিন্তু ভেতরে ঢুকবেন কিভাবে, সিনর? কিডন্যাপার গ্রেফতার হয়েছে, এই খবর কারও আর জানতে বাকি নেই। শহর ভেঙে পড়েছে হেডকোয়ার্টারের দিকে। কিডন্যাপারকে এক পলক দেখার আশায় হাজার হাজার মানুষ অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেই ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া...'

'তাছাড়া?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'আমি অন্তত জানি, ওপর মহল থেকে একটা টেলিফোন করিয়ে যে-কোন সময় সিনর গগলের সাথে দেখা করতে পারবেন আপনি, রোমা আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না...'

'সে কি বাধা দেবে বলে মনে করছেন?'

'তবে আর বলছি কি! ভিনসেন্ট গগল তার বিশেষ কয়েদী। এমন কি গোয়েন্দাদেরও তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতে চায়নি সে। শেষ পর্যন্ত রীতিমত চটাচটি করতে হয়েছে ওদের। তবে রোমার ওপর সবাই খুব খুশি। এভিডেন্সগুলো দেখে...'

'কারও মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে গগলই কিডন্যাপার, তাই না?'

'মনে মনে সবাই বিচার করে ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসে আছে, সিনর। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু বাকি। সে যাই হোক, আমি মনে করি, তাঁকে

বাঁচাবার একটা মাত্র উপায় এখনও খোলা আছে।'

'জানি। আসল কিডন্যাপারকে খুঁজে বের করা।'

'তা যদি না পারা যায়, ধরে নিতে পারেন, সিনর রানা, আপনার বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে।'

চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠল রানার। 'নিরপরাধ একজন মানুষ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মারা যাবে, আমি তার বন্ধু থাকতে?'

সশ্রদ্ধ একটা ভাব ফুটে উঠল লেফটেন্যান্টের চেহারায়, কিন্তু রানার কথায় তেমন উৎসাহিত হয়ে উঠতে দেখা গেল না তাকে। বলল, 'আই উইশ ইউ লাক, সিনর। যদি কোন সাহায্য করতে পারব বলে মনে করেন, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাকে। আনঅফিশিয়ালি বলতে পারি, সিনর গগলকে বোধহয় ফাঁসানোই হয়েছে। কাজেই আমি ওঁর বিপক্ষে নই।'

'ধন্যবাদ। হয়তো আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে। তখন জানাব।' রানার কথায় বিদায়ের সুর লক্ষ করে উঠে পড়ল লেফটেন্যান্ট মলিনারি।

মলিনারি চলে যেতেই টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল রানা। অন্য প্রান্তে রিসিভার তুলল কর্সিও ফেলিনি নিজেই। 'কেমন বুঝলে, ফেলিনি?'

'তোমার কথাই ঠিক, কাজটা ও করেনি,' দ্রুত বলল ফেলিনি। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব। চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবু জানি অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে ওকে বাঁচানো অসম্ভব। যাকে বলে নিশ্ছিদ্র, ষড়যন্ত্রটা ঠিক তাই। সর্বনাশ ঘটিয়েছে টাকাটা। কাল সকালে আমার অফিসে দেখা কোরো। সম্ভব সব দিক থেকে ব্যাপারটা বিচার করে দেখব আমরা। দশটায়, কেমন?

'পৌঁছে যাব।'

'খুব বেশি কিছু আশা কোরো না, রানা। তোমার মন খারাপ করে দিতে চাই না, কিন্তু তবু না বলেও পারছি না—ধরে নাও গগল হেরে গেছে।'

'তুমি পাগল হয়েছ,' বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

পরদিন।

পালিশ করা চামড়ার মত চকচকে চেহারা কর্সিও ফেলিনির। শরীরটা ছোটখাট; একহারা নাকটা হাড়-সর্বস্ব। চোখ দুটো ছোট ছোট, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। চেহারা দেখে মনেই হয় না রোমের সবচেয়ে নামকরা আইনজীবী সে।

ওদের দিকে পাশ ফিরে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে ফেলিনি। চেয়ারের একটা হাতল থেকে ঝুলছে তার দুই পা। জানালার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে এগারোতলা নিচের রাস্তায়। ঠোঁটের সাথে লেগে রয়েছে একটা আধ ইঞ্চি সিগারেট।

প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তাকার ডেস্কের এ-ধারে মোনিকা আর তার অফিস সেক্রেটারিকে নিয়ে বসে রয়েছে রানা। চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিয়ে ওদের দিকে

চেয়ারটা ঘোরাল ফেলিনি। হাতল থেকে নামাল পা দুটো। ইতোমধ্যে কফি খাওয়া শেষ করেছে ওরা।

'গগলের বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ,' ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল ফেলিনি। 'এক, সোয়ান দালাকে খুন করেছে সে। দুই, জাঁ দুবেকে কিডন্যাপ করেছে। তুমি এতক্ষণ ধরে যা বললে, আমি যদি সেই কথাগুলো জুরীদের বলি, তবু তারা গগলের বিরুদ্ধে রায় দেবে। নিরেট কিছু প্রমাণ ছাড়া কোর্টে আমি লড়তে পারব না, অথচ সেটারই ভয়ঙ্কর অভাব দেখতে পাচ্ছি। ভাবাবেগে অন্ধ হয়ে আছে মানুষ। আমার পুরোপুরি সন্দেহ গগল ন্যায় বিচার পাবে না। তাছাড়া পুলিস রেকর্ড থাকায় ব্যাপারটা তার জন্যে দাঁড়িয়েছে আরও খারাপ। কোর্টে দাখিল করার মত নিরেট কিছু যদি দিতে না পারো, গরম গরম বুলি আউড়ে, পরিবেশটা নোংরা করতে পারব শুধু, কাজের কাজ কিচ্ছু করতে পারব না। সোয়ান দালাকে খুন করার অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু এর মধ্যে যদি জাঁ দুবের লাশ পেয়ে যায়, দুটো খুনের অভিযোগ আনা হবে। ইলেকট্রিক চেয়ার ছাড়া গগল অন্য কিছু আশা করতে পারে না আর।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল ফেলিনি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে লাল আগুনটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলল, 'ওরা রিভলভারটা পেয়েছে তার ফ্ল্যাট থেকে। খুব যদি খাটা-খাটনি করি, তাহলে হয়তো জুরীদের বোঝাতে পারব যে ওটা রোপণ করা হয়েছে। ফিশিং রডের ব্যাপারেও না হয় বোঝাতে পারব ওদের। যে-কোন লোকের কাছে ফিশিং রড থাকতে পারে। কিন্তু টাকাটা? ওটাও ওখানে কেউ রেখে এসেছে এ কথা আমি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না। যেই ষড়যন্ত্র করে থাকুক, সন্দেহ নেই লোকটার বুদ্ধি আছে। এক লাখ মার্কিন ডলার ছেলেখেলা নয়। অয়েলস্কিন মোড়কটাও না হয় রোপণ বলে বিশ্বাস করানো গেল, কিন্তু জুরীরা একবার যখন বিশ্বাস করবে যে টাকাটা কেউ ওখানে রেখে আসেনি তখন রিভলভার, ফিশিং রড, অয়েলস্কিন ইত্যাদি আর যা কিছু আছে সে-সবও ওখানে রেখে আসা হয়নি বলে রায় দেবে তারা। তার মানে, সরকার কৌসুলির হাতে এটা একটা ওয়াটারটাইট কেস। ঠিক?'

'ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু আমরা জানি ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র। জুরীদের কি তুমি কিছুতেই বোঝাতে পারবে না যে কিডন্যাপার তার নিজের গা বাঁচাবার জন্যে মোট টাকার দশভাগের মাত্র এক ভাগ হাতছাড়া করেছে? কাউকে ফাঁসানো গেলে খুন এবং কিডন্যাপ রহস্যের সুরাহা হয়ে যাবে, পুলিস আর আসল কিডন্যাপারকে খুঁজবে না, নয় লক্ষ ডলার পকেটে নিয়ে বাকি জীবনটা আরামে কাটাতে পারবে সে—এই রকম একটা পরিস্থিতিতে এক লাখ ডলার হাতছাড়া করতে আপত্তি করবে কোন্ কিডন্যাপার? বিশেষ করে, ধরা পড়লে প্রাণ এবং দশ লাখ ডলারের পুরোটাই হারাবার আশঙ্কা থাকে যদি?'

'শুধু এ-ধরনের যুক্তি নিয়ে কোর্টে দাঁড়ানো ভয়ঙ্কর ঝুঁকির ব্যাপার,' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল ফেলিনি। 'না, বিশ্বাস করাতে পারব বলে মনে হয়

না। গগলের অ্যালিবাইটাও যদি তার পক্ষে থাকত! তাছাড়া, রিভলভারে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'মিথ্যে নয়, তোমার বন্ধুও কথাটা স্বীকার গেছেন। অবশ্য বলছেন, রোমা নাকি রিভলভারটা পাওয়ার পর ওর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, দেখো তো, এটা কার চিনতে পারো কিনা?'

'হোয়াট!' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'এত বড় অন্যায় করে বেরিয়ে যাবে রোমা, তুমি তা হতে দেবে?'

'করার কিছু আছে? কার কথা বিশ্বাস করবে মানুষ? একজন দক্ষ পুলিস ক্যাপ্টেনের, নাকি একজন স্মাগলারের? যাকে খুন আর কিডন্যাপিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

গম্ভীর মুখে বসে থাকল রানা।

'পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছ তো?' বলল ফেলিনি। 'আমার হাতে লড়ার মত কিছু নেই। যদি কিছু যোগাড় করে দিতে না পারো, এই কেসে আমি নির্ঘাত হারব। অন্য কেউ হলে এই কেস আমি ছুঁতামই না। কিন্তু লড়ার মত কিছু যোগাড় করে দিতে পারবে জানি বলেই...'

ফেলিনির কথা মন দিয়ে শুনছে না রানা। ভাবছে। জাঁ দুবে কিডন্যাপ হওয়ায় পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি কেন যেন খুব খুশি হয়েছেন। কারণটা জানতে হবে। দেখে মনে হয়, অতি নিরীহ একজন মানুষ, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তাঁর চোখে এমন অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে ওঠে যে একটু সন্দেহ দুলেই ওঠেঃ এই লোক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। বিয়েটা গোপন রাখা হয়েছিল। কেন? কে জানে, কিডন্যাপিংয়ের পিছনে হয়তো তিনিই আছেন। তাঁর ধারণা, জাঁ দুবে স্রেফ টাকার লোভেই বিয়ে করেছে পাপিয়াকে। তিনি হয়তো জানতে পেরেছেন, জাঁ দুবের অতীতটা কলঙ্কময়। হয়তো মেরী ভার্নার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল জাঁ দুবের।

সিগারেট ধরাল রানা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। এটা যদি আর সব সাধারণ কিডন্যাপিংয়ের মত একটা ঘটনা হয়ে থাকে, গগলকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তা না হয়ে যদি ভেতরের লোকজন এর সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে উঠে পড়ে লাগলে কিছু একটা করা হয়তো অসম্ভব হবে না।

প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ও। মেরী ভার্নাকে প্রথম দেখা গেছে রেন্ট এ-কার তারবুজে, ওখানে যেতে হবে একবার। সোয়ান দালার অতীতটা জানা দরকার। এখন পর্যন্ত কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারপর, জাঁ দুবে। কে সে? কি তার আসল পরিচয়? মোনিকার অফিস সেক্রেটারিকে প্যারিসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল ও। জাঁ দুবে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যোগাড় করে নিয়ে আসবে সে। সবই হয়তো সময়ের অপব্যয় বলে প্রমাণিত হবে, কিন্তু এ-পথেই রয়েছে গগলকে বাঁচাবার একমাত্র সম্ভাবনা।

'...আচ্ছা,' কথার শেষে জানতে চাইল ফেলিনি। 'তোমার বন্ধুর কোন

শত্রু আছে কিনা জানো? প্রচণ্ড ঘৃণা করে, এমন কেউ?'

'আমার জানামতে একজন অন্তত আছে...' হঠাৎ থেমে গেল রানা।

রানার দিকে ফিরল মোনিকা। 'থামলে কেন? বলো। কার কথা বলতে যাচ্ছিলে?'

'রানা বোধ হয় এস্ত্রোনালির কথা বলতে চাইছে?' জিজ্ঞেস করল ফেলিনি।

'ধরলে কিভাবে?' অবাক হলো রানা।

উত্তর দিল মোনিকা। 'এস্ত্রোনালির কথা আমি বলেছি ওকে। আমাদের বাৎসরিক রিপোর্টের শেষ দিকে একটা ড্রাগ স্মাগলিংয়ের ওপর তদন্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, দেখছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তদন্তের রিপোর্টটা অসমাপ্ত কেন?'

'তদন্তের এক পর্যায়ে এসে জানতে পারলাম, ড্রাগ স্মাগলিংয়ের এই চক্রের হোতা হলো এস্ত্রোনালি। তুমি আমাকে ওর পিছনে লাগতে নিষেধ করে রেখেছ বলে আমি আর তদন্ত শেষ করিনি। স্মাগলারদের এই রিংটা সম্পর্কে ফেলিনিই আমাকে প্রথম কিছু তথ্য দিয়েছিল তাই ওকে সব কথা বলতে হয়েছে।'

'এস্ত্রোনালি তাহলে এখন রোমে?'

'মোপেড রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকে সে...রানা!' হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল মোনিকা। 'মাই গড! ওই একই বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে গগলও তো ছিল!'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'এস্ত্রোনালি নিজে একজন ড্রাগ অ্যাডিক্ট। এখন আবার ড্রাগসের ব্যবসাও শুরু করেছে। ওদিকে ড্রাগস নিয়ে ব্যবসা করে যারা তাদের দু'চোখে দেখতে পারে না গগল।'

'তাছাড়া, এমনিতেও ওদের মধ্যে অনেক দিনের গোলমাল...'

মোনিকার কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখানে বসে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। কাজ শুরু করে দেয়া দরকার।' ফেলিনির দিকে তাকাল ও। 'কিছু পেলে তোমাকে জানাব।'

দুপুরের ফ্লাইটে রওনা হয়ে গেল মোনিকার অফিস সেক্রেটারি। প্যারিস থেকে জাঁ দুবে সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে সে।

রানার নির্দেশে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করল মোনিকা। এই সংস্থার শাখা অফিস আছে মিলানে। তাদের দায়িত্ব দেয়া হলো, পাপিয়ার শোফার সোয়ান দালা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহের। দ্রুত কাজ সারতে হবে রানার, দেশে ফিরতে হবে।

মরিস ম্যারিনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। মাথায় ঘুরছে একটা রাস্তার নাম। মোপেড রোড।

সাত

ছুটে চলেছে মরিস ম্যারিনা। এস্ত্রোনালি এদোয়ার্দোর কথা ভাবছে রানা। লোকটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু কপালের দু'পাশে আর চোখের নিচে নীল শিরা ফুটে আছে। মুখটা বিবর্ণ। বোঝাই যায় ড্রাগসে আসক্ত সে। লোকটা একজন সাবেক কাউন্ট, কিন্তু সঙ্গ দোষে চরম অধঃপতন ঘটেছে তার। স্রেফ মজা করার জন্যে বা রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদির বশে এমন কোন কুকর্ম নেই যা সে করতে পারে না। টাকার লোভেই সে বিয়ে করেছিল মোনিকাকে। ভেবেছিল মোনিকার মত অপরূপ সুন্দরী বউকে ধনী বন্ধু-বান্ধবের কাছে পাঠালে জাদুমন্ত্রের মত হুড়হুড় করে ঘরে টাকা আসতে শুরু করবে। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হতে দেয়নি মোনিকা। অনেক দিন হলো তার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে মোনিকার, কিন্তু ইতালির আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই বলে এস্ত্রোনালি এদোয়ার্দো কাগজে-কলমে আজও মোনিকার স্বামী।

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও এস্ত্রোনালি অকারণে কম বিরক্ত করেনি মোনিকাকে। মুসোলিনীর সোনা উদ্ধারের সময় রানার সামনেই একবার মোনিকাকে অপমান করার চেষ্টা করেছিল সে। চেয়ারে পা বাধিয়ে তাকে ফেলে দিয়েছিল রানা। কিন্তু ওইটুকুতে শিক্ষা হয়নি এস্ত্রোনালির, আরও বাড়াবাড়ি করে রানার হাতে মার খেতে হয়েছিল তাকে। ঠিক সে-সময় ওখানে হাজির হয় রানার সেই অদ্ভুত বন্ধুটি—ভিনসেন্ট গগল। গগলই অচেতন এস্ত্রোনালিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। রানাকে গগল বলেছিল, এস্ত্রোনালি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ পরায়ণ লোক, তার ক্ষমতাও অনেক, লোকটার গায়ে হাত তুলে দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছে রানা। অবশ্য, মোনিকাকে গগল বলেছিল, এস্ত্রোনালি আর কখনও আপনাকে বিরক্ত করবে না।

কিন্তু এরপরও বহুবার মোনিকাকে বিরক্ত করেছে এস্ত্রোনালি। অবশ্য মোনিকার সাথে লাগতে এসে কখনোই সুবিধা করতে পারেনি সে। বারবার উচিত শিক্ষা পেয়ে ফিরে গেছে। এসব ব্যাপার ছাড়া ছাড়া ভাবে রানার কানে এসেছিল, সেজন্যেই মোনিকাকে নির্দেশ দিয়েছিল, ও যেন এস্ত্রোনালিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

মোপেড রোড। লাল সিরামিক ইঁটের তৈরি অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামল রানা। লবিতে ঢুকে একটা সিগারেট ধরাল। ধনী লোকদের বসবাস এই ফ্ল্যাট-বাড়িতে…গার্ড ডেস্ক ইত্যাদি থাকার কথা। কিন্তু তেমন কিছু দেখল না ও। অত্যন্ত সৌখিন ভাবে সাজানো লবি। চারকোণে আবক্ষ নারীমূর্তি। দেয়ালে তৈলচিত্র। খানিক দূরে এগিয়ে লবিটা ধনুকের মত খানিকটা বাঁক নিয়েছে। শেষ মাথায় এলিভেটর। এলিভেটরের এক পাশে পিতলের টবে পাম গাছের চারা আর পাতাবাহার। এলিভেটরের দিকে এগোল ও। প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় গাছগুলোর আড়ালে ডেস্কটা

দেখতে পেল ও। একটা মোটাসোটা মেয়ে বুকে চিবুক ঠেকিয়ে কমিক বইয়ের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। পায়ের আওয়াজ শুনেও মুখ তুলে তাকাল না। কারণটা একটু পরই বুঝতে পারল রানা।

এলিভেটরে পা রাখতে যাবে ও, এই সময় আরেক পাশের গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দশাসই এক তাগড়া জোয়ান। শার্টের বোতাম খোলা, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি চওড়া বুকটা ঘন কালো লোমে ঢাকা। চেহারায় মারাত্মক একটা বেপরোয়া ভাব। 'কাকে চাই, সিনর?' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে জানতে চাইল সে।

'তুমি কে?' ঠোঁট থেকে সিগারেট না নামিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আলপেনো, হাউজ ডিটেকটিভ।' মানে দারোয়ান।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। আড়চোখে দেখল, ডেস্কের মেয়েটা সেই একই ভঙ্গিতে কমিক বই পড়ছে। মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করল ও। সঙ্গে সঙ্গে পেনোর চেহারা বদলে গেল। লোভে চকচক করে উঠল চোখ দুটো। 'কি ওগুলো?'

'টাকা,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'এ থেকে তোমাকে কিছু দিতে পারি আমি। কিন্তু আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। রাজি?'

'কিন্তু এগুলো কোথাকার টাকা?'

'বিদেশী টাকা,' বলল রানা। 'মার্কিন ডলার। টাকার বাজারে সাংঘাতিক দর এর। নেবে?'

ডেস্কের দিকে তাকাল পেনো। মেয়েটা একবারও মুখ তোলেনি, কিন্তু কিভাবে যেন সে বুঝে ফেলল তার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে মৃদু গলায় বলল সে, 'আমাকে না ঠকালেই হলো!'

নিঃশব্দে হেসে ফেলল রানা।

চোখ ফিরিয়ে রানার হাতে ধরা ডলারগুলোর দিকে তাকাল পেনো। বলল, 'কিন্তু দল বেঁধে পুলিস এসেছিল, তাদের কাছে তো সব কথাই বলেছি। নতুন কিছু বলার নেই আমার।'

'আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর,' বলল রানা। 'ওদের যে কথা বলতে সাহস পাওনি, অনায়াসে আমাকে তা বলতে পারো। সব কথা তুমি যে ওদের বলোনি তা আমি জানি। আর বলবেই বা কেন? ওরা কি তোমার শখ-সাধ মেটাবার ব্যবস্থা করবে? তাছাড়া, আমি যা জিজ্ঞেস করব ঠিক সেই প্রশ্নগুলো পুলিস বা আর কেউ তোমাকে করেনি।'

জিভের ডগা দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেটে নিল পেনো। চোখ-ইশারায় পিছু নিতে বলল সে। তারপর এলিভেটরে চড়ল। নিচে, বেসমেন্টে নেমে এল ওরা। প্যাসেজ ধরে রানাকে নিয়ে গিয়ে বসাল ছোট একটা কামরায়। টেবিলের ওপর বিশ ডলারের একটা নোট রাখল রানা। বলল, 'পকেটে রেখে দাও।'

নির্দেশটা ব্যস্ততার সঙ্গেই পালন করল পেনো। 'বলুন, সিনর, কি জানতে চান আপনি?' বিনয়ে একেবারে বিগলিত হয়ে উঠল সে।

'প্রথমে সিনর গগলকে দিয়ে শুরু করা যাক,' একটা ফিলটার টিপড সিগারেট টেবিলের ওপর দিয়ে পেনোর দিকে গড়িয়ে দিয়ে বলল রানা। বৈঠকটা যে ক্ষণস্থায়ী হতে যাচ্ছে না, সিগারেট দিয়ে সেটাই বোঝাতে চাইল ও। 'তার আগে বলো, তুমি কি মনে করো সিনর গগল জাঁ দুবেকে কিডন্যাপ করেছে?'

'আমি কি মনে করি না করি…'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'তাতে অনেক কিছু এসে যায়। সময় নষ্ট কোরো না, যা জিজ্ঞেস করব চটপট শুধু জবাব দিয়ে যাও।'

'না, সিনর গগল সে-রকম মানুষই নন,' বলল পেনো। 'তাছাড়া টাকার কোন অভাব নেই তাঁর, কারও সাতে-পাঁচেও থাকেন না—কোন্ দুঃখে তিনি কাউকে কিডন্যাপ করতে যাবেন?'

'পুলিস যদি প্রশ্নটা করত, এই একই উত্তর কি দিতে তুমি?'

'না। ওদের বলতাম, জানি না।'

'ফিশিং রডটা নিয়ে আসতে দেখেছ? গগলকে? বা আর কাউকে?'

'না। আমি যতদূর জানি, সিনর গগলের কাছে কোন ফিশিং রড ছিল না। ঘটনাটা খবরের কাগজে দেখার পর তার মেইড-সার্ভেন্টকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, সিনর গগলের ফ্ল্যাটে কোন ফিশিং রড কখনও দেখেনি সে।'

'সে কি খাটের নিচেটাও পরিষ্কার করে?'

'করে।'

'পুলিস কাল রাতে পেয়েছে ওটা। পরশু সকালেও কি মেইড-সার্ভেন্ট খাটের নিচেটা পরিষ্কার করেছিল?'

'করেছিল। সিনর গগল পরশু দিন একটু বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন, এই বারোটার দিকে। তাই ঘরদোর পরিষ্কার করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

'পুলিস রডটা পেয়েছে রাত ন'টার দিকে,' বলল রানা। 'তার মানে যে-ই ওটা, ওখানে রেখে আসুক, বেলা বারোটা থেকে রাত ন'টার মধ্যে কাজটা সেরেছে সে। তাই না?'

একটু সন্দিগ্ধ চোখে রানাকে দেখে নিয়ে মৃদু গলায় বলল পেনো, 'মনে হয়।'

'লবি ছাড়া বাড়িতে ঢোকার আর কোন রাস্তা আছে?'

'নেই, সিনর।'

'পরশু বেলা বারোটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত কোথায় ছিলে তুমি?'

'ছুটিতে। ডিউটিতে ছিল সভেরিনা। এসব ব্যাপারে পুলিস তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি,' বলল পেনো। 'আজ তার ছুটি।'

'কেউ নিশ্চয়ই রডটা নিয়ে এসেছে, তাই না? এবং যে-ই নিয়ে আসুক, তাকে হয়তো দেখেছে সভেরিনা, কি বলো?'

'ডিউটির সময় এক সেকেন্ডের জন্যেও লবি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার হুকুম নেই। কর্তারা জানতে পারলে চাকরি নট্ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কেউ নিয়ে এসে

থাকলে নিশ্চয়ই দেখেছে রিনা। কিন্তু তার কাছ থেকে কথা আদায় করা কঠিন হবে, সিনর।'

'কোথায় থাকে রিনা?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল পেনো। 'ঠিকানা দেয়ার আইন নেই, সিনর।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে বলল, 'আমার ধারণা, রডটা সিনর গগলের ফ্ল্যাটে রেখে আসে এই ফ্ল্যাটেরই আরেকজন ভাড়াটে—এস্ত্রোনালি এদোয়ার্দো। তুমি কি বলো পেনো?'

'সিনর!'

'ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলে যে!' বলল রানা। 'সিনর গগল আর এস্ত্রোনালির মধ্যে অনেক দিনের খারাপ সম্পর্ক। এস্ত্রোনালি ড্রাগ স্মাগলার। পুলিসের কাছে তথ্য নেই, কিন্তু আমার কাছে আছে। সিনর গগল ড্রাগ বা ড্রাগ স্মাগলারদের দু'চোখে দেখতে পারে না। গগলকে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা যদি করে থাকে এস্ত্রোনালি, তাতে এত অবাক হওয়ার কি আছে?'

'সিনর দেখছি অনেক কথাই জানেন।'

'মানে?'

'ড্রাগের কারবারে সিনর এস্ত্রোনালি যে জড়িত তা আমিও জানি,' বলল পেনো।

'কিভাবে জানলে?'

'সেজন্যেই তো বলছিলাম, সভেরিনার কাছ থেকে তথ্য বের করা সহজ হবে না। ড্রাগ ব্যবহারের বদভ্যাস আছে ওর, সাপ্লাই দেয় সিনর এস্ত্রোনালি।'

'আচ্ছা? কিন্তু এর সঙ্গে তথ্য না দেয়ার সম্পর্ক কি?'

'এই বাড়ির মালিক চান রাত একটার পর যেন কোন মেয়ে অতিথি এখানে না থাকে। কিন্তু সিনর এস্ত্রোনালির বান্ধবীরা বেড়াতে এলে রাতে আর ফেরে না। রোজই দু'একজন মেয়ে তাঁর কাছে আসে। ব্যাপারটা গোপন করে রাখে সভেরিনা। তা না হলে যে ওর সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে।'

'পাঁচ ডলার,' বলল রানা। 'সভেরিনার ঠিকানাটা দাও।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল পেনো। 'কেউ জানতে পারলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। পাঁচ ডলারের জন্যে এত বড় ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। দশ।'

টেবিলে দশ ডলারের একটা নোট রাখল রানা।

'দু'শো চুয়াত্তর গিয়োভাইন সান্তো। ওর একটা রুমিং হাউজ।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমাকে তুমি চেনো না। আমার সঙ্গে জীবনে কখনও দেখা হয়নি তোমার। মনে থাকবে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল পেনো, 'আপনাকে আমি চিনি না। আপনার সঙ্গে জীবনে কখনও আমার দেখা হয়নি। খুব মনে থাকবে। আপনি বললেও মানব না।'

দু'শো চুয়াত্তর গিয়োভাইন সান্তোর দরজার নোংরা পেতলের ফলকে লেখা

রয়েছে—'চাকুরিজীবী মহিলাদের বাসস্থান। কোন রকম সেবার সুযোগ নেই। পোষা জীব নিয়ে আসা নিষেধ। পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষেধ।' ফলকের নিচে একটা কাগজ সাঁটা, তাতে লেখা—'ঘর খালি নেই।'

লবির বাঁ দিকে এক সারিতে কয়েকটা লেটার বক্স, তার একটার গায়ে লেখা 'সিনোরিতা সভেরিনা, তিনতলা, তেইশ নম্বর ঘর।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে রানা। সোজা উঠে গেছে ত্রিশটা ধাপ, তারপর একটা ল্যান্ডিং, বাঁক নিয়ে আরেক দিকে চলে গেছে সিঁড়িটা। ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছুতেই সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল, একজনকে। লোকটা রোগা-পাতলা, মুখের চেহারায় কাঠিন্য, পরনে ফ্লানেলের স্যুট, মাথায় সাদা ফেল্ট হ্যাট, চোখে গাঢ় রঙের সানগ্লাস। রানাকে দেখেই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল সে। পিছিয়ে যাবে, নাকি নামতে শুরু করবে ঠিক করতে না পেরে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে, তারপর চেহারায় একটা জোর করা নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে নামতে শুরু করল। কাছাকাছি আসতে রানা খেয়াল করল লোকটা দাড়ি কামায়নি।

ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় লোকটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি, কিন্তু তার অস্বস্তি ভরা চোখ দুটো দেখতে পেল রানা। সিঁড়ির নিচে নেমে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা ওর দিকে। রানাও তাকিয়ে আছে দেখে দ্রুত মাথা সোজা করে লবি থেকে বেরিয়ে গেল।

তিনতলায় উঠে তেইশ নম্বর কামরার সামনে দাঁড়াল রানা। নক করতে যাবে, এই সময় ঠিক যেন ওর ঘাড়ের পিছনে খুক করে কেশে উঠল কেউ। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। উল্টোদিকে, রানার পিছনে একটা কামরার খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। সম্ভবত এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। খুদে একটা ব্রেসিয়ার আর পাতলা ফিনফিনে একটা অন্তর্বাস ছাড়া নগ্নই বলা যায় মেয়েটিকে। রানা তাকাতেই ভুরু নাচাল! 'সভেরিনা বোধহয় ঘুমাচ্ছে। আজ ওর ছুটি, দরজা ভেঙে ফেললেও ওর ঘুম ভাঙবে না! এসো, আমি তোমাকে বসতে দেব।'

'আমি পুলিসের লোক,' বলল রানা। আর কিছু বলতে হলো না, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। তেইশ নম্বরে নক করল রানা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও। সাড়া নেই কারও। এবার আরও জোরে করাঘাত করল ও। সাড়া নেই তবু। এদিক ওদিক তাকিয়ে দরজার হাতলটা ধরে ঘোরাল ও। ঠেলা দিতেই কপাট দুটো সরে যেতে শুরু করল।

চোখে পড়ল একটা বিছানা, দুটো আর্মচেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, আর ওয়ারড্রোব। কেউ নেই ঘরের ভেতর। বিছানাটা নোংরা, বিছানার চাদর কুঁচকে আছে। এই বিছানায় যে-ই ঘুমিয়ে থাকুক, ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানার যত্ন নেয়নি। রানা লক্ষ করল, বালিশটাও দেবে রয়েছে মাঝখানে। মেঝেতে সিগারেটের টুকরো, ছাই, খানিকটা পানি। কেন যেন কি এক আশঙ্কায় দুলে উঠল রানার বুক।

বিছানার মাথার দিকে আরেকটা দরজা, সম্ভবত বাথরুমে ঢোকার পথ

ওটা। কপাটের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় ডাকল রানা, 'সভেরিনা?'

সাড়া নেই। করিডরের উল্টোদিকের কামরা থেকে সেই মেয়েটা বেরিয়ে আসতে পারে ভেবে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ঠিক তখনই মারিজুয়ানার গন্ধ পেল ও। গন্ধটা তাজা নয়, যেন দেয়াল থেকে ভেসে আসছে। ঘরের এক কোণে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ। পাশেই একটা কাপ, তাতে খানিকটা কফি। এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজায় নক করল।

কোন সাড়া নেই।

হঠাৎ রানা অনুভব করল ওর জুলফি বেয়ে ঘামের দুটো ধারা নেমে আসছে। হাতল ধরে সামনের দিকে চাপ দিয়ে দরজার কপাট দুটো খুলতে চেষ্টা করল ও। অসম্ভব ভারী মনে হলো দরজাটাকে। খানিকটা খুলে গেল কপাট, তারপর নরম কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল হঠাৎ।

শূন্য বাথরুমের দিকে তাকাল রানা। তোয়ালে, সাবান, অর্ধেক খালি টুথপেস্টের টিউব ইত্যাদি ছাড়া দেখার আর কিছু নেই। কিন্তু মেয়েটা যে দরজার পিছনে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্তর্পণে বাথরুমের ভেতরে ঢুকল ও।

আছে। দরজার ওপর দিকে গাঁথা একটা হুকের সাথে ঝুলছে। পরনে নীল একটা নাইটড্রেস, বাথরুমের মেঝে থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ঝুলছে তার পা দুটো। এক দিকে কাত হয়ে রয়েছে মাথাটা। ড্রেসিং গাউনের কর্ডটা কানের পাশ দিয়ে উঠে গেছে হুকের গায়ে, গলার মাংসে প্রায় গেঁথে গেছে সেটা। মেয়েটার হাত ছুঁলো রানা।

ঠাণ্ডা আর শক্ত!

করিডরে বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের কামরার সামনে দাঁড়াল রানা। নক করতেই খুলে গেল দরজা। এখনও সেই ব্রেসিয়ার আর অন্তর্বাস পরে আছে মেয়েটা। রানাকে দেখেই দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল সে, রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'একটা আত্মহত্যার কেস। নিশ্চয়ই তুমি কিছু জানো?'

'কি!' কপালে উঠে গেল মেয়েটার চোখ। পরমুহূর্তে ভীতির ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। 'কে?'

'সভেরিনা,' বলল রানা।

দরজার ভেতর দিকে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। এই সুযোগে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। সভেরিনার মত এটাও একই আকারের কামরা, প্রায় একই ভাবে সাজানো। একটা চেয়ার দেখিয়ে মেয়েটাকে বসতে বলল রানা। মানিব্যাগ বের করে বিশ ডলারের দুটো নোট তুলে নিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। 'তোমার সময়ের দাম এটা,' বলল ও। 'বুঝতেই পারছ আমি পুলিসের লোক নই। একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। যা জিজ্ঞেস করব, বলবে তো?'

'কে বলল সভেরিনা আত্মহত্যা করেছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল মেয়েটা। 'আপনি লাশ দেখেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এইমাত্র দেখে এলাম। এবার প্রশ্নের উত্তর দাও। কাল রাতে ওকে দেখেছিলে তুমি?'

'কালরাতে···কাল রাতে···,' দাঁত দিয়ে দ্রুত নখের ডগা কাটছে মেয়েটা। 'হ্যাঁ, দেখেছিলাম। ডিনার খেতে নিচে নামছি, এই সময় ওপরে উঠতে দেখি ওকে। আমি যখন ডিনার খাচ্ছি, তখন নিশ্চয়ই আবার বাইরে কোথাও গিয়েছিল। কারণ, ডিনার খেয়ে ফেরার সময় ওর সাথে আমার দেখা হয় আবার সিঁড়িতে। আমরা দু'জনেই ফিরছিলাম। ওর সাথে একটা লোক ছিল।'

'কখন?'

'অনেক রাত তখন, তিনটে তো হবেই।'

'লোকটা দেখতে কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'চোখে সান-গ্লাস ছিল। পরনে ছিল ফ্লানেলের স্যুট। সাদা একটা ফেল্ট হ্যাট ছিল মাথায়। রোগা।'

'সরু গোঁফ?'

'হ্যাঁ।'

'সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় এই একটু আগে লোকটাকে দেখেছি আমি,' বলল রানা।

'তা কি করে হয়? সভেরিনা যদি আত্মহত্যা করে থাকে···'

'হ্যাঁ। লাশ দেখে আমার ধারণা হয়েছে, প্রায় সাত-আট ঘণ্টা আগে মারা গেছে সে।'

'লাশটা কোথায়?'

'বাথরুমে।'

'সে কি!' আঁতকে উঠল মেয়েটা। 'আপনি বলতে চান বাথরুমে ঢুকে সভেরিনা আত্মহত্যা করল আর লোকটা ঘরের ভেতর কাটিয়ে দিল সারাটা রাত, এই বেলা বারোটা পর্যন্ত?'

'বিশ মিনিট আগে লোকটাকে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছি। সভেরিনা মারা গেছে আট ঘণ্টা আগে, ধরো ভোর চারটের দিকে। তার মানে দাঁড়াল, ঘরের ভেতর লোকটা থাকার সময়ই সভেরিনা আত্মহত্যা করেছে। তবে, এমনও হতে পারে যে লোকটা হয়তো ভোর চারটের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর আত্মহত্যা করে সভেরিনা। হয়তো কোন কারণে আবার ফিরে এসেছিল লোকটা।'

'আত্মহত্যা ঠিক জানেন?' ঢোক গিলে জানতে চাইল মেয়েটা। 'লোকটাই···মানে, খুন নয়তো?'

মনে পড়ল রানার, লোকটা দাড়ি কামায়নি। রাতে যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে সে, তাহলে আবার রাস্তায় বেরুবার আগে দাড়ি কামায়নি কেন? তবে কি সভেরিনার ঘরেই রাতটা কাটিয়েছে সে? সঠিক উত্তরটা জানতে হবে ওকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'পুলিসকে কিছু বলার দরকার নেই। কেউ না কেউ

ঠিকই আবিষ্কার করবে লাশটা। তবে পুলিস যদি জিজ্ঞেস করে, আমার কথা বাদ দিয়ে যা তুমি জানো সব বলবে।' পকেট থেকে আরও একটা দশ ডলারের নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখল ও। 'এটা আমাকে না জানাবার জন্যে।'

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল রানা। কেউ নেই। 'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' বলে করিডরে বেরিয়ে এল ও। পিছনে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। তেইশ নম্বর কামরার সামনে চলে এল রানা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করল ভেতর থেকে। প্রথমে পরীক্ষা করল ও বিছানাটা। বালিশে দুটো কালো চুল রয়েছে। অথচ সভেরিনার মাথার চুল সোনালী। কিন্তু, ভাবল রানা, বালিশে দুটো কালো চুল থাকলেই প্রমাণ হয় না যে লোকটা এখানেই রাত কাটিয়েছে। হয়তো বিশ-ত্রিশ মিনিট ছিল, ওরই মধ্যে বালিশে মাথা রেখেছিল একবার। হঠাৎ চোখ পড়ল ইলেকট্রিক স্টোভ আর কফির কাপের দিকে। এগিয়ে গিয়ে স্টোভটার গায়ে হাত রাখল ও। এখনও গরম রয়েছে। তার মানে আজ সকালে কেউ কফি বানিয়েছে।

সভেরিনা যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা যদি আজ সকালে ফিরে এসে থাকে, সে নিশ্চয়ই কফি বানিয়ে খাবে না। বাথরুমে লাশ আবিষ্কারের পর কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু সে যদি রাতটা এখানে কাটিয়ে থাকে, আজ সকালে চলে যাওয়ার আগে কফি বানিয়ে খেয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। বাথরুমে ঝুলন্ত লাশ আছে জেনেও কফি তৈরি করে খাওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের কাজ, সন্দেহ নেই। হয়তো এমনও হতে পারে যে বিছানায় উঠে শুতে যাওয়ার আগেই লোকটা জানত বাথরুমে লাশ রয়েছে সভেরিনার। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

তারপর হঠাৎ অন্ধকার রাতে উজ্জ্বল নিয়ন আলো জ্বলে ওঠার মত সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। আত্মহত্যা নয়, এটা একটা খুন।

লবির অন্ধকার কোণে একটা ফোন। রিসিভার তুলে নিয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে ডায়াল করে লেফটেন্যান্ট মলিনারিকে চাইল রানা। কথা বলার সময় মাউথপীসে একটা রুমাল জড়িয়ে নিল ও। একটু পরই লাইনে এল মলিনারি। 'কে?'

'জানি না,' বলল রানা। 'লিখুন দুশো চুয়াত্তর গিয়োভাইন সান্তো, তিনতলা, তেইশ নম্বর কামরা। বাথরুমে একটা লাশ ঝুলছে। দেখবেন, এটাকে যেন আবার আত্মহত্যা মনে করে বসবেন না।' মলিনারিকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল ও। দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে চড়ে স্টার্ট দিল। এখানে পৌছুতে তিন মিনিটের বেশি লাগবে না পুলিসের। তার আগেই কেটে পড়তে চায় ও। থাকলেই সময় নষ্ট, এবং রাজ্যের ঝামেলা।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে রানা, এই সময় লাফ দিয়ে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা

একটা কিশোর ছেলে উঠে পড়ল রানিং বোর্ডে। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে মুখ গলিয়ে বলল, 'হেই সিনর, কোরাল বো-তে গেলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। এখুনি যান। জরুরী ব্যাপার।'

'কে বলল?' ভিউ মিররে তাকাল রানা। যে-কোন মুহূর্তে পুলিস কার এসে পড়তে পারে।

'চিনি না। আপনাকে কথাটা বলার জন্যে এক বাক্স আইসক্রীম কিনে দিয়ে গেছে।'

রানিং বোর্ড থেকে লাফ দিয়ে নামল ছেলেটা, ছুটে একটা গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পিছু নেয়ার কোন সুযোগই পেল না রানা।

কোরাল বো কোথায় চেনে না ও। কিন্তু কোরাল পিক কোথায় জানে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সাগরের দিকে ছুটল ও। কোরাল পিকে আগেও কয়েকবার গেছে, পরিচয় আছে রাম্পা বারের বুড়ো ওয়েটারের সঙ্গে। লোকটা এতদিন পর তাকে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। পরিচয় দিলে হয়তো চিনতেও পারে। বুড়ো তথ্যের ডিপো, দেখা যাক সে কিছু বলতে পারে কিনা।

পকেটে পিস্তল বা সাথে দোসর না থাকলে কোরাল পিকে ঘুর ঘুর করা নেহাত বোকামি। গোটা এলাকা গুণ্ডা-পাণ্ডাদের রাজত্ব। এমন কি পুলিসও ওখানে একা যেতে সাহস পায় না। গলি-ঘুঁজির ভেতর পিঠে ছোরা গাঁথা অবস্থায় প্রায় রোজই দু'একটা লাশ পাওয়া যায় ওখানে।

হারবারের সামনে গাড়ি থেকে নামল রানা। ছোট ছোট বোট আর ফিশিং ট্রলার সার বেঁধে নোঙর ফেলে আছে। ক্যানভাস ট্রাউজার আর রঙচঙে সুইট-শার্ট পরা লোকজন দল বেঁধে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে—নয় বসে রয়েছে, ঘাড় ফিরিয়ে তারা যে সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে তা রানা ওদের দিকে না ফিরেও বুঝতে পারল। সবার কাছ থেকে দূরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'কোরাল বো কোন্ দিকে বলতে পারো?'

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে নিজের পিছন দিকটা দেখাল সে। 'ওদিকে। ডোমিনিকান বারের পেছনে।'

কাঠের একটা দোতলা বাড়ি, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে হুল্লোড় করা হয় ওখানে, ওটাই ডোমিনিকান বার। পাশ দিয়ে একটা সরু গলি চলে গেছে সোজা অনেক দূর, দু'পাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে কালের আঁচড়ে অস্পষ্ট একটা সাইনবোর্ড—কোরাল বো। নিচে একটা তীরচিহ্ন।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে তাকিয়ে আবছা আলোয় কিছুই দেখল না রানা। উঁচু পাঁচিলের বাধা পেয়ে নিচে নামতে পারছে না রোদ। পা বাড়াল ও। শেষ মাথায় ডান দিকে বাঁক নিয়েছে গলিটা। বাঁক ঘুরতেই সামনে পড়ল কোরাল বো। আবছা অন্ধকারে কিছুই নড়ছে না। চারদিকে ভৌতিক নিস্তব্ধতা। অন্ধকার উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঠের দোতলা। এককালে এটা ছিল একটা মেরিন স্টোর হাউজ, এখন পরিত্যক্ত পোড়োবাড়ি। উঠানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। সঙ্গে টর্চ নেই, অথচ বাড়ির

ভেতরটা যে ঘুটঘুটে অন্ধকার তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ফাঁদ নয় তো? কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ফাঁদ কিনা তা জানতে হলেও ভেতরে ঢুকতে হবে। কে জানে, হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যাবে। একটা লাশ পেয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

সিগারেট ফেলে দিয়ে এগোল রানা। তিনটে ধাপ টপকে বারান্দায় উঠল। পোকা খাওয়া কাঠ, এখানে সেখানে ফাটল দেখা দিয়েছে। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো। বারান্দার শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি। সবগুলো ধাপ নেই, কোন কোনটা অর্ধেক ভেঙে গেছে। বাড়িটা দোতলা, কিন্তু তিনতলা সমান উঁচু। সোজা উঠে গেছে সিঁড়িটা। সিঁড়ির মাথায় এবং মাথার কাছে দু'পাশে দুটো দরজা। তিনটে দরজাই খোলা।

ধীরে ধীরে উঠছে রানা। নানা বিচিত্র শব্দের ঝঙ্কার তুলে দুলছে সিঁড়িটা। ছোট ছোট ধাপ, সেগুলোর দিকে একটা চোখ রেখেছে ও, তা না হলে ফাঁক গলে নিচে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। আরেকটা চোখ রেখেছে খোলা দরজাগুলোর দিকে। দেখার অবশ্য কিছু নেই, ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু তবু কিভাবে যেন বুঝতে পারল ও, ওই অন্ধকারের আড়ালেই ওত্ পেতে আছে কিছু।

মুখোমুখি দুটো দরজা, দুই দরজার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রানা। সামনের দরজাটা হাত পাঁচেক দূরে। সেটা পুরোপুরি খোলা নয়, আধ ভেজানো।

ডান ও বাঁ দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখল না রানা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও। হালুম করে গর্জে উঠে কেউ ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল না। কোন শব্দ নেই। পা বাড়াল ও। সাথে সাথে হিস্ করে নিঃশ্বাস ফেলল কে যেন। একই সাথে বাতাস কেটে কি যেন নেমে আসার একটা শব্দ ঢুকল কানে। বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিল সামনের দিকে, কিন্তু কাঁধে প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে ছোট্ট জায়গাটার ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও। অসহ্য ব্যথায় বিকৃত মুখটা ওপর দিকে উঠে গেল নিজের অজান্তেই, মাথার ওপর চটের একটা ব্যাগ দেখতে পেল ও, দেখেই বুঝল ভেতরে সের তিনেক ওজনের বালি রয়েছে। আবার নেমে আসছে ব্যাগটা। মাথা বাঁচাবার কোন উপায় দেখল না রানা। দেয়ালে পা বাধিয়ে বসা অবস্থা থেকেই সরে যেতে চেষ্টা করল পিছনে। ধপাস করে সিঁড়ির ধাপে পড়ল শরীরটা। কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল। ধপাধপ নেমে এল ছয় সাতটা ধাপ, মুহূর্তের জন্যে একটা গর্তে আটকে গেল শরীর, তারপর আবার সিঁড়ি গড়িয়ে নেমে যেতে শুরু করল নিচের দিকে। আহত কাঁধে বাড়ি খাচ্ছে ধাপগুলো। চোখে অন্ধকার দেখছে রানা।

জ্ঞান ফেরার পর চোখ মেলে সবকিছু ঝাপসা দেখল রানা। সারা শরীরে ব্যথা, কিন্তু আহত বাঁ কাঁধে কোন ব্যথা নেই, আঙুল পর্যন্ত গোটা হাতটা অসাড় হয়ে গেছে। মাথার ভেতরে প্রচণ্ড বোঁ-বোঁ শব্দ, ওটা যেন বিস্ফোরিত হবে যে কোন মুহূর্তে। ডান হাত দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরল ও। হঠাৎ বুঝতে পারল, শব্দটা মাথার ভেতর নয়, সিঁড়িতে। মুখ তুলে তাকাল ও।

অস্পষ্ট একটা মূর্তি নেমে আসছে, চোখে ঝাপসা দেখছে বলেই বোধ হয় মনে হলো মূর্তিটা কাঁপছে। অর্ধেক সিঁড়ি নেমে এসেছে লোকটা। ওকে মাথা তুলে তাকাতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। আবার নামতে শুরু করল সে। বালি ভরা ব্যাগের মুখটা ডান হাতের মুঠোয়, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে ঝুলছে। স্লো মোশন ছবির মত লাগছে দৃশ্যটা। একটা একটা করে ধাপ টপকে নামছে লোকটা। সাবধানে, সতর্কতার সাথে। পা তোলার আগে ইতস্তত করছে বার বার। একটা হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে রেলিংটা। সিঁড়িটা দুলছে।

উঠে বসতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। সেইসঙ্গে হিম একটা স্পর্শ অনুভব করল শিরদাঁড়ার কাছে। আশ্চর্য দুর্বল লাগছে, উঠে বসার শক্তি নেই। ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ, দ্রুত নেমে আসছে সে। রানার মনে পড়ল: সঙ্গে রিভলভার নিয়ে আসেনি ও।

পাঁচটা ধাপ বাকি থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। রানা অভিনয় করছে কিনা বুঝতে চাইছে। সমস্ত মনোবল এক করে অপেক্ষা করছে রানা। দু'জন দু'জনের চোখে তাকিয়ে আছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল কাঠের সিঁড়ি। ওই শব্দটাই যেন হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক ধাক্কা দিয়ে সচল করে তুলল রানাকে। বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিঁড়ির ওপর। বাড়ানো ডান হাতে লোকটার পায়ের স্পর্শ পেয়েই ধরে ফেলল সেটা, কিন্তু টান দিতে গিয়ে ছুটে গেল সাথে সাথে। ধপাস করে ধাপের ওপর বসে পড়ল লোকটা, আতঙ্কিত একটা শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে। পড়িমরি করে উঠে দাঁড়িয়েই ওপর দিকে ছুটল সে। ইতোমধ্যে সমস্ত দুর্বলতা কিভাবে যেন কাটিয়ে উঠেছে রানা, কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেলেও, লোকটাকে ধাওয়া করল সাথে সাথেই।

সিঁড়ির মাথায় যখন উঠল রানা, একটা ঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তখন আরেক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে লোকটা। দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে তার পায়ের আওয়াজ। এলাকাটা পরিচিত নয়, লাভ নেই ধাওয়া করে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। কয়েক ধাপ নিচে কি যেন পড়ে আছে, ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিল ও।

সাদা একটা ফেল্ট হ্যাট। লোকটার মাথায় ছিল।

রাম্পা বারের বুড়ো মালিক রানাকে দেখেই আঁতকে উঠল। রানাকে দেখামাত্র শুধু যে চিনতে পেরেছে তাই নয়, ওর বাঁ হাতটা যে নড়ছে না সেটাও তার চোখে পড়েছে। 'সিনর!'

'ও কিছু না,' বুড়োকে আশ্বস্ত করে বলল রানা। 'ধাক্কা খেলে এমন হয়েই থাকে। আপাতত যে ব্যথা করছে না, তাতেই আমি খুশি। নির্জলা খানিকটা হুইস্কি ঢালো। আর স্যান্ডউইচ দাও। তারপর বলো, কেমন আছ?'

তাড়াতাড়ি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল বুড়ো। 'এই বয়সে আর থাকাথাকি। সেই যে বখাটেগুলোকে শায়েস্তা করে আমার মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন, তারপর তো আর এলেন না।'

বছর কয়েক আগের ঘটনা, রাম্পা বারে গলা ভেজাতে এসে ছোট্ট একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল রানা। তখন বুড়ো আর তার মেয়ে চালাত এই বার। মস্তান এক ছোকরা তার কয়েকজন ইয়ার-বন্ধু নিয়ে বারে ঢুকেছিল, উদ্দেশ্য: মেয়েটাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। মেয়েটির নাম দলিনি, সে-সময় তার প্রেমিকও সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাকে দু'ঘা দিতেই সে বেচারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। খদ্দের হিসেবে রানা ছাড়াও উপস্থিত ছিল জনাচারেক লোক, কিন্তু গোলমাল দেখা দেয়ার সাথে সাথে তারা পিছনের দরজা দিয়ে হাওয়া। অগত্যা একা রানাকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল। মস্তানরা দলে ছিল পাঁচজন। চার মিনিটের মধ্যেই তারা সবাই শুয়ে-বসে পড়ল বারের মেঝেতে। পাঁচ মিনিটের মাথায় পুলিস এসে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল ওদের।

'কেমন আছে দলিনি?'

দুটো আঙুল খাড়া করল বুড়ো। 'দুটো বাচ্চা, দুটোই ছেলে। একজনের নাম রেখেছে রানা, ডাকনাম। ওরা স্বামী-স্ত্রী তো আপনার কথা ভুলবে না কোনদিন।'

'বোলো, আমিও ওদের ভুলিনি,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'এই এলাকার প্রায় সবাইকেই তো চেনো তুমি, তাই না? একটা চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি, দেখো তো চিনতে পারো কিনা। লম্বা, চওড়া কাঁধ, হয়তো মাঝে মধ্যে ফ্ল্যানেলের স্যুট পরে, মাথায় দেয় সাদা ফেল্ট হ্যাট। বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ।'

'নাম জানি না,' জবাব দিল বুড়ো। 'তবে শুনেছি, এস্ত্রোনালি এদোয়ার্দোর লোক সে। কেন, সিনর?'

'তোমাকে এরমধ্যে জড়াতে চাই না,' বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। বিশ মিনিট পর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ও রাম্পা বার থেকে। রিস্টওয়াচে বাজে চারটে।

এস্ত্রোনালি...হতে পারে। কিন্তু সে যে লোকজন পোষে তা জানা ছিল না ওর। নিশ্চয়ই সভেরিনাকে মেরে ফেলার পিছনে বড় কোন কারণ আছে তার। পেনোর কথাগুলো মনে পড়ছে বারবার।

গাড়িটা দূরে রেখে এসেছে রানা, সেদিকে এগোল ও। মেরী ভার্নার কথা মনে পড়ল। এস্ত্রোনালির সঙ্গে কোনভাবে জড়িয়ে নেই তো মেয়েটা? অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার মেরী সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হয়। মরিস ম্যারিনা নিয়ে তারবুজ গ্যারেজের দিকে ছুটল ও।

ধু ধু মাঠের দিকে মুখ করে বিধ্বস্ত চেহারার গ্যারেজটা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটা ফিলিং স্টেশন, তার সঙ্গেই গ্যারেজ আর রিপেয়ার শপ। পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা ইঁট বিছানো রাস্তা, গ্যারেজ আর রিপেয়ার শপটা ওই রাস্তার শেষ মাথায়। তারপর রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। কাছেই একটা একতলা বাংলো। বাংলো মানে চারকোনা একটা কাঠামো, ভেঙে চুরে গেছে, ছাদটা সমতল।

গ্যাস পাম্পের সামনে একটা ঝকঝকে ল্যানসিয়া গাড়ি। ভেতরে কেউ

নেই। ওদিকে রিপেয়ার শপের দিকে যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা চারটনী ট্রাক। শপের প্রকাণ্ড শেডটা গাড়ির ভেতর বসেই দেখতে পেল রানা। গেটটা খোলা, কিন্তু ভেতরে অন্ধকার।

আশপাশে কেউ নেই দেখে হর্ন বাজাল রানা। ল্যানসিয়ার পিছনে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে ও। হর্নের আওয়াজ শুনে রিপেয়ার শপ থেকে সতেরো আঠারো বছরের একটা ছেলে বেরিয়ে এল। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে সে, সারা দিন যেন ছুটি, কোন কাজ নেই হাতে। মুখে চুয়িংগাম, রানার চোখে চোখ রেখে চিবাচ্ছে সেটা। ল্যানসিয়ার পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এসে মরিস ম্যারিনার কাছে দাঁড়াল সে। পরনে নোংরা ওভারঅল।

'দশ গ্যালন,' বলল রানা।

গাড়িতে তেল ভরে দিল ছেলেটা। দাম মিটিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'রাফায়েল কোথায়?'

রানার দিকে তাকাল ছেলেটা, কিন্তু অলস ভঙ্গিতে চোখ সরিয়ে নিল আবার। বলল, 'শহরে নেই, কোথায় জানি গেছে।'

'ফিরবে কখন?'

'জানি না।'

'তার স্ত্রী?'

'ব্যস্ত।'

বাংলোর দিকে তাকাল রানা। 'ওখানে?'

আবার রানার দিকে তাকাল ছেলেটা। 'যেখানেই থাক, সে ব্যস্ত।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল সে। পিছু ডাকতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় রিপেয়ার শপ থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। দেখেই তাকে চিনল রানা। এস্ত্রোনালি এদোয়ার্দো। মাথায় চওড়া কার্নিসের হ্যাট, পরনে হালকা চেককাটা লাউঞ্জ স্যুট, বাটন হোলে লাল একটা গোলাপ। হ্যাটটা মাথার ওপর এক দিকে কাত হয়ে আছে, ঢাকা পড়ে গেছে একটা চোখ। অন্যমনস্ক ভাবে একবার তাকাল সে মরিস ম্যারিনার দিকে। কিন্তু চেহারায় কোন ভাবান্তর লক্ষ করল না রানা। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে উঠে পড়ল ল্যানসিয়ায়। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

ছেলেটা আবার রিপেয়ার শপে গিয়ে ঢুকেছে। ভেতর থেকে সে যে লক্ষ করছে ওকে, দেখতে না পেলেও অনুমান করতে অসুবিধে হলো না রানার। গাড়িতে বসে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। এস্ত্রোনালিকে এখানে দেখতে পাওয়াটা কি কাকতালীয় ঘটনা? রাফায়েল আলবের্তি ধোয়া তুলসী পাতা নয়, তার নামে অনেক বদনাম, সেগুলোর একটা হলো, সে নাকি ড্রাগ স্মাগলার। এস্ত্রোনালিও তাই। দু'জনে একই পদের এবং পথের লোক, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? এই রকম একটা নির্জন, দূর প্রান্তের গ্যারেজ থেকে মেরী ভার্না গাড়ি ভাড়া করেছিল, সেটাও কি কাকতালীয় ঘটনা? হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল তদন্ত শুরু করার পর থেকে এই প্রথম কিছুটা এগিয়েছে সে। রাফায়েল আলবের্তির স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলা অত্যন্ত দরকার

বলে মনে করল এবার।

ইঁট বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে এগোল রানা। রিপেয়ার শপের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় দেখল দরজার ঠিক ভেতরে কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অ্যাটেনড্যান্ট ছেলেটা, চোখাচোখি হতেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

বাংলোর দরজাটা বন্ধ। কড়া নাড়ার আগে হালকা পায়ের শব্দ শুনল রানা, কে যেন পায়চারি করছে উঠানে।

চোখ ভরা পানি নিয়ে দরজা খুলে দিল বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়ে। রানাকে দেখে ব্লাউজের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল সে। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

অবাক হয়ে গেছে রানা। উত্তর দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি করল ও। 'সিনর রাফায়েলকে দরকার ছিল। শুনলাম নেই সে, কিন্তু অ্যাটেনড্যান্ট ছেলেটার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। আপনি কি তার...'

কান্না ভুলে রেগে আগুন হয়ে উঠল মেয়েটা। 'আপনি কে? তার কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করতে এসেছেন?'

শান্তভাবে বলল রানা, 'জরুরী একটা ব্যাপারে তার সঙ্গে কিছু কথা ছিল আমার। মেরী ভার্না বলে এক মহিলাকে তিনি একটা গাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন, তাই না? ওই মেয়েটা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কিনা...'

মেয়েটার চেহারা আবার বদলে গেল। রাগের জায়গায় দেখা গেল ক্ষীণ আগ্রহ, পর মুহূর্তে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আক্রোশ। 'কে আপনি? কোত্থেকে এসেছেন?'

'আমি একজন ইনভেস্টিগেটর,' বলল রানা। 'আমার কিছু তথ্য দরকার।'

'সে নেই,' কঠিন সুরে বলল মেয়েটা। 'আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলার নেই আমার। আপনি যান।' বলে দরজাটা বন্ধ করে দিতে শুরু করল সে।

'পালিয়ে গেছে?' শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে উঠল রানার। একটা হাত দিয়ে দরজার কবাট ধরে রেখেছে ও। 'তার মানে?'

'বললাম তো, কাউকে কিছু বলার নেই আমার,' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'নিজের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছি, তার ওপর...'

'আপনার কোন সমস্যা থাকলে আমি হয়তো...'

'কারও কোন সাহায্য লাগবে না আমার!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মেয়েটা। 'কুত্তার বাচ্চাটা ভেবেছে, ও ছাড়া আমার বুঝি আর কোন গতি নেই। গতি আছে কি নেই, এবার আমি দেখাব। রোম ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি, এমন স্বামীর মুখে আমি ঝাড়ু মারি...' হঠাৎ চেহারাটা করুণ হয়ে উঠল তার, চোখে ফুটে উঠল অসহায় দৃষ্টি। ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু যাব কিভাবে? গাড়ি ভাড়া?'

'কত টাকা?' জানতে চাইল রানা।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল সে, একটা সম্ভাবনার আলো জ্বলে উঠল তার চোখে। কয়েক সেকেন্ড রানাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এমন সব তথ্য জানি আমি, শুনলে তাজ্জব বনে যাবেন। টাকা দিলে আপনাকে আমি…'

'ভেতরে বসতে পারি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে মেয়েটাকে এক রকম ঠেলেই ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। তারপর দ্রুত বন্ধ করে দিল দরজাটা।

দু'পা পিছিয়ে গেছে মেয়েটা। কোমরে হাত রাখল। 'কোন রকম চালবাজি নয়, সাবধান। আগে দর-দাম করে নিন। পাঁচ লাখ লিরা চাই আমার, তার কমে আমি মুখ খুলব না।' রানার আগ্রহ লক্ষ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। এই সঙ্কটে অযাচিতভাবে টাকা পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে—ঠকতে রাজি নয়।

মানিব্যাগ খুলল রানা। হাজার লিরার নোটগুলো গুনে দেখে বলল, 'অত টাকা নেই আমার কাছে। তবে যোগাড় করতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার আগে জানতে হবে, কতটুকু কি জানেন আপনি?'

'কত আছে আপনার কাছে?' গম্ভীর হতে চাইল মেয়েটা।

'লাখ খানেক,' বলল রানা। 'কাজে লাগবে এমন তথ্য দিতে পারলে আপনাকে আমি পাঁচ লাখই দেব।'

'ওরা ভেবেছে আমি কিছু জানি না,' বলল মেয়েটা। 'আসলে আমি ওদের সব কথা শুনেছি। আসুন।' উঠান পেরিয়ে রানাকে ছোট একটা বসার ঘরে নিয়ে এল সে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল রানা। মানিব্যাগটা খোলা অবস্থায় রাখল টেবিলের ওপর। দেখল, ঘরের এক কোণে দুটো সুটকেস রয়েছে। রাফায়েলের স্ত্রী তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। বলল, 'ওকে বিয়ে করে কি ভুলটাই না করেছি! দু'হাতে পয়সা কামায়, সব চলে যায় জুয়া মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে। চাকরানীর দিকেও মানুষ একটু নজর দেয়, কিন্তু আমার দিকে কখনও ফিরেও তাকায়নি ও। গ্যারেজের ব্যবসাটা ইচ্ছে করে লাটে তুলেছে। জানতাম, আমাকে ছেড়ে পালাবে ও, ঠিক তাই হলো। কিডন্যাপিংয়ের রাতে সেই যে গেল, তারপর থেকে তার আর দেখা নেই। একটা মেয়ে ফোন করল, বোধ হয় ওই মেরী ভার্নাই, অমনি ছুটল। এদিকে একটা পয়সা নেই আমার কাছে, ক'দিন মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে?…পুলিসের কাছে গেলে টাকা পেতাম, কিন্তু ওরা আমার ওপর চোখ রেখেছে, থানার দিকে যেতে দেখলেই রাস্তায় পাকড়াও করবে।' চোখ মুছে রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েই স্টেশনে চলে যাব আমি। কিন্তু এক লাখ লিরায় হবে না। পুরো পাঁচ লাখ চাই আমার।'

'কিন্তু আপনি কি জানেন না জানেন…'

'বললাম তো, সব জানি!' ধৈর্য হারিয়ে ফেলে মেয়েটা। 'কিছু নমুনা চান? শুনুন তাহলে। রাফায়েল, এস্ত্রোনালি আর জাঁ দুবে এই তিনজনে মিলে

স্মাগলিংয়ের একটা র‍্যাকেট চালাচ্ছে। পারী, লন্ডন আর বার্লিনে লক্ষ লক্ষ প্যাকেট ড্রাগস পাচার করেছে ওরা। রাফায়েল ইতালির ব্যবসাটা দেখাশোনা করে, লন্ডন আর বার্লিনে সাপ্লাই দিচ্ছে এস্ত্রোনালি, আর পারীতে সাপ্লাই দিচ্ছে জাঁ দুবে। নমুনা হিসেবে কেমন তথ্যটা?'

'জাঁ দুবে? আপনি ঠিক জানেন?'

'এই রকম আরও বিস্ময়কর তথ্য দিতে পারি আমি, যা আপনার বিশ্বাস হবে না,' এই প্রথম ঠোঁট বাঁকা করে হাসল একটু মেয়েটা। 'ঠিক জানি মানে? নিজের কানে ওদের কথা শুনেছি আমি। পাঁচ লাখ ছাড়ুন, সব বলে দেব।' নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে অনবরত কামড়াচ্ছে সে।

'মেরী ভার্না সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'সব জানি। হোটেল বীচে উঠেছিল সে, কিন্তু এখন সেখানে নেই।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রাফায়েলের স্ত্রী। 'টাকা না পেলে আর একটা কথাও বলব না। জাঁ দুবে কেন কিডন্যাপড হয়েছে তাও আমি জানি। বললাম তো, সব জানি। কিন্তু আগে আপনি...'

শান্তভাবে জানতে চাইল রানা, 'সিনোরা পাপিয়া চল্লিশ লক্ষ লিরা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আপনি জানেন না?'

'জানি,' উত্তেজিতভাবে বলল মেয়েটা। 'কিন্তু তথ্যগুলো পুলিসকে জানালে ওরা আমাকে রোম ছেড়ে বেরুতে দেবে না। এস্ত্রোনালির বিরাট দল আছে, আমাকে ওরা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলবে। অত টাকার লোভ করতে গিয়ে মরতে চাই না আমি। তাছাড়া, ওই পাপিয়াকেও আমি ভালভাবে চিনি, পুরস্কারের টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারব না।'

'এসবের সঙ্গে তবে কি পাপিয়ার বাবা জড়িত?'

'আগে টাকা দিন!'

'ঠিক আছে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, 'বাইরে আমার গাড়ি আছে, চলুন, আমার অফিস থেকে টাকাটা নেবেন। স্টেশনের পথেই ওটা, আপনার সুবিধেই হবে।'

দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'অসম্ভব! আগেই তো বললাম, কোন রকম চালবাজি চলবে না। কোথাও আমি যাব না। বোকা ভেবেছেন নাকি আমাকে? হয় টাকা বের করুন, না হয় রাস্তা মাপুন।'

'এখানে থাকা আপনার জন্যে হয়তো নিরাপদ নয়,' বলল রানা। 'তাছাড়া, বিশ্বাস করুন, আপনাকে ঠকাবার বা কোন ঝামেলায় ফেলার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমার অফিসে টাকা আছে, ওখানে চলুন...'

হাত লম্বা করে দরজাটা দেখিয়ে দিল রাফায়েলের স্ত্রী। বলল, 'বেরিয়ে যান!'

'নিজের বিপদটা দেখতে পাচ্ছেন না আপনি? কিছু তথ্য জানত বলে সভেরিনা নামে একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছে ওরা। আমি চলে গেলেই ওরা হয়তো আসবে...একটু আগে এস্ত্রোনালি এসেছিল কেন?'

'আমার কথা ভাবতে হবে না আপনাকে। নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে

হয় জানা আছে আমার। এস্ত্রোনালি কেন এসেছিল? জানি না। অ্যাটেন্ড্যান্ট ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে চলে গেল। আমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। এ থেকেই বুঝুন, কি ধরনের আচরণ আমি পাচ্ছি ওদের কাছ থেকে।'

'টেলিফোনটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'খারাপ হয়ে পড়ে আছে ক'দিন থেকে।'

'তাহলে আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে আপনাকে,' বলল রানা। 'আপনাকে এখানে একা রেখে...'

'আমার ওপর এত দরদ কেন আপনার?' ঝাঁঝের সাথে বলল মেয়েটা। 'বললাম তো, নিজেকে রক্ষা করতে জানি আমি। তথ্যগুলো যদি দরকার থাকে, তাড়াতাড়ি গিয়ে টাকা নিয়ে ফিরে আসুন। কিন্তু সাবধান, সঙ্গে পুলিস নিয়ে এলে কিন্তু আমি মুখ খুলব না।'

'কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে কি এস্ত্রোনালি জড়িত?'

'আর কোন প্রশ্ন নয়,' দৃঢ়তার সাথে বলল মেয়েটা। 'পাঁচ লাখ লিরা পেলে আপনাকে আমি সই করা একটা বিবৃতি দেব। এখন আসতে পারেন।'

আরও মিনিট তিনেক মেয়েটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা। কাজ হলো না। টাকা ছাড়া এখান থেকে নড়ানো যাবে না ওকে। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে একা রেখে বেরিয়ে পড়ল ও। বলল, 'দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর থাকুন, কেউ এলেও দরজা খুলবেন না। যেতে আসতে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না আমার।'

'তাড়াতাড়ি করবেন!'

অফিস থেকে ফেরার পথে মোনিকাকে সাথে নিল রানা। মোনিকা জানাল, যে গোয়েন্দা সংস্থাকে সোয়ান দালার অতীত সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল তারা রিপোর্ট করেছে। বিশ্বস্ত, নিরীহ ও ভালমানুষ বলতে যা বোঝায়, সোয়ান দালা ছিল ঠিক তাই। কোন রকম গলদ ছিল না তার চরিত্রে। অনেক দিন ছিল সে ক্যালিয়ারিদের সাথে, প্রায় দশ বছর।

রাফায়েল আলবের্তির স্ত্রী সম্পর্কে সব কথা শুনে মোনিকা বলল, 'খবরটা সাংঘাতিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জাঁ দুবে ড্রাগ স্মাগলার! কিন্তু এর মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে তা বোঝার উপায় কি?'

'টাকা দিয়ে সই করা বিবৃতি তো নেবই, ওকে আমরা পুলিস হেডকোয়ার্টারেও নিয়ে যাব,' বলল রানা। 'ওর প্রতিটি কথা চেক করে দেখা হবে।'

ফিলিং স্টেশনের সামনে গাড়ি থামাল রানা। অ্যাটেনড্যান্ট ছেলেটার ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও। গাড়ি থেকে নেমে মোনিকাকে অনুসরণ করল রানা, আগেই নেমে ইঁট বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে মোনিকা।

বাঁক নেয়ার সময় হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল মোনিকা। 'রানা!'

আঁতকে উঠল সে।

মোনিকার গলার আওয়াজে এমন একটা কিছু ছিল, গা ছম ছম করে উঠল রানার। দ্রুত মোনিকার পাশে চলে এল ও। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রিপেয়ার শপের ভেতর তাকিয়ে দেখল সবুজ রঙের গাউন পরা একটা মেয়ে পড়ে রয়েছে দরজার ঠিক ভেতরেই। দেখেই চিনল। রাফায়েল আলবের্তির স্ত্রী। রক্তে ভেসে গেছে মেঝেটা।

'এখানে দাঁড়াও,' বলল রানা। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে রিপেয়ার শপের দিকে এগোল ও।

কেউ নেই শপের ভেতর, কিন্তু পিছনের দরজাটা হা হা করছে। মেয়েটা বোধ হয় টের পেয়ে গিয়েছিল, ওরা আসছে। তারপর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় আরেকটা, এখানে এসে গা ঢাকা দেয়। গুলি করা হয়েছে পিছন থেকে, মাথায়। মারা গেছে কিনা তা আর হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন হলো না। সবুজ পাখনা মেলে একটা মাছি ভন ভন করছে মাথার গর্তটার কাছে; ভেতরে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। ফুটোর ভেতর হলুদ পদার্থ দেখা গেল।

হোটেল বীচ। সন্ধে সাড়ে ছ'টা।

রিসেপশন ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলছে মোনিকা। পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনছে রানা। রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে মোনিকার বোন, নাম মেরী ভার্না, তবে হোটেলে হয়তো অন্য কোন নামে উঠেছে, চেহারার বর্ণনাটা এই রকম···। বারো তারিখে তার পরনে ছিল ওয়াইন-কালার ইভনিং গাউন, কালো একটা সিল্ক স্কার্ফ।

'সিনোরিতা মেরি মিয়াও,' সাথে সাথে বলল ক্লার্ক। 'এই নামেই তিনি উঠেছিলেন এখানে।'

'কখন?' জানতে চাইল মোনিকা।

'বারো তারিখে, এই সন্ধ্যা ছ'টার দিকে।'

'ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস?'

'দেননি।'

'হোটেল ছেড়েছে কবে?'

'তেরো তারিখে,' বলল ক্লার্ক। 'আমি বরং একটু অবাকই হয়েছিলাম। সিনোরিতা এক হপ্তার জন্যে রূম ভাড়া করেছিলেন কিনা। এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তার একটু পরই তিনি হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে যান।'

'ভদ্রলোককে দেখেছেন আপনি?'

'অবশ্যই। ডেস্কে এসে নিজের নাম বলেন তিনি, বলেন মেরী মিয়াওকে আমার নাম বললেই তিনি চিনবেন।'

'নামটা, প্লীজ?'

'সিনর পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি।'

'আর কেউ দেখা করেছিল মেরীর সাথে?' এতক্ষণে মুখ খুলল রানা।

'না, সিনর।'

'সিনর পোয়েত্রো চলে যাওয়ার পর মেরীকে কি খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল?'

'ঠিক তা নয়,' বলল ক্লার্ক। 'তবে খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারবুজ গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, আমাদের গ্যারেজেই ছিল, কিন্তু সেটা বের করার ধৈর্য পর্যন্ত হলো না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলেন।'

'গাড়িটা কি এখনও আপনাদের গ্যারেজে আছে?'

'আছে, সিনর।'

'দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, সিনর,' একটু অবাক হলেও কোনরকম অস্বস্তিকর প্রশ্ন করল না ক্লার্ক।

কিন্তু গাড়িটা পরীক্ষা করে কিছুই পেল না রানা। মেরী ভার্না কোন সূত্র রেখে যায়নি কোথাও। রিসেপশন ক্লার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

মরিস ম্যারিনার কাছে ফিরে এসে রানা বলল, 'তোমাকে ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে ফিরতে হবে, মোনিকা।'

'তুমি?'

'পোয়েত্রো ক্যালিয়ারির সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

আট

বেন ভেনুতোর দিকে ছুটছে মরিস ম্যারিনা।

এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল, আরেক হাতে সিগারেট, চিন্তা করছে রানা। এখনও এমন কিছু জানতে পারেনি ও যার সাহায্যে কর্সিও ফেলিনি হাজত থেকে বের করে আনতে পারে গগলকে। তবে আশার কথা এইটুকু যে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার মত কিছু তথ্য এসেছে ওর হাতে, পুলিসের হাতে যা নেই।

সভেরিনা **খুন** হয়েছে, কারণ সে জানত কার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে গগল। রাফায়েলের স্ত্রীর কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে আরেকটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—পাপিয়ার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই জাঁ দুবে স্মাগলিংয়ে জড়িত ছিল। এটাই কি কিডন্যাপিংয়ের সূত্র? পাপিয়াকে বিয়ে করার পর কি সে স্মাগলিংয়ের বেআইনী ব্যবসা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল? সেজন্যেই তাকে খুন করেছে এস্ত্রোনালি? খুন করার পর মিথ্যে কিডন্যাপিংয়ের কেস দাঁড় করিয়েছে পাপিয়ার কাছ থেকে দশ লক্ষ মার্কিন ডলার আদায় করার জন্যে?

পোয়েত্রো ক্যালিয়ারির কথা ভাবতে শুরু করল রানা। কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে এই বুড়ো জড়িত নয় তো? সোয়ান দালা হয়তো জানতে পেরেছিল জাঁ দুবে একজন স্মাগলার, এস্ত্রোনালির সঙ্গে ব্যবসা করছে, কথাটা

পোয়েত্রোকে হয়তো জানিয়েছিল সে। একটা ভয়ঙ্কর খবর, সন্দেহ নেই। প্রকাশ পেলে দেশময় হৈ চৈ পড়ে যাবে। ক্যালিয়ারিদের জামাই একজন স্মাগলার! ইতালির সবচেয়ে ধনী মহিলার স্বামী একজন চোরাচালানী! এ-ধরনের দুর্নাম থেকে মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে পোয়েত্রো যে-কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন। জাঁ দুবেকে সরাবার জন্যে কাউকে ভাড়া করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। মিথ্যে কিডন্যাপিংয়ের ধারণাটা হয়তো এস্ত্রোনালির মাথা থেকে নয়, তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছে। জাঁ দুবেকে যদি বেন ভেনুতোর বাগানের নিচে পাওয়া যায় তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সবাই জীবিত জাঁ দুবেকেই খুঁজছে, কেউ তাকে চার ফিট মাটির নিচে খুঁজে দেখছে না।

এসবের মধ্যে মেরী ভার্না আসছে কোত্থেকে? কে সে? পুলিস ক্যাপ্টেন রোমা তাকে গরজ লাগিয়ে না খুঁজলেও লেফটেন্যান্ট মলিনারি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। অথচ তাকে খুঁজে বের করতে পোয়েত্রো ক্যালিয়ারির কোন অসুবিধা হয়নি। মেরীর ঠিকানা তিনি পেলেন কোথায়? তার কাছে গিয়েছিলেন কেন? কষে একটা টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল রানা। মাথার চুলে হাত চালাল কয়েক বার। বুঝতে পারছে, রহস্যের চাবি প্রায় নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, কিন্তু সেটা ধরতে হলে আরও কিছু তথ্য পেতে হবে তাকে। আরও কিছু আছে এতে। সেই প্যাঁচটা।

পোয়েত্রোকে কথা বলানো সহজ হবে না। কঠিন হতে হবে ওকে। হয় পুলিস, না হয় ওর কাছে সব কথা স্বীকার করতে হবে তাঁর। রিসেপশন ক্লার্ক চিনতে পারবে তাঁকে। বীচ হোটেলে তিনি গিয়েছিলেন, দেখা করেছিলেন মেরীর সাথে, অস্বীকার করার উপায় নেই।

গাড়ি-বারান্দায় কালো আলফা রোমিও দাঁড়িয়ে রয়েছে। টেরেসে উঠে এগিয়ে গেল রানা। খিলানের পাশে কলিংবেল।

দরজা খুলে দিল বুড়ো আদলক। 'তোমার ছোট সাহেবকে খবর দাও। তাঁকে গিয়ে বলো, এইমাত্র বীচ হোটেল হয়ে এসেছি আমি।'

'আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন না, সিনর?' মৃদু নরম গলায় বলল আদলক। 'ছোট সাহেব বাড়িতে আছেন কিনা ঠিক জানা নেই আমার।'

হলঘরে ঢুকল রানা। এয়ারকন্ডিশনের হিম স্পর্শে জুড়িয়ে গেল শরীর। বসল না ও। লক্ষ করল, আদলক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'বীচ হোটেল, সিনর?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বললেই তিনি বুঝবেন।'

তবু তাকিয়ে আছে আদলক।

'সিনোরা কেমন আছেন, আদলক?'

'অসুস্থ ছিলেন, সিনর,' মাথা নিচু করে জবাব দিল বুড়ো। 'এখন একটু ভাল বলে মনে হয়।'

তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি, কিন্তু আঁকিবুকি কাটা মুখে ভাবের কোন প্রকাশ

নেই। মাথা আর না তুলেই ঘুরে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। পোয়েত্রোর দেখা নেই, আদলকও ফিরে আসছে না। একটা সিগারেট ধরাল রানা। প্রায় সাত মিনিট পর পায়ের আওয়াজ পেল ও। সিঁড়ি বেয়ে লাউঞ্জে নেমে আসছে পাপিয়া। পিছনে পোয়েত্রো বা আর কেউ নেই।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসল পাপিয়া। চোখের ইঙ্গিতে তার সামনের একটা সোফা দেখিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।'

'ধন্যবাদ,' দাঁড়িয়ে থেকেই বলল রানা। 'কিন্তু আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। আদলক বলেনি?'

উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল পাপিয়া। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সাইডবোর্ডের সামনে। দুটো গ্লাসে বরফ ছেড়ে হুইস্কি ঢালল সে। এগিয়ে এসে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল রানার হাতে। পিছিয়ে গিয়ে আবার বসল সোফায়। বলল, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বসবেন না?'

'একটু তাড়া আছে,' দায়সারা গোছের উত্তর দিল রানা। 'সিনর পোয়েত্রো...'

'বাবা গতকাল মিলানে ফিরে গেছেন,' বলল পাপিয়া। তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। 'কি দরকার তাঁর সাথে আপনার?'

খবরটা তো আদলকই তাকে দিতে পারত! পাপিয়া কেন নিচে নেমে এসেছে? বোধহয় দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেছে কোন কারণে। কি সেটা? মৃদু হাসল ও। বলল, 'তাঁকে একটা প্রশ্ন করার ছিল আমার, সিনোরা। ঠিক আছে, তিনি যখন নেই, তখন আর প্রসঙ্গটা না তোলাই ভাল।' টেবিলের ওপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। 'তাঁর মিলানের ঠিকানাটা কি পেতে পারি আমি?'

রানার গলায় কাঠিন্য লক্ষ করে ঝট করে ফিরল পাপিয়া। 'ব্যাপারটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?'

'তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। টেলিফোনে যোগাযোগ করব।'

'আসলে তিনি এসব ঝামেলা থেকে সরে গেছেন,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল পাপিয়া। 'যা ঘটে গেল, তারপর তাঁর মত বয়স্ক একজন মানুষের পক্ষে অসুস্থ না হয়েই উপায় কি, বলুন। তাঁর সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন বলে মনে হয় না আমার।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়,' হালকা সুরে বলল রানা। 'চলি।'

বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটে উঠল পাপিয়ার চেহারায়। 'কথাটা কি আমাকেও বলা যায় না, সিনর রানা?'

'আপনার স্বামী কিডন্যাপড হওয়ার পরদিন বীচ হোটেলে মেরী ভার্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সিনর পোয়েত্রো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মেরী ওখানে আছে তা তিনি জানলেন কিভাবে? মেরীর সঙ্গে কি কথা

হয় তাঁর?'

'কি বলছেন আপনি!' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাপিয়া। 'আমার বাবা!'

'হ্যাঁ। ডেস্কে তিনি নিজের নাম বলেছেন। তাঁর চেহারাও মনে রেখেছে ডেস্ক ক্লার্ক।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বাবা তাকে চেনেন না, কিভাবে চিনবেন!'

'সেটাই তো তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তিনি যদি উত্তর দিতে আপত্তি করেন, বিষয়টা আমি পুলিসকে জানাব।'

মুহূর্তে বদলে গেল যেন পাপিয়া, চোখ দুটো জ্বলে উঠল তার। 'আপনি হুমকি দিচ্ছেন নাকি?'

'যা খুশি মনে করতে পারেন,' শান্তভাবে বলল রানা।

'মিলান থেকে আজ বাবার আমেরিকা রওনা হওয়ার কথা,' বলল পাপিয়া। 'এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়ে গেছেন। অবসরটা তিনি কোথায় কাটাবেন, আমার জানা নেই। যখনই বিশ্রামের দরকার হয়, এভাবে দূরে কোথাও চলে যাওয়া তাঁর অভ্যাস।'

'বিশ্রামের জন্যে ভাল একটা সময়ই বেছে নিয়েছেন!'

রেগেমেগে কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল পাপিয়া। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে।

'কোথায় গেছেন আন্দাজ করতেও পারেন না?'

'না।'

পাপিয়ার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। 'সিনোরা, আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'শুনছি।' ঘাড়ের পিছনটা শক্ত হয়ে গেল পাপিয়ার।

'আপনি কি মনে করেন, ভিনসেন্ট গগল আপনার স্বামীকে কিডন্যাপ করেছে?'

'অবশ্যই।'

'কেন অবশ্যই? কেন এত জোর দিয়ে বলছেন?'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল পাপিয়া। 'আর যদি কিছু বলার না থাকে আপনার. আমাকে মাফ করুন, প্লীজ। এ-বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই না।'

'গগল তাকে কিডন্যাপ করেনি,' বলল রানা। 'একবারও কি ভেবে দেখেছেন, এর পেছনে আপনার বাবা থাকতে পারেন? অত্যন্ত চমৎকার একটা মোটিভ আছে তাঁর?'

'কি স্পর্ধা! চুপ করুন! আপনার কথা শোনার কোন রুচিই নেই আমার। আপনি চান, আপনার বিরুদ্ধে আমি পুলিসে অভিযোগ করি?' কথা শেষ করে হলঘর থেকে এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেল পাপিয়া। সিঁড়ি থেকে তার পায়ের আর কান্নার আওয়াজ ভেসে এল।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ভয় পেয়েছে পাপিয়া। কেন? সে বি

তাহলে জানে, কিডন্যাপিংয়ের পিছনে তার বাবাই রয়েছেন?

খুক করে কাশির শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ো আদলক। চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে মৃদু গলায় জানতে চাইল ও, 'জাঁ দুবে যে ড্রাগ স্মাগলার তা কে বলেছে তোমাকে? তুমি নিজেই জেনেছ, নাকি সোয়ান দালা বলেছিল?'

'সোয়ান দালা…' চমকে উঠে চুপ করে গেল আদলক, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। অথর্ব বুড়ো, সময় থাকতে সাবধান হতে পারেনি।

'দুঃখিত, আদলক,' বলে বেরিয়ে এল রানা। টেরেস থেকে নামার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে দেখল, কাঁচের দরজা দিয়ে একদৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে আদলক।

বেন ভেনুতো থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়ির স্পীড কমিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সোয়ান দালা যদি আদলককে কথাটা বলে থাকে, সে তাহলে পোয়েত্রোকেও বলেছিল। উঁহুঁ, আপনমনে মাথা নাড়ল রানা, এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কোন লাভ নেই। নিশ্ছিদ্র প্রমাণ যোগাড় করতে হবে ওকে।

গগলের সঙ্গে দেখা করা দরকার। ফেলিনিকে গগল বলেছে, কিডন্যাপিংয়ের রাতে ডোমিনিকান বারে আরাদ পেসকারোর সঙ্গে তাস খেলেছে সে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু পেসকারো বলছে, গগল সাড়ে ন'টার মধ্যে চলে যায়। কেন? পেসকারো কি কিডন্যাপারদের কেউ, নাকি ঘুষ দেয়া হয়েছে তাকে, অথবা ভয় দেখানো হয়েছে? ঘুষ দেয়া হয়ে থাকলে, কে দিয়েছে? সারাটা রাত পড়ে রয়েছে ওর সামনে, গগলের অ্যালিবাইটা চেক করে দেখা যাক। একটু বেপরোয়া হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে ওর। দু'দুটো মেয়ে খুন হয়েছে আজ। কেউ বালি ভরা বস্তা দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করতে চেয়েছে ওকে। একগাদা মিথ্যে কথা বলেছে ওকে পাপিয়া ক্যালিয়ারি। ডোমিনিকান বারে গেলে আরও কিছু ঘটনা হয়তো ঘটতেও পারে।

কিন্তু তার আগে গগলের সেই রহস্যময়ী বান্ধবীর কাছে একবার যাওয়া দরকার। ঠিকানাটা মনে আছে ওর। সোফিয়া। ২৪৫ ফিলমিনো রোড।

রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে পাবলিক বুথ থেকে অফিসে ফোন করল রানা। বেন ভেনুতোয় কি কি ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে অফিস বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিল মোনিকাকে। মোনিকা বলল, অফিস বন্ধ করে হাসপাতালে যাবে সে।

ফিলমিনো রোড। ২৪৫ নম্বর বাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধা হলো না রানার। বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। গেটে একজন দারোয়ান রয়েছে। গাড়ি দেখে আগে গেট খুলল সে, তারপর প্রশ্ন করল। 'কাকে চান, সিনর?'

'সিনোরিতা সোফিয়া আছেন?'

'আপনার কি নাম বলব, সিনর?'

'মাসুদ রানা।'

গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করে দ্রুত বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে

গেল দারোয়ান। গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছে নিচে নামল রানা, দেখল হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে দারোয়ান। কাছে এসে বলল, 'ড্রইংরূমে বসুন, সিনর। সিনোরা আসছেন।'

মস্ত ড্রইংরূম, অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে সাজানো। একটা মেয়ে ঢুকল ভেতরে। হাতে ট্রে। তাতে ঠাণ্ডা পানীয়। ট্রে রেখে চলে গেল সে। একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরাল রানা। হালকা পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল ও। দেখল, নীল জীনসের ট্রাউজার আর পপলিনের সাদা শার্ট পরে চঞ্চল পায়ে হলঘরে ঢুকছে সোফিয়া। বয়সটা আজ যেন আরও কম দেখাচ্ছে। কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখাচোখি হতে হাসল সে। 'আপনার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে আছি আমি, সিনর রানা আপনার বন্ধুর জন্যে নিশ্চয়ই কোন ভাল খবর আছে?'

একটা সোফায়, রানার দিকে মুখ করে বসল সোফিয়া।

'এখনও কোন ভাল খবর যোগাড় করতে পারিনি,' বলল রানা। 'শিগ্গিরই পারব বলে আশা করছি। তবে তার আগে আমার একটা সন্দেহের কথা আপনাকে আমি জানাতে চাই। কেন জানি না, আমার মনে হয়েছে, এসবের মধ্যে আপনারও একটা ভূমিকা আছে। এক কথায় জবাব দিন, আমার সন্দেহটা কি ভুল?'

সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া হলো। এই ভীতির ছাপ আগেও ভদ্রমহিলার মধ্যে দেখেছে রানা। 'গগলকে বাঁচাতে হলে তার সাথে কার কি সম্পর্ক সব আমাকে জানতে হবে, সিনোরা। আপনি যদি তার ভাল চান…'

'আমি…আমি চাই গগল মিথ্যে অভিযোগ থেকে রেহাই পাক…'

'আপনি তার শুভানুধ্যায়ী তা আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল রানা। 'ঠিকানা দেয়ার সময় আপনি আমাকে বলেছিলেন, একান্ত দরকার না হলে আপনার বাড়িতে যেন না আসি আমি, এলেও কাউকে যেন সাথে করে নিয়ে না আসি। কিন্তু আজ আমাকে দেখেই আপনি বললেন, আমার অপেক্ষায় আপনি অস্থির হয়ে আছেন। গগলের সাথে আপনার কি সম্পর্ক তা আমার জানা নেই, কিন্তু এর মধ্যে গোপনীয় কিছু যে একটা আছে, তা বেশ বুঝতে পারি। সেই গোপনীয়তাটা কি, জানতে পারি?'

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে সোফিয়া। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু গলায় বলল, 'আপনার সন্দেহ ভুল নয়।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে বাধা দিয়ে আবার বলল সোফিয়া, 'কিন্তু ব্যাপারটা এমনই যে, এর সাথে আমার মানসম্মান, পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি জড়িয়ে আছে। সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চুপ করে গেল সোফিয়া, কিন্তু রানার মনে হলো, আরও কি যেন বলতে চায় সে। অপেক্ষা করছে ও।

কিন্তু মাথা নিচু করে বসেই থাকল সোফিয়া। রানা বলল, 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। যা বলবেন, তা আর কেউ জানবে না।'

মুখ তুলে তাকাল সোফিয়া। কি যেন খুঁজল রানার চোখে। বোধহয়

বুঝতে চেষ্টা করল, সত্যিই কি বিশ্বাস করা যায় ভদ্রলোককে? একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করল সে। বলল, 'হয়তো বোকামি করছি, তবু কাউকে বিশ্বাস করে কথাটা বলা দরকার। তা না হলে, সম্ভবত, গগলকে বাঁচাতে পারবে না কেউ

অপেক্ষা করছে রানা।

'খবরের কাগজে দেখলাম, গগল বলেছে কিডন্যাপিংয়ের রাতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আরাদ পেসকারোর সঙ্গে তাস খেলেছে সে কিন্তু পেসকারো বলেছে, সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। পেসকারোর কথাই ঠিক মিথ্যে বলছে গগল।'

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা 'সাড়ে ন'টার পর কোথায় ছিল সে?'

'এখানে, আমার কাছে,' বলেই দু'হাতে মুখ ঢাকল সোফিয়া। থরথর করে কেঁপে উঠল শরীরটা। 'আমার স্বামী একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, মাসের বেশিরভাগ সময় রোমের বাইরে থাকেন তিনি যদি…তিনি যদি…তাকে আমি ভালবাসি…কিন্তু গগলকেও আমি ভুলে থাকতে পারি না! যদি আমার বিয়ের আগে দেখা হত ওর সঙ্গে, তাহলে হয়তো এই উভয় সঙ্কটে পড়তে হত না…!' মুখ থেকে হাত নামাল সে। সামলে নিয়েছে নিজেকে 'গগল আমার কথা ভেবেই মিথ্যে বলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি দেখি শুধু অ্যালিবাইয়ের অভাবে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে যাচ্ছে ও, আমার পক্ষে কি চুপ করে থাকা সম্ভব হবে, বলুন?'

'গগল যদি আপনাকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে,' বলল রানা। 'তাহলে আপনি কথাটা প্রকাশ করলেও সে তা অস্বীকার করবে। তাতে লাভ হবে না কিছু, মাঝখান থেকে শুধু নিজের সংসারটা ধ্বংস করবেন আপনি। যাই হোক, আমার সঙ্গে আগে পরামর্শ না করে এ-ধরনের কিছু করতে যাবেন না।'

রাত দশটা। ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরছে রানা। দূর থেকেই দেখতে পেল, গেটটা খোলা। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। গেটের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান, কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলো না। গাড়ি-বারান্দায় কালো আলফা রোমিও। দোতলার বারান্দায় চোখ পড়ল রানার। রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল গলার হীরে। গাড়ি-বারান্দায় মরিস ম্যারিনা থামাল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে বেরোল দরজা খুলে। কিন্তু ওপর দিকে তাকাল না একবারও, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। কোন তাড়াহুড়ো নেই। বিস্মিত হয়েছে ও, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চায় না। কেন এসেছে পাপিয়া ক্যালিয়ারি এত রাতে? একা?

রেলিংয়ের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে পাপিয়া। রানাকে দেখে হাসল না। আবছা অন্ধকারেও চকমক করছে তার পোশাক।

'কখন এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ,' বলল পাপিয়া, কণ্ঠস্বরে মাধুর্যের অভাব লক্ষ করল রানা। 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

তবু রানা নড়ল না বা কিছু বলল না লক্ষ করে এবার গলার আওয়াজ একটু নরম করল পাপিয়া। 'দরজা খুলে বসতে বলবেন না, সিনর রানা?'

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ড্রইংরুমের দরজা খুলল রানা। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। 'আসুন।'

ধীর পায়ে ড্রইংরুমে ঢুকল পাপিয়া। পরনে সাদা সাটিনের পোশাক, সোনালি ব্রোকেডে ভারী হয়ে আছে স্কার্ট। চার ইঞ্চি চওড়া একটা হীরের ব্রেসলেট ঘিরে রেখেছে তার বাঁ হাতের কব্জীটাকে। ছোট বড় আরও অনেক হীরে দ্যুতি ছড়াচ্ছে গলা থেকে। কথা বলতে আসার জন্যে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সেজেছে পাপিয়া। রানার মনে হলো, সে-যে ইতালির সবচেয়ে ধনী মহিলা কথাটা ওকে ভুলতে দিতে চায় না পাপিয়া।

মিনি বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দুটো গ্লাসে একটু একটু করে হুইস্কি ঢালল ও। ফিরে এসে দেখল আলো নিচে একটা সোফায় বসেছে পাপিয়া। তার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজের প্রিয় ইজিচেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল ও। আধবোজা চোখে ওকে লক্ষ করছে পাপিয়া।

কেমন যেন সন্দেহ হলো রানার। গ্লাসটা তেপয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ও। এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের সামনে দাঁড়াল। একটা সুইচ অন করে দিয়ে ফিরে এল আবার ইজিচেয়ারে।

ভুরু কুঁচকে উঠল পাপিয়ার। মৃদু হাসল রানা। বলল, 'টেলিফোনটা বেডরুমে, এখানে যেটা আছে সেটা এক্সটেনশন, সুইচটা অন করে রাখলাম।' একটা সিগারেট ধরাল ও। তারপর আবার বলল, 'বলুন, সিনোরা।'

'এই কিডন্যাপিং কেসটা নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করতে হবে আপনাকে,' বলল পাপিয়া।

গ্লাসে চুমুক দিল রানা। অবাক হয়নি ও, কিন্তু অবাক হওয়ার ভান করে তাকিয়ে আছে। 'আপনি সিরিয়াস?'

মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল পাপিয়ার। 'এত রাতে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি ঠাট্টা করতে আসিনি! অফকোর্স আই অ্যাম সিরিয়াস। আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, এমন সব ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করেছেন আপনি। যথেষ্ট অশান্তির মধ্যে আছি আমি, তার ওপর পরিবেশটাকে আপনি অসহ্য করে তুলেছেন। পুলিস কিডন্যাপারকে গ্রেফতার করেছে। সে-ই আমার স্বামীকে কিডন্যাপ করেছে বলে বিশ্বাস করি আমি। ব্যস, ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল। কিন্তু আপনি শুধু শুধু গোলমাল পাকাবার জন্যে যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করে যাচ্ছেন। এটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে।'

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা 'আমার ঘুম পেয়েছে। আপনার যদি আর কিছু বলার না থাকে, এবার দয়া করে আসতে পারেন।'

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল পাপিয়ার চেহারা। পরমুহূর্তে ঠোঁট বেঁকে গেল তার, রাগে লাল হয়ে উঠল মুখ। রানা লক্ষ করল, গ্লাস ধরা হাতটা

কাঁপছে তার। প্রচণ্ড রাগে কথা বলতে পারছে না।

'উঠছেন না দেখে মনে হচ্ছে, আরও কিছু কথা শুনতে চান আপনি,' বলল রানা। 'শুনুন তাহলে। পুলিস যাকে গ্রেফতার করেছে, সে আপনার স্বামীর কিডন্যাপার নয়। কার দুর্ভাগ্য, এখনও জানি না, ভিনসেন্ট গগল আমার বন্ধু। তাকে বেকসুর খালাস না করা পর্যন্ত আমি, আপনার ভাষায়, গোলমাল পাকিয়ে যাব।'

গ্লাসটা তেপয়ে নামিয়ে রাখল পাপিয়া। কোলের ওপর হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল। 'আমি আপনাকে টাকা দিতে রাজি আছি। কেসটার কথা ভুলে যান।'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। 'এসব কথা আরও ভদ্র ভাবে বলতে শেখা উচিত আপনার। কেউ আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে চাইলেও শুধু বলার ভঙ্গি দেখে পিছিয়ে যাবে। দুঃখিত, আমার কোন আগ্রহ নেই। আপনি না জেনে বোকামি করছেন বলে আপনাকে ক্ষমা করতেও আপত্তি নেই আমার।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'দারোয়ান গেট খুলে অপেক্ষা করছে।'

প্রচণ্ড রাগে পাপিয়ার গলার আওয়াজটা কেঁপে গেল। 'ভেবে দেখুন। অনেক টাকা। আপনিই না হয় একটা অঙ্ক বলুন।'

কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'পাগল হতে দেরি নেই আপনার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল ও।

'পঞ্চাশ হাজার ডলার,' ফিসফিস করে বলল পাপিয়া।

ধীরে ধীরে কৌতুক ফুটে উঠল রানার চেহারায়। 'আরও নিশ্চয় বাড়াবেন?'

'পঁচাত্তর হাজার!'

'এমন বোকা মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি,' বলল রানা। 'আমরা একজন মানুষের জীবন মরণ নিয়ে কথা বলছি, সিনোরা। এব্যাপারে দর কষাকষি চলে না। আমি যদি আসল রহস্য উদ্ধার করার চেষ্টা না করি, গগল ইলেকট্রিক চেয়ারে বসবে। আপনি কি সিরিয়াসলি বলতে চান, ঠিক তাই আপনার ইচ্ছা? একজন নিরপরাধ লোককে খুন হতে দিতে বলেন?'

'ওকে আমি চিনি না। ওর সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। বিচারে তাকে যদি দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে সে নিশ্চয়ই দোষী। তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আপনাকে আমি পঁচাত্তর হাজার···না, এক লাখ ডলার দেব—একমাসের জন্যে রোম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। ইচ্ছে করলে আমার মিলানের বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারেন এই একটা মাস। এখানকার ঝামেলা মিটে গেলে আপনার সঙ্গে ওখানে আমার দেখা হবে। তারপরও কিছুদিন আমার বাড়িতে থাকতে পারবেন আপনি। এত কথা বলে আমি শুধু বোঝাতে চাইছি, আপনার বন্ধুত্ব ভাল লাগবে আমার। রাজি? এক লাখ ডলার।'

'কিসের এত ভয় আপনার? কিছু গোপন করার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন. সেজন্যে কিছুই অদেয় নেই বলে মনে করছেন—কি সেই

গোপন ব্যাপার? কাকে বাঁচাতে চাইছেন আপনি, সিনোরা?'

'একলাখ পঞ্চাশ হাজার!'

'ঠিক কি ঘটেছিল জাঁ দুবের? কেউ তাকে খুব জোরে মেরে বসেছিল, যার ফলে মারা যায় সে? বুঝতে পেরেছেন, এসবের পেছনে আপনার বাবা আছেন? নাকি, গোটা ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার নমুনা? দেশের লোককে জানাতে চান না ক্যালিয়ারি পরিবারের মেয়ে হয়ে একজন ড্রাগ স্মাগলারকে বিয়ে করেছেন?'

'দু'লাখ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল পাপিয়া।

'দুশো মিলিয়ন ডলার দিলেও নয়।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'বৃথাই সময় নষ্ট করছেন আপনি। সিনোরা, চাও।'

সটান উঠে দাঁড়াল পাপিয়াও। তার চোখ আর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ভয়ঙ্কর একটা জেদ লক্ষ করল রানা। 'আপনি ঠিক জানেন?' বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল পাপিয়ার ঠোঁটের ওপর। 'তিন লাখ ডলারও কি আপনি পায়ে ঠেলবেন?'

'এখন আপনাকে আমার বিরক্তিকর লাগছে।'

হঠাৎ অদ্ভুত একটা হাসি দেখা গেল পাপিয়ার ঠোঁটে। 'আপনাকে নত করার আরও একটা উপায় জানা আছে আমার। কিন্তু আগে শেষ একটা সুযোগ দিতে চাই আমি। পাঁচ লাখ দেব। ক্যাশ। রোম ছেড়ে চলে যাবেন। এক কথায় জবাব দিন। রাজি না হলে দেখুন আমি কি করতে পারি।'

'আমার মনে হয় আপনাকে বিদায় জানিয়েছি আগেই।'

লম্বা পা ফেলে টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পাপিয়া। রিসিভার তুলে ডায়াল করল দ্রুত। বলল, 'পুলিস! হেলপ! রানা এজেন্সী! আমাকে বাঁচান!' রিসিভারটা ফেলে দিয়ে রানার দিকে ঘুরল সে। হিংস্র হাসিটা স্থির হয়ে রয়েছে মুখে।

'চমৎকার!' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই রেপের অভিযোগ আনবেন?'

গলার কাছে খামচে ধরল পাপিয়া সাদা সাটিনের পোশাক, টেনে ফড় ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল সামনের অংশটা। তারপর দু'হাতে আঙুল গাঁথল নগ্ন কাঁধে, আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করল চামড়া। টকটকে লাল দাগ ফুটে উঠল আঁচড়ানো জায়গাগুলোয়। আঙুল ঢুকিয়ে এলোমেলো করল মাথার চুল পা ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা টেবিল। একটা কাঠের চেয়ার তুলে এগিয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের দিকে, আগুনের ওপর ফেলল সেটা। লাথি মেরে আরও ফার্নিচার উল্টে দিচ্ছে, এই সময় রিসিভারটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল রানা। হাসপাতালে কাউন্ট আলবিনোর কেবিনে সরাসরি টেলিফোন। অন্য প্রান্তে রিসিভার তুলল মোনিকা 'হ্যালো?'

'বিপদ। এখুনি অফিসে চলে এসো। কি করতে হবে তা তোমার জানা আছে। ফেলিনিকে সঙ্গে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো পুলিস হেডকোয়ার্টারে চলে যাবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধর্ষণ-চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হচ্ছি আমি। শ্রীমতি পাপিয়া নাটক শুরু করেছেন।'

'এখনই আসছি!' শাসানির সুরে বলল মোনিকা। বলেই খটাশ করে

রেখে দিল রিসিভার। কল্পনায় তার রণ-রঙ্গিনী মূর্তি দেখতে পেল রানা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পাপিয়ার দিকে ফিরল ও। 'নিজেকে শুধু শুধু ক্ষতবিক্ষত করলেন। আমার নখের ভেতর এক্সপার্টরা আপনার চামড়া পাবে না—ওদের আবার এ সব পরীক্ষা করে দেখতে ভুল হয় না।'

পা দিয়ে একটা তেপয় উল্টে দিয়ে চরকির মত আধপাক ঘুরল পাপিয়া। 'ইউ স্টুপিড ফুল!' চাপা, নিচু গলায় ধীরে ধীরে বলল সে। 'ক্যালিয়ারিদের কথামত কাজ না করলে তার পরিণাম কি হয়, হাড়ে হাড়ে টের পাবে। কম করেও দু'বছর জেলের ঘানি টানাব।'

খোলা গেট দিয়ে সগর্জনে ঢুকল একটা গাড়ি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষার আওয়াজ হলো।

সিঁড়িতে দ্রুত ছুটে আসা বুটের শব্দ। হঠাৎ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল পাপিয়ার কণ্ঠ থেকে, তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর—শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে তার। উন্মাদিনীর মত ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেল সে।

একটা ভারী গলা শোনা গেল। 'আমরা এসে পড়েছি, সিনোরা। আর কোন ভয় নেই।'

দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী সার্জেন্ট গলভিয়ো। মস্ত নাক, চোখ দুটো আধবোজা, মুখে কাটাকুটির অসংখ্য নকশা। ড্রইংরুমের মাঝখানে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। হাতের পিস্তলটা তাক করল রানার তলপেট লক্ষ্য করে। কর্কশ গলায় বলল, 'নড়লেই গুলি!'

এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল রানা, গলভিয়োর কথা যেন শুনতেই পায়নি। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে সিগারেটটা আবার ঠোঁটে তুলল। 'এত উত্তেজিত হওয়ার মত কিছু ঘটেনি,' বলল ও। 'সাজানো ব্যাপার, সিনোরা স্রেফ অভিনয় করছেন।'

'কি? অভিনয়? হ্যাঁ, সে রকমই দেখাচ্ছে বটে!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল সার্জেন্ট 'কোন কথা নয়। মাথার ওপর হাত!' প্রচণ্ড রাগে বিকৃত মুখের চেহারা আরও কুৎসিত হয়ে উঠল তার। ট্রিগারে আরও একটু চেপে বসল আঙুল। লোকটার আধবোজা, ঢুলু ঢুলু চোখে বিপদের ছায়া দেখতে পেল রানা।

ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলল ও।

সন্তর্পণে ঘরের ভেতর পা ফেলল সার্জেন্ট। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারদিক 'চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, সেক্স-ম্যানিয়াক! ঠিক তাই! হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাই, মট মট করে হাড় ভাঙব তোমার। বিদেশ থেকে এসে···ব্যাটার সাহস কত! চলো, ক্যাপ্টেন রোমা নিজেই তোমার ছাল ছাড়াবেন।'

ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিসের গায়ে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল পাপিয়া। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ক্ষতগুলো থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে, গড়িয়ে নামছে সাদা ব্রেসিয়ারের ওপর। থরথর করে কেঁপে উঠে দু'হাতে মুখ

ঢাকল সে।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল সার্জেন্ট। 'সর্বনাশ! সিনোরা আপনি···' ঝট করে রানার দিকে ফিরল সে মুঠো পাকানো হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেল রানার মুখ লক্ষ্য করে।

এক সেকেন্ড রানার জন্যে প্রচুর সময়, মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিল ও। ঘুসিটা না লাগায় তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সার্জেন্ট, দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল রানা। তারপর জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ, বুঝলে? আমার গায়ে টোকা পড়লে পুলিসের চাকরি আজই তোমার শেষ। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো, তারপর প্রমাণ পাবে সিনোরা অভিনয় করছেন কিনা। চলো, হেডকোয়ার্টারেই যাওয়া যাক।'

ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সার্জেন্ট। কিন্তু রানার শান্ত ভাব লক্ষ করে কেমন যেন গুটিয়ে গেছে সে, বাড়াবাড়ির আর কোন চেষ্টা করল না।

চেয়ারে বসে ফোঁপাচ্ছে পাপিয়া, কাঁপুনিটাও থামেনি তার। একজন কনস্টেবল তাকে এক গ্লাস পানি এনে দিল।

'আমার স্কার্ফটা দিন।' হঠাৎ বলল পাপিয়া। 'ভুলটা আমারই হয়েছে। ও কেমন লোক তা না জেনে এখানে এ-ভাবে আসা উচিত হয়নি আমার। ওর সাথে আমার স্বামীর ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিলাম। এসেছি পাঁচ মিনিটও হয়নি, জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

'সিনোরা যা বলছেন লিখে নাও,' শান্তভাবে বলল রানা। 'পরে আবার অস্বীকার করতে পারেন।'

রানার দিকে তাকালই না পাপিয়া। সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ওকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হোক। আমিও যাব। ক্যাপ্টেন রোমার সাথে কথা বলব আমি।'

রানাকে দরজা দেখিয়ে দিল সার্জেন্ট। 'বেরোও।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে পুলিস কারে উঠল রানা। পেছন পেছন দুজন পুলিস। সামনের সীটে পাপিয়াকে নিয়ে উঠল সার্জেন্ট। সাইরেন বাজিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কার। রাস্তার বাঁকের কাছে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি দেখল রানা, তীর বেগে ছুটে আসছে। জানালায় দেখা গেল মোনিকার মুখ। চোখাচোখি হতে মৃদু হেসে মোনিকাকে আশ্বস্ত করল ও। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি।

পুলিস হেডকোয়ার্টার। প্রায় এগারোটা বাজে।

ডিউটি শেষ, এবার বাড়ি ফিরবে লেফটেন্যান্ট মলিনারি। চার্জরুমে দাঁড়িয়ে ডেস্ক-সার্জেন্টকে শেষ কয়েকটা নির্দেশ দিচ্ছে সে। পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়াল, দু'জন পুলিস রানাকে মাঝখানে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে দেখে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। রানার পিছু পিছু চার্জরুমে ঢুকল পাপিয়া, সাথে সার্জেন্ট গলভিয়ো।

'ব্যাপার কি, সিনর রানা?' হতভম্ব দেখাল মলিনারিকে।

রানা নয়, উত্তর দিল গলভিয়ো। 'ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট।'

'হোয়াট!' ঘরে বোমা পড়লেও এমন চমকে উঠত না লেফটেন্যান্ট। 'কিসের অভিযোগে?'

'ধর্ষণ করার চেষ্টা,' বলল গলভিয়ো। 'আমি সময় মত না পৌঁছলে...'

'হাউ অ্যাবসার্ড!' চমকে উঠল মলিনারি। তার চেহারা দেখে মনে হলো, হাসবে কি কাঁদবে ঠিক করতে পারছে না। রানাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না। তাকাল পাপিয়ার দিকে। 'কথাটা ঠিক, সিনোরা? আপনি সিনর রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন?'

'অবশ্যই,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল পাপিয়া। 'ক্যাপ্টেন রোমা কোথায়?'

'আজ তার ডিউটি নেই, শিগগির এখানে চেয়ার দাও।'

চেয়ারে বসার সময় স্কার্ফটা ইচ্ছে করেই কাঁধ থেকে ফেলে দিল পাপিয়া, সবাই যাতে তার ক্ষতগুলো দেখতে পায়। ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল লেফটেন্যান্ট। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

'সাজানো ব্যাপার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে এল সার্জেন্ট গলভিয়ো। 'ফের সেই এক কথা!'

গলভিয়োর বুকে মস্ত এক থাবা বসিয়ে তাকে থামিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট। 'পাগল হলে নাকি!'

'ওকে আমি বেসমেন্টে নিয়ে যাব, লেফটেন্যান্ট!' গর্জে উঠল গলভিয়ো। 'ওর গায়ে হাত তুললে আমার নাকি চাকরি খাবে! দেখব শালা...'

'থামো তো!' ধমকে উঠল মলিনারি। 'ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও। কখন গিয়েছিলে তোমরা? খবর পেলে কিভাবে?'

'সিনোরা ফোন করেছিলেন...'

'আমাকে জানাওনি কেন?'

মাথা নিচু করে উত্তর দিল গলভিয়ো, 'ডেস্ক সার্জেন্টকে জানিয়ে গিয়েছিলাম...'

'আমাকে না জানিয়ে অন্যায় করেছ,' বলল মলিনারি

'আমার দিকে তাকান, লেফটেন্যান্ট!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল পাপিয়া। 'ওই বদমাশ লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি আমার স্বামীর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। গেছি পাঁচ মিনিটও হয়নি, এই সময় আমার হাত ধরে ফেলে ও। ধস্তাধস্তি করে কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই, তারপর ফোন করি এখানে। আবার আমাকে ধরে ফেলে ও। টেনে ছিঁড়ে ফেলে আমার পোশাক। আমাকে কাবু করার চেষ্টা করছিল, এই সময় সার্জেন্ট ওখানে গিয়ে হাজির হন। আর তাঁর ওপরই এত চোটপাট দেখাচ্ছেন আপনি? উনি আমার সম্মান বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে প্রশংসা আর পুরস্কার পাওয়া উচিত তাঁর, তার বদলে আপনি...' গলভিয়োর দিকে তাকাল সে। 'ক্যাপ্টেন রোমাকে টেলিফোন করুন, সার্জেন্ট। আমি লেফটেন্যান্টের

বিরুদ্ধে তাঁর কাছে কমপ্লেন করব।'

সিগারেট ধরাচ্ছে লেফটেন্যান্ট, রানা লক্ষ করল তার হাত দুটো কাঁপছে।

'আমি বলি কি,' বলল রানা, 'সিনোরা, আমি আর লেফটেন্যান্ট আলাদা একটা কামরায় বসে ব্যাপারটা আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলি বরং! ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে, ক্যালিয়ারি পরিবারের স্বার্থে এর বেশি গড়াতে দেয়া উচিত হবে না।'

'অসহ্য!' হাইহিলের খটাখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল পাপিয়া। ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোঁ মেরে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। তাকাল ডেস্ক সার্জেন্টের দিকে। 'ক্যাপ্টেন রোমার নাম্বার বলুন।'

উত্তর দিল মলিনারি।

ডায়াল করতে শুরু করল পাপিয়া। 'ক্যাপ্টেন রোমা? আমি পাপিয়া।...হ্যাঁ। আমার ওপর একটা হামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি এখানে...হ্যাঁ আপনাদের হেডকোয়ার্টারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি এখানে চলে আসুন।...ধন্যবাদ।' রিসিভারটা খটাস করে রেখে দিল সে। মুখে বিজয়িনীর হাসি নিয়ে তাকাল লেফটেন্যান্টের দিকে। 'ক্যাপ্টেন রোমা আসছেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল মলিনারি। ডেস্ক সার্জেন্টের দিকে ফিরে বলল, 'অভিযোগটা লেখো, তারপর সিনোরাকে দিয়ে সই করিয়ে নাও।'

ডেস্ক সার্জেন্ট খাতা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল।

'ওকে সেলে পাঠাবার আগে প্রেসকে খবর দিতে চাই আমি,' কঠিন সুরে বলল পাপিয়া। 'ওর এই কীর্তির কথা কালকের সব কাগজে ছাপা হয়েছে দেখতে চাই আমি। ওর মান, সম্মান, পেশা সব আমি ধ্বংস করতে চাই। ওর জেল হতে হবে, জেল থেকে বের হলে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে।'

ঠিক এই সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে চার্জরুমে এসে ঢুকল মোনিকা। আলুথালু বেশ, এলোমেলো চুল, হাঁপাচ্ছে। 'ফেলিনিকে পাইনি,' রানাকে বলল সে। 'তোমাকে নিশ্চয়ই ওরা গ্রেফতার করেনি?'

মোনিকার পথ রোধ করে দাঁড়াল গলভিয়ো 'এখানে ঢোকার কোন অধিকার নেই আপনার! বেরিয়ে যান...'

'থামো!' ধমকে উঠল মলিনারি। ফিরল মোনিকার দিকে। লক্ষ করল, তার হাতে একটা এনভেলাপ রয়েছে। 'কি ওটা, সিনোরা?'

উত্তর না দিয়ে ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মোনিকা। এনভেলাপ থেকে বের করল একটা ক্যাসেট। বলল, 'আমাকে একটা ক্যাসেট রেকর্ডার এনে দিন।'

'ক্যালিয়ারি পরিবারের সর্বনাশ ওটা,' বলল রানা। পাপিয়ার দিকে তাকাল ও। 'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, সিনোরা, কথাবার্তা শুরুর ঠিক আগে আমি একটা সুইচ অন করেছিলাম? টেলিফোনের সুইচ নয়, ওটা ছিল টেপ রেকর্ডার চালু করার সুইচ। রাত-বিরেতে হঠাৎ সন্দেহজনক কোন

চরিত্র কথা বলতে এলে তার কথা রেকর্ড করে রাখার একটু অভ্যাস গড়ে তুলেছে মোনিকা. আজ রাতে ওকে আমি অনুকরণ করেছিলাম। ভাগ্যিস!'

মলিনারির ইঙ্গিতে বেরিয়ে গিয়েছিল একজন কনস্টেবল, একটা রেকর্ডার নিয়ে ফিরল সে।

চোখে খুনের নেশা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে পাপিয়া। 'মিথ্যে কথা বলছে ও। ওর কথায় কান দেবেন না! ওর সঙ্গিনীকে বের করে দিন এখান থেকে…!'

'বাজিয়ে শোনাও,' মুচকি হেসে মোনিকাকে বলল রানা। 'সিনোরার গান সবাই শুনুক।'

রেকর্ডারে ক্যাসেট ভরল মোনিকা। বোতাম টিপে চালু করে দিল। স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল সবাই।

পাপিয়ার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। 'আমি আপনাকে টাকা দিতে রাজি আছি। কেসটার কথা…' কথাটা শেষ হলো না, চেঁচিয়ে উঠে রেকর্ডারের দিকে ছুটল পাপিয়া। 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আমি আর শুনতে চাই না! থামাও…'

তার পথরোধ করে দাঁড়াল মোনিকা।

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'স্টপ' লেখা রীডটা টিপে দিল মোনিকা

ঘরের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা।

'বরং সবটা আমাকে শুনতে দিন, সিনোরা।' অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল মলিনারি। 'রেপ করার চেষ্টা এবং রেপ করার চেষ্টা সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ, দুটোই ক্রিমিনাল অফেন্স।'

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পাপিয়ার চেহারা। জানে, যতই তার টাকা আর ক্ষমতা থাক, এই মুহূর্তে ইচ্ছে করলে লেফটেন্যান্ট তাকে অ্যারেস্ট করে সেলে পাঠাতে পারে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'সিনোরা কি অবস্থাটা বুঝতে পারছেন, মানে নিজের অবস্থাটা?'

'আমি অনুতপ্ত,' বিড়বিড় করে বলল পাপিয়া 'আমার অভিযোগ আমি প্রত্যাহার করে নিলাম…'

'দুঃখিত,' ভারী গলায় বলল মলিনারি। 'এটা এখন একটা পুলিস কেস। আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম, সিনোরা।' ডেস্ক সার্জেন্টের দিকে তাকাল সে। 'অভিযোগটা লেখো।'

ডেস্ক-সার্জেন্ট লিখতে শুরু করল।

'এক মিনিট,' দ্রুত বলল রানা। ফিরল মলিনারির দিকে। 'লেফটেন্যান্ট, ক্যালিয়ারি পরিবারের মর্যাদার কথা ভেবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ব্যাপারটা আরেকবার বিবেচনা করুন। আমার মনে হয় এরই মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে সিনোরার। ব্যক্তিগত ভাবে তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই আমার অনুরোধ, তাকে আপনি গ্রেফতার না করে ছেড়ে দিন।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল মলিনারিকে। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করার পর কাঁধ

ঝাঁকাল, বলল, 'বেশ, আপনি যখন বলছেন···

মুখ তুলে তাকাল পাপিয়া। তিন সেকেন্ড রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেল চার্জ-রুম থেকে।

রানার দিকে এগিয়ে এল সার্জেন্ট গলভিয়ো। 'আমি দুঃখিত, সিনর। ভুল করে ফেলেছি, সেজন্যে আমি মাফ চাই···'

'কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে যেন কোন লোককে হুট করে দোষী ভেবে অপমান করা না হয়।'

নিঃশব্দে মাথা কাত করল গলভিয়ো।

পাঁচ মিনিট পর বিদায় নিয়ে হাসপাতালে ফিরে গেছে মোনিকা। লেফটেন্যান্টের অফিসে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা

'সে কি!' রানার কথা শুনে আঁতকে উঠল মলিনারি। 'আপনার কথা যদি সত্যি হয়···'

'সত্যি হবেই, তা বলছি না,' বলল রানা। 'আমি বলতে চাই পোয়েত্রো ক্যালিয়ারি এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। জাঁ দুবে একজন ড্রাগ স্মাগলার, কাজ করছিল এস্ত্রোনালির সাথে। আমার অনুমান, পোয়েত্রো ব্যাপারটা জানতে পেরে জাঁ দুবেকে সরাবার জন্যে কাউকে ভাড়া করেন। সেজন্যেই পাপিয়া টাকা দিয়ে আমাকে কেনার জন্যে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।'

'তাহলে জাঁ দুবে কোথায়?'

'এই প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজছি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, উত্তরটা এস্ত্রোনালি হয়তো দিতে পারবে। আরেকটা লোককে দেখা যাচ্ছে, সে-ও বোধহয় এস্ত্রোনালির মত সব খবরই রাখে। লোকটা লম্বা, ফ্লানেলের স্যুট আর সাদা ফেল্ট হ্যাট পরে।'

'তাকে আমরাও খুঁজছি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'তারমানে আপনিই ফোন করেছিলেন, সিনর?'

'হ্যাঁ। কাজ ছিল তাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারিনি ওখানে গরম স্টোভ আর কফির কাপ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছেন, তাই না?

'কোন সন্দেহ নেই, রাতটা সভেরিনার কামরাতেই কাটিয়েছিল ওই লোক,' ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল মলিনারি। তারপর বলল, 'কিন্তু সিনর, কিডন্যাপিংয়ের মূলে পোয়েত্রো রয়েছেন তা আপনি বুঝলেন কিভাবে?

বীচ হোটেল থেকে পাওয়া তথ্যটা প্রকাশ করল রানা তারপর বলল 'পাপিয়া বলছে বটে তার বাবা যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গেছেন, কিন্তু তার কথা আমি বিশ্বাস করিনি।'

'আমি একবার যাব কিনা ভাবছি,' বলল মলিনারি। 'আমার সাথে হয়তো দেখা করতে চাইবেন পোয়েত্রো।'

'মনে হয় না। আচ্ছা, ধরুন আমি প্রমাণ করলাম এস্ত্রোনালি ড্রাগ স্মাগলার, তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারবেন আপনি?'

মুচকি একটু হাসল মলিনারি। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।

'এস্ত্রোনালি গগলের ঘরে গিয়ে মিথ্যে প্রমাণ রেখে এসেছে,' বলল রানা। 'ওই ধরনের কাজ আমিও করতে পারি, এবং করতে চাই। আমরা বুঝতে পারছি সে-ই কলকাঠি নাড়ছে অথচ হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে তাকে ধরি। কাজেই একটু কৌশল খাটানো দরকার। কাল কোন এক সময় অজ্ঞাতনামার টেলিফোনে আপনি জানবেন এস্ত্রোনালির কামরায় কয়েক প্যাকেট হ্যাশিশ আফিম ইত্যাদি আছে। দলবল নিয়ে গিয়ে ওগুলো উদ্ধার করবেন, সেই সাথে গ্রেফতার করে আনবেন এস্ত্রোনালিকে। তারপর কিভাবে কথা বলাতে হবে সে তো আপনাদের জানাই আছে।'

'ড্রাগস পেলে গ্রেফতার করা কোন সমস্যাই নয়। আর গ্রেফতার করে এখানে আনলে কথা বের করাও কোন সমস্যা নয়, সিনর।'

'ধন্যবাদ।'

নয়

পরদিন দুপুর। মোপেড রোডের ফ্ল্যাট-বাড়ি।

রানাকে দেখে একগাল হাসল আলপেনো, লোভে চকচক করে উঠল চোখ দুটো। দশ ডলারের একটা নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে জানতে চাইল রানা, এস্ত্রোনালির কামরায় কেউ আছে কিনা। কেউ নেই, বলল আলপেনো, ঘণ্টাখানেক আগে সিনর এস্ত্রোনালিকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। আর কেউ আছে? নেই এরপর দশ ডলারের আর দুটো নোট গুঁজে দিতেই আলপেনো বলল, 'চাবিটা সুইচবোর্ডের নিচে ঝুলছে।'

চাবি নিয়ে এলিভেটরে চড়ল রানা। উঠে এল পাঁচতলায়। নির্জন করিডর এস্ত্রোনালির ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল ও। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে খুব জোরে রেডিও বাজছে। চারতলার কোন একটা ফ্ল্যাট থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলার হাসি ভেসে এল।

কপাটে কান ঠেকাল রানা. কোন শব্দ নেই। তারপর টোকা মারল দরজায়। কেউ সাড়া দিল না ভেতর থেকে। করিডরের দু'দিকে তাকাল ও। কেউ দেখছে না ওকে কী হোলে চাবিটা ঢুকিয়ে দিল ও। হালকাভাবে ঘুরিয়ে খুলে ফেলল তালা। মৃদু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কপাট দুটো।

দরজার দিকে মুখ করে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে ফ্ল্যানেলের স্যুট পরা লোকটা। কোলের ওপর একটা হাত, তাতে একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ। পিস্তলের নলটা রানার বুকের দিকে তাক করা ক্ষীণ, ঠাণ্ডা একটা হাসি দেখা গেল লোকটার ঠোঁটে।

'আসুন?' বলল সে। 'ভাবছিলাম, আপনি আসতে পারেন।'

লোকটার গলার আওয়াজ শুনেই তাকে চিনতে পারল রানা। সেই প্যাঁচের একটা গিঁট খুলে গেল সাথে সাথে, কিন্তু ব্যাপারটা আগে কেন অনুমান করতে পারেনি ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল ও।

'হ্যালো,' বলল রানা, 'জাঁ দুবে?' কামরার ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

'হঠাৎ নোড়ো না, সিনর রানা,' বলল জাঁ দুবে। 'এই ফ্ল্যাটে গুলির শব্দ হলে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ। বসো।' ফায়ারপ্লেসের পাশের আর্মচেয়ারটা দেখিয়ে দিল সে রানাকে।

এত কাছ থেকে লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না, কাজেই তিন পা এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসল রানা। ওর দিকে সতর্ক, কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে জাঁ দুবে। 'নিজে থেকে হেঁটে এসে ধরা দিলে, ভাগ্য বটে! আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রথম সুযোগেই তোমাকে সরিয়ে দেব। কারণ ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছ তুমি!'

'পাপিয়া জানে তুমি এখানে আছ?'

নিঃশব্দে হাসল জাঁ দুবে। এদিক ওদিক মাথা নাড়াল। 'তার কোন ধারণাই নেই। অত কষ্ট করে বসার দরকার কি, গা এলিয়ে দাও। কনুইয়ের পিছনে সিগারেট আছে। এখুনি মরছ না তুমি। এস্ত্রোনালি তোমার সাথে কথা বলতে চায়। কিন্তু তুমি যদি গোলমাল করো এক সেকেন্ডও দেরি করতে পারব না আমি।'

সিগারেট ধরাল রানা। পিস্তলের নলটা এখন ওর মুখের দিকে তাক করা। গলার আওয়াজের মতই জাঁ দুবের চেহারায় একটা ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব আছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, রানার প্রতিটি লোমকূপের ওপর যেন চোখ রেখেছে। এ-লোক গুলি করতে একটুও ইতস্তত করবে না।

'তখন যদি জানতাম তুমি সব ব্যাপারে এভাবে নাক গলাবে, তাহলে তোমাকে ফোনই করতাম না,' বলল জাঁ দুবে। মৃদু হাসল সে। 'অবশ্য সাজেশনটা আমার ছিল না। মোনিকা আর গগলকে একটু উচিত শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে ছিল এস্ত্রোনালির। তুমি হঠাৎ রোমে এসে পড়ায় তোমাকেও একটু টাইট দিতে চেয়েছিল ও। তোমাদের সাথে ওর নাকি কি এক ঘাপলা আছে। সে যাক, অভিনয়টা খুব খারাপ করিনি, কি বলো? আমি যে ভয় পেয়েছি তা তোমাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম, তাই না? দৃশ্যটা সাজাতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছি, অস্বীকার করতে পারো? জ্বলন্ত সিগারেট, হুইস্কিটুকু স্পর্শ করা হয়নি।'

'কিন্তু সোয়ান দালাকে গুলি না করলেও তো চলত।'

'চলত?' ভুরু কুঁচকে উঠল জাঁ দুবের, যেন সোয়ান দালার কথা স্মরণ করতে চাইছে না সে! 'উঁহুঁ, উপায় ছিল না। গোলমাল শুরু করেছিল সে।'

'তুমিই কি ফাঁসিয়েছ গগলকে?'

'না। এস্ত্রোনালি। তবে আইডিয়াটা যে চমৎকার তা অস্বীকার করতে পারবে না। এক সময় তো আবহাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু গগল ধরা পড়ার পর এখন আবার সব প্রায় ঠাণ্ডা।'

'তোমার জন্যে নয়,' বলল রানা। 'সভেরিনাকে খুন করার অভিযোগে পুলিস খুঁজছে তোমাকে।'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না…'

দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল এস্ত্রোনালি। মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। পরমুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারাটা। 'ঢুকল কিভাবে?'

'চাবি ছিল সাথে,' জাঁ দুবে বলল। আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'চেক করো, নিশ্চয়ই পিস্তল আছে।'

রানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এস্ত্রোনালি। সার্চ করে রানার পকেট থেকে পিস্তল আর ড্রাগসের প্যাকেটটা বের করে নিল। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। প্যাকেট খুলে দেখেই হো হো করে হেসে ফেলল। তারপর জানতে চাইল, 'কোথায় রাখতে এগুলো, রানা?'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

টেবিলের সামনে থেকে রানার পিছনে এসে দাঁড়াল এস্ত্রোনালি। পিস্তল দিয়ে খোঁচা মারল শিরদাঁড়ার ওপর। 'ভেতরে ঢুকলে কিভাবে?'

'পাস-কী ছিল সুইচ বোর্ডের নিচে।'

আবার রানার পকেট হাতড়াল এস্ত্রোনালি। পাস-কী বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর। তাকাল জাঁ দুবের দিকে। 'সন্দেহ নেই, শালা মিথ্যে কথা বলছে। চাবিটা ওকে আলপেনো দিয়েছে।' পকেট থেকে একটা সোনালী সিগারেট কেস বের করল সে, বেছে নিল একটা ফিলটার টিপড সিগারেট। দু'ঠোঁটের মাঝখানে ধরল সেটা, তারপর বলল, 'আলপেনোর সাথে হিসেবটা চুকিয়ে ফেলতে হয় এবার। তোমার সাথেও আমার দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলতে চাই, রানা। মনে পড়ে, একদিন আমার গায়ে হাত তুলেছিলে তুমি?'

'বিলক্ষণ।'

'এখন? এখন কি হবে তোমার?' পিস্তলটা তুলে রানার মাথার পাশে বাড়ি মারল সে।

টলে পড়ে যাচ্ছিল রানা, কোনরকমে তাল সামলে নিল। ব্যথায় মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠছে ওর। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল, জাঁ দুবে জিজ্ঞেস করছে, 'ওকে নিয়ে কি করবে তুমি, এস্ত্রোনালি?'

'কি আবার করব! ওর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে সেই খনিটা!' এস্ত্রোনালির কণ্ঠে অদ্ভুত এক আক্রোশের সুর। 'ওখানে রেখে আসবে তুমি ওকে।'

'অসম্ভব। না!' আঁতকে উঠল জাঁ দুবে। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি ওখানে যেতে আমার ভয় করে। ছুরি চালিয়ে এখানেই তো ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যায়

'আমার কথার ওপর কথা বোলো না তো!' ধমকে উঠল এস্ত্রোনালি 'আমি চাই ও কষ্ট পেয়ে মরুক। শালা জানে না, কাকে অপমান করেছিল! পিছমোড়া করে হাত দুটো বাঁধো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জাঁ দুবে, একটু পরই ফিরে এল অ্যাডহেসিভ টেপ আর রশি নিয়ে

'কোনরকম চালাকি নয়,' রানাকে সাবধান করে দিল এস্ত্রোনালি। 'হাত দুটো পিছনে নিয়ে যাও।'

রানার দুটো কব্জী এক করে রশি দিয়ে বাঁধল জাঁ দুবে। মুখে টেপ লাগাল। তাকে সরিয়ে দিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল এস্ত্রোনালি। মুখে হিংস্র হাসি। হঠাৎ পা তুলে রানার তলপেট লক্ষ্য করে লাথি চালাল সে। পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। ছিটকে গিয়ে পড়ল চেয়ারের ওপর, চেয়ার নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেয়।

'লোকজন ছুটে আসবে তো!'

কিন্তু জাঁ দুবের কথায় কান না দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল এস্ত্রোনালি। রানার পাঁজর লক্ষ্য করে আবার পা চালাল। পিছলে তিন হাত দূরে চলে গেল রানা। ব্যথায় একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলার ভেতর থেকে।

'আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি, এস্ত্রোনালি,' বলল জাঁ দুবে 'আলপেনোর ব্যাপারে কি করবে?'

'ডেকে পাঠাও ওকে,' বলে আবারও রানাকে লক্ষ্য করে পা চালাল এস্ত্রোনালি।

ফোনের রিসিভার তুলে কথা বলল দুবে।

দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এস্ত্রোনালি। দুই মিনিট পরই টোকা পড়ল।

'এসো,' বলল জাঁ দুবে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল আলপেনো। মস্ত, চারকোনা মুখটা গম্ভীর। দুবের হাতের পিস্তলটা আড়াল করা, দেখতে পায়নি সে।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' বলল দুবে।

রানাকে দেখে চোখ দুটো বড় বড় করল আলপেনো। পেছন দিকে হাত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। দুবের ইঙ্গিতে সামনে এগোল দু'পা। 'কি ব্যাপার! কি ঘটছে এখানে?'

পিস্তলটা আড়াল থেকে বের করে আলপেনোর তলপেট লক্ষ্য করে ধরল দুবে।

'আপনি কে? এখানে কোত্থেকে এলেন?' বলল আলপেনো। 'জানেন না, পিস্তল-রিভলভার নিয়ে এখানে আসা নিষেধ?'

দরজার পাশ থেকে সরে এল এস্ত্রোনালি, নিঃশব্দে আলপেনোর পিছনে এসে দাঁড়াল। হাতের পিস্তলটা দিয়ে আলপেনোর কাঁধে টোকা মারল সে। চমকে উঠল আলপেনো।

'অনেক দিন থেকেই লক্ষ করছি, তুমি আমার সাথে বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছ, আলপেনো,' বলল এস্ত্রোনালি 'সাবধান করে দেয়ার সুযোগ দেয়া গেল না বলে দুঃখিত। রানার কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমার ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েছ ওকে, কাজেই তোমাকে আর পছন্দ হচ্ছে না আমার। সভেরিনার মত তোমাকেও যেতে হয়।'

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল আলপেনোর, মেঝেতে বসে পড়ে এস্ত্রোনালির দিকে ঘুরে তার পা ধরতে গেল সে। 'যীশুর কিরে, সিনর! আমি ওকে চাবি দিইনি।

ও মিথ্যে কথা বলছে!' প্রলাপ বকছে সে। এস্ত্রোনালির আরেক হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে আসতে দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল আলপেনো।

'চোপ শালা!' চাপা গলায় গর্জে উঠল এস্ত্রোনালি। 'তুই শালা অনেক বেশি জানিস। রটিয়েও বেড়াবি!' হঠাৎ ধাঁ করে আলপেনোর মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল সে। লম্বা হয়ে গেল আলপেনো। গোঙাচ্ছে। দুবের দিকে তাকাল এস্ত্রোনালি। 'ধরো দেখি।'

দু'জন ধরাধরি করে বাথরূমে নিয়ে গেল আলপেনোকে। দরজাটা বন্ধ করল না ওরা। মৃদু ধস্তাধস্তির আওয়াজ পেল রানা। অন্য দিকে তাকিয়ে আছে ও। এক সেকেন্ড পরই খক খক হাসি শোনা গেল। এস্ত্রোনালির পৈশাচিক হাসি। পরমুহূর্তে ঘড় ঘড় শব্দ—নিশ্চয়ই আলপেনোর মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে; দ্রুত রক্ত বেরিয়ে আসার আওয়াজ ওটা। পরমুহূর্তে পা আছড়াবার শব্দ পেল রানা।

কুৎসিত বিকৃত মুখ নিয়ে বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল এস্ত্রোনালি। পিছনে গম্ভীর দুবে। বাথরূমের ভেতর থেকে তখনও আসছে ঘড় ঘড় শব্দটা।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল এস্ত্রোনালি। অমায়িক হাসি হাসল। 'কিন্তু তাই বলে ভেব না তোমার কপালেও এত আরামের মৃত্যু আছে! তাড়াতাড়ি যাতে মরতে পারো, সেজন্যে মাথা কুটতে হবে তোমাকে।'

কেমন যেন ভয়ে ভয়ে এস্ত্রোনালির দিকে তাকিয়ে আছে জাঁ দুবে।

'রানাকে নিয়ে যাও,' দুবেকে বলল এস্ত্রোনালি।

'আমি? আমি একা?' হতভম্ব দেখাল দুবেকে।

'ওভারকোটটা চাপিয়ে নাও গায়ে,' বলল এস্ত্রোনালি। 'পিস্তলটা ঠেকিয়ে রাখবে ওর পিঠে। ইচ্ছে হলেই গুলি করে মেরে ফেলবে। এর মধ্যে আঁতকে ওঠার কি আছে?'

'কিন্তু···না। ওখানে আমি যেতে পারব না।' শিউরে উঠল দুবে। 'তুমি বললে ওকে আমি এখানেই···'

'যা বলছি করো!' মারমুখো হয়ে উঠল এস্ত্রোনালি। 'মেয়েমানুষের মত চেঁচামেচি কোরো না। ওর গাড়ি আছে নিচে, ওটা নিয়ে যাও।'

একটা ঢোক গিলল জাঁ দুবে। নড়ছে না। ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে লোকটা।

'কি হলো!' গর্জে উঠল এস্ত্রোনালি।

অগত্যা রানার বগলের নিচে হাত দিয়ে টেনে তুলল ওকে দুবে।

'আমাদের আর দেখা হবে না, রানা,' সহাস্যে বলল এস্ত্রোনালি। 'আমি হয়তো তোমাকে দেখব। কিন্তু আমাকে তুমি আর দেখতে পাবে না।' রানাকে ধাক্কা দিয়ে দুবের দিকে ঠেলে দিল সে।

রানার হাত ধরল দুবে, খানিকটা পিছনে থাকল সে। করিডরে কেউ নেই। এলিভেটরে চড়ে নেমে এল ওরা নিচে। নির্জন লবি। রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা।

প্রায় ফাঁকা রাস্তা। উল্টোদিকের ফুটপাথে দু'জন অল্পবয়েসী মেয়েকে

দেখা গেল। দু'জনেই অনর্গল কথা বলছে, এদিকে তাকালই না। মরিস ম্যারিনার পিছনের দরজা খুলল দুবে : 'ঢোকো।'

গাড়ির ভেতর ঢোকার জন্যে মাথা নিচু করল রানা। ওর মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল দুবে। সাথে-সাথে জ্ঞান হারাল রানা।

অন্ধকার গহ্বর থেকে চেতনার রাজ্যে উঠে আসছে রানার ইন্দ্রিয়গুলো। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরও আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হলো না। প্রথমেই অনুভব করল মাথায় তীব্র ব্যথা। ধীরে ধীরে চোখ মেলল ও। অনুভব করল, শক্ত কিসের ওপর পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। টর্চের আলো নড়াচড়া করছে ওর মুখে। কাতর একটা শব্দ করে উঠে বসার চেষ্টা করল ও। ওর বুকে চাপ দিয়ে ওকে আবার শুইয়ে দিল একটা হাত।

'কোন রকম নড়াচড়া না,' তাড়াতাড়ি বলল জাঁ দুবে। 'আরাম করে যাতে শুতে পারো, তার ব্যবস্থা করছি আমি।' রানার মুখে লাগানো টেপের আলগা প্রান্তটা ধরে হালকাভাবে টা·তে শুরু করল সে। তারপর হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সেটা। রানার ঠোঁটের চারদিক হুহু জ্বালা করে উঠল, ব্যথায় কাতরে উঠল ও।

আলোটা অসহ্য লাগছে রানার, কিন্তু ভীতিকর মনে হচ্ছে আলোর পিছনে কালো দেয়ালটাকে। বাতাসে কেমন যেন উৎকট গন্ধ।

'কি ঘটছে?'

'জানতে পারবে যথাসময়েই।'

কজীতে কি যেন আটকে আছে বুঝতে পেরে মাথা তুলে পিছন দিকে তাকাল রানা। লোহার একটা চেইন ওর কোমর জড়িয়ে রয়েছে, চেইনের সাথে একটা তালা, চাবি ঘুরিয়ে তালাটা বন্ধ করছে দুবে। তাকে ছাড়িয়ে গেল ওর দৃষ্টি। পাথরের দেয়ালে গিয়ে বাধা পেল। দেয়ালের নিচের দিকটা কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা। 'এটা খনি, এস্ত্রোনালি যেটার কথা বলছিল?'

'হ্যাঁ। একশো ফিট মাটির নিচে,' তালাটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল দুবে, পিছিয়ে গেল দু'পা। 'এস্ত্রোনালি কি বলল সে তো নিজের কানেই শুনেছ। তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাইনি। তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। এস্ত্রোনালি বাধা না দিলে আমি তোমার মাথায় গুলি করে কাজটা সেরে ফেলতাম। যাই হোক, কাল সে দেখতে আসবে তোমাকে।'

গা ছম ছম করে উঠল রানার। 'তার মানে?'

'তা নিজেই সবকিছু দেখতে পাবে। তবে আমি চলে যাওয়ার আগে কোন গোলমাল করার চেষ্টা করবে না, এমন কথা দিলে তোমার হাত দুটো খুলে দিতে পারি অন্তত, তাতে খানিকটা হলেও যুঝতে পারবে।'

দুবের গলায় আশ্চর্য একটা আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠল, সেটাই আতঙ্কিত করে তুলল রানাকে। 'হাত দুটো খোলা পেলে তোমাকে আমি গলা টিপে মারব!'

'বোকামি কোরো না! কি অবস্থায় পড়েছ, যদি জানতে! উপুড় হও, হাত

দুটো খুলে দিই।'

উপুড় হলো রানা। ওর পিঠের ওপর একটা ভাঁজ করা হাঁটু রাখল দুবে। কব্জী দুটো থেকে রশিটা খুলে নিল। রানা হাত বাড়িয়ে তার একটা পা ধরে ফেলার আগেই লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে সরে গেল সে। উঠে বসল রানা। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে লোহার চেইনের টান অনুভব করল কোমরে।

'আর একটু সুবিধে করে দিতে পারি,' বলল দুবে। 'একটা টর্চ রেখে যেতে পারি। এর বেশি আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'এতই যখন বিবেকের দংশন অনুভব করছ, তালাটাও খুলে দাও না কেন? কথা দিচ্ছি, আইনের হাত থেকে তোমাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব।'

'কিচ্ছু জানো না, তাই এ-কথা বলছ। কোন উপায় নেই। তোমার কপাল খারাপ।'

'ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে?'

'জানি না,' বলল দুবে। লম্বা টানেলের ভিতর দিয়ে দূরে চলে গেল তার দৃষ্টি। টর্চের আলো ফেলল নিকষ কালো অন্ধকারে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে। আলোটা কাছে সরিয়ে আনল। বলল, 'চেয়ে দেখো। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। তুমি পারছ?'

টর্চের আলোর দিকে তাকাল রানা। দেখেই মনে হলো কম্বলের একটা স্তূপের উপর পড়েছে আলোটা। কিন্তু এক সেকেন্ড পরই নিজের ভুলটা ধরতে পারল ও। কম্বল নয়, এককালে ওটা একটা লাউঞ্জ স্যুট ছিল, এখন সহস্র টুকরো হয়ে গেছে।

'ওই কাপড়ের নিচে একটা কঙ্কাল আছে,' বলল জাঁ দুবে। হালকা হুইসেলের শব্দ করে তার নাক দিয়ে বেরিয়ে এল বাতাস। 'এখানে রেখে যাওয়ার বারো ঘণ্টা পর ওর এই অবস্থা হয়েছিল। কাপড়ের টুকরো আর হাড় পেয়েছি, মাংস বা একটু চামড়া পর্যন্ত দেখিনি ফিরে এসে।'

'কে ও?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

'তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই।'

রাফায়েল আলবের্তি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, অনুমান করল রানা। 'রাফায়েল, তাই না?

'তোমার মত আর একটা গর্দভ,' বলল জাঁ দুবে। রুমাল দিয়ে ঘামে ভেজা মুখটা মুছে নিল সে। 'কিছুতে খেয়েছে তাকে।' ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল সে। পকেট থেকে আরেকটা টর্চ বের করে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'অন্তত কিছুক্ষণ এটা তোমাকে সঙ্গ দেবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। টর্চের আলো ফেলল ও দুবের মুখে। 'কিন্তু এতই যখন করছ আমার জন্যে, খানিকটা আবার বাকি রেখে যাচ্ছ কেন? আমি চেষ্টা করলে তোমাকে হয়তো বাঁচাতে পারব। নাও তালাটা খোলো...'

'দুঃখিত,' ম্লান গলায় বলল জাঁ দুবে। 'এস্ত্রোনালিকে তুমি চেনো না।

তার কথা অমান্য করার পরিণাম ভয়ঙ্কর। বিদায়! প্রার্থনা করি, তুমি যেন তাড়াতাড়ি মারা যাও।'

লম্বা টানেল ধরে চলে যাচ্ছে দুবে। ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে টর্চের আলো, এক সময় মিলিয়ে গেল। গাঢ়, ঠাণ্ডা অন্ধকার চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল রানাকে। জুলফি থেকে ঘামের একটা ধারা সড় সড় করে নেমে আসছে অনুভব করে কাঁধ তুলল ও, কাঁধ দিয়ে ঘসে মুছে ফেলল সেটাকে। টর্চ জ্বালল ও। দূরে সরে গেল অন্ধকার। কিন্তু এখনও সেটাকে ভারী, নিরেট পাথরের মত শক্ত বলে মনে হচ্ছে—যেন জ্যান্ত কোন প্রাণী, আলোর পিছনেই ওত্ পেতে অপেক্ষা করছে কিছু।

কোমরে প্যাঁচানো চেইনটা পরীক্ষা করল রানা। দমে গেল মনটা। মোটা চেইন, দশ জন লোক মিলে টানাটানি করলেও ছিঁড়বে না। তালাটা সাংঘাতিক ভারী আর মজবুত, খালি হাতে খোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চেইনটা পাথরের দেয়ালে গিয়ে উঠেছে, দেয়ালে গাঁথা একটা লোহার মোটা হুকের সঙ্গে আটকানো। কোন লা   নেই জেনেও দু'হাত দিয়ে চেইনটা ধরে, দেয়ালে একটা পা ঠেকিয়ে রেখে বারবার টানল ও।

দশ মিনিট ব্যর্থ চেষ্টার পর থামল রানা। ঘামে ভিজে গেছে ও। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। জানে, ওকে উদ্ধার করার জন্য এই খনিতে কেউ আসবে না। ও এখানে আছে তা কেউ জানলে তো! বাঁচতে হলে লোহার হুকটা দেয়াল থেকে খুলে ফেলতে হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

এ যেন জ্যান্ত পুঁতে রেখে যাওয়া হয়েছে ওকে। নিজের অজান্তে বারবার ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা কঙ্কালের ওপর।

'কিছুতে খেয়েছে তাকে।' দুবের কথাটা মনে পড়ে গেল ওর।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। তারপর পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল ও। হঠাৎ খেয়াল হলো, এভাবে টর্চ জ্বেলে রাখা উচিত হচ্ছে না। ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে তখন কি উপায় হবে?

আলো নিভিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

কিন্তু অন্ধকার চেপে বসেছে শরীরের ওপর, হাঁপিয়ে উঠল ও। টর্চ জ্বালল আবার। আরও একবার চেইনটা ধরে টানাটানি করল। কোন লাভ হলো না।

রিস্টওয়াচ দেখল ও। দমে গেল মনটা। জাঁ দুবে চলে যাওয়ার পর মাত্র আধ ঘণ্টা কেটেছে। ত্রিশ মিনিটেই যদি পাগল হওয়ার মত অবস্থা হয়, তাহলে?

টর্চটা শরীরের পাশে নামিয়ে রেখে চেইনটা ধরে আবার টানতে শুরু করল ও। এক চুল নড়ছে না দেয়ালে গাঁথা হুকটা। ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিল আবার।

এই সময় কি যেন শুনতে পেল রানা।

ঝট করে মুখ তুলে অন্ধকারের দিকে তাকাল। ভুল হয়নি, কিছু একটা শুনেছি। নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে কান পাতল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম নামছে। একটা ঢোক গিলল

রানা। শুনতে পাচ্ছে না কিছু। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে টর্চটা তুলল। লম্বা টানেলের দিকে ফেলল আলোটা। তবু আর কোন শব্দ নেই। আলো নিভিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে। এক সেকেন্ড দু'সেকেন্ড করে পুরো মিনিট পেরিয়ে গেল। এভাবে কয়েক মিনিট। তারপর হঠাৎ করে আবার সেই শব্দ!

আশ্চর্য কোমল, খসখসে একটা আওয়াজ। কি যেন নড়ছে—অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, সন্তর্পণে। পরমুহূর্তে খুট করে একটা আওয়াজ—যেন একটা নুড়ি পাথর ধাক্কা খেয়ে সরে গেল এক ইঞ্চি।

টর্চের বোতামে চাপ দিল রানা। অন্ধকার চিরে ছুটে গেল আলো। দু'সেকেন্ডের জন্যে এক জোড়া জ্বলজ্বলে কি যেন দেখতে পেল ও, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টি সীমা থেকে। কোন জানোয়ারের চোখ? পড়িমরি করে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে উঁচু হলো রানা, ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, আবার দেখার চেষ্টা করছে।

এক মিনিট পর শান্ত হয়ে বসল রানা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে। আলো জ্বেলে রেখেছে ও। চোখ দুটো যারই হোক, আলো থাকলে কাছে আসবে বলে মনে হয় না।

পরপর দুটো সিগারেট খেল রানা। দেয়ালে গাঁথা হুকটাকে কিভাবে আলগা করা যায় তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে গিয়ে দেখল, ওর মাথা ঠিকমত কাজ করছে না।

এরপর আবার সেই লাল আগুনের টুকরো দুটো দেখতে পেল ও। টর্চের আলোর ঠিক শেষ সীমানায়, আলোর নাগালের একটু বাইরে। নড়ছে না। অন্ধকারে দুটো লাল মতির মত দেখছে রানাকে।

দরদর করে ঘামছে রানা। কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না। এক সময় আবিষ্কার করল, এগিয়ে আসছে ওরা, অত্যন্ত সাবধানে, একটু একটু করে। ধীরে ধীরে একটা আকার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জ্বলজ্বলে টুকরো দুটোর সামনে, এবং নিচে সরু একটা মুখ—এখনও স্পষ্ট নয়, তবে একটু একটু যেন চেনা যাচ্ছে। পিছনে শরীরটা গোল মত, মসৃণ রেশমী একটা ভাব। এক চুল নড়ল না রানা। নিঃশ্বাস ফেলছে মুখ দিয়ে। একটা পা অসাড় হয়ে গেছে, কিন্তু খেয়াল নেই সেদিকে। হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। টর্চের আলোর মধ্যে সরে এল···আকার দেখে আঁতকে উঠল রানা, এত বড় ইঁদুর! পূর্ণ বয়স্ক একটা বিড়ালের চেয়ে ছোট হবে না। ইঁদুর-কুলে এটা বোধহয় একটা রাক্ষস। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত কমপক্ষে দু'ফুট লম্বা।

টর্চের প্রখর আলোয় বেরিয়ে এসে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আবার এগোতে শুরু করল। সাবধানে এগোচ্ছে, কিন্তু আগের চেয়ে সাহস বেড়ে গেছে তার।

হাতের কাছে সেরখানেক ওজনের একটা পাথর দেখল রানা। একটু কাছে সরল ও, ধীরে ধীরে হাত বাড়াল সেটার দিকে। থমকে স্থির হয়ে গেল ইঁদুরটা। এক ঝটকায় পাথরটা তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ইঁদুরটা। বাদামী রঙের একটা ঝলক ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

এখন পালিয়ে গেল কিন্তু আবার ফিরে আসবে ওটা, জানে রানা। নাগালের মধ্যে যত পাথর ছিল সব জড়ো করে একটা স্তূপ তৈরি করল ও। কাছেপিঠের মাটি পরীক্ষা করল, ধুলো, কাঁকর আর নুড়ি পাথরের মাঝখানে কাঠের একটা টুকরো পেয়ে হাতে নিল সেটা। কোন অস্ত্রই নয়, কিন্তু হাতে কিছু না থাকার চেয়ে তো ভাল।

কিন্তু ইঁদুর কি ওই একটাই? নাকি একাধিক?

ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা কঙ্কালের দিকে তাকাল রানা।

নিশ্চয়ই একটা ইঁদুরের পক্ষে বারো ঘণ্টায় আস্ত একটা মানুষ খেয়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি।

দশ

রিস্টওয়াচের লিউমিনাস কাঁটায় চোখ রাখল রানা। চারটে বিশ। দু'ঘণ্টার কিছু বেশি সময় কেটেছে। প্যাকেটে সতেরোটা সিগারেট ছিল, এখন আছে পাঁচটা। ব্যাটারি শেষ হয়ে এসেছে টর্চের, আলোর রং হয়ে উঠেছে কমলা। গত আধ ঘণ্টা ধরে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একবার করে জ্বেলেছে। তাতেও অবশ্য খুব বেশিক্ষণ টিকবে না ব্যাটারি।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। মাঝখানে আর একবার মাত্র আগে বাড়ার চেষ্টা করেছিল ইঁদুরটা, কিন্তু পাথর ছুঁড়লে আগের মতই আবার পালিয়ে গেছে। টর্চের আলো কমে আসছে লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বসে কান পেতে রাখছে। বাতাসে উৎকট দুর্গন্ধ, বুক ভরে শ্বাস নিতে গা ঘিন ঘিন করে। চোখ বুজে আসছে ওর। এভাবে মিনিট দশেক কাটার পর একটু তন্দ্রামত এল চোখে। এই সময় কি যেন অনুভব করে চমকে উঠল রানা। ওর পা ছুঁয়ে এগিয়ে আসছে কি একটা!

ছোঁ মেরে টর্চটা তুলে নিয়ে বোতামে চাপ দিল রানা। বাঁ হাতে ধরে ফেলেছে কাঠের টুকরোটা। মেলে দেয়া হাঁটুর কাছে ইঁদুরটাকে দেখতে পেল ও, জ্বলজ্বলে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। টর্চের হলদেটে আলো পড়তেই লাফ দিয়ে সরে গেল।

হাঁপাচ্ছে রানা। দেয়ালে পিঠ দিয়ে নেতিয়ে পড়ল ও। ঠিক তখনই দুর্বল আলোর বাইরে পনেরো বিশ জোড়া লাল চোখ দেখতে পেল ও। এক জোড়ার কাছ থেকে আরেক জোড়া এক ফুট দূরে, একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঘিরে রেখেছে ওকে। তর তর করে এগিয়ে এল একটা, তার দেখাদেখি আরেকটা।

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা অনুভব করল রানা। দর দর করে ঘামছে। বেসুরো গলায় চিৎকার করে উঠল, 'যা! যা!' উত্তরে ইঁদুর দুটো আরও খানিক

এগিয়ে এল রানার দিকে।

'সরে যা!' পাথর ছুঁড়ে মারল রানা।

'রানা!'

চমকে উঠল ও। সত্যি কি কেউ ওর নাম ধরে ডাকল? নাকি···দূর, তা কি করে হয়! কেউ জানে না কোথায় সে আছে। মনের ভুল।

'রানা! তুমি কোথায়?'

ভুল নয়! সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'এখানে! মোনিকা, টানেলের নিচে!'

কয়েক মুহূর্তের জন্য ইঁদুরগুলোর কথা মনেই থাকল না রানার।

হঠাৎ বুকের ওপর নরম, ভারী কিসের যেন চাপ অনুভব করল ও। একটা ইঁদুর। রোমশ এক বোটকা গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। মাথায় আগুন ধরে গেল ওর। মসৃণ, পিচ্ছিল শরীরটা দু'হাত দিয়ে ধরে গলা থেকে টেনে নামাল। হাতের মধ্যে মোচড় খাচ্ছে, ধারাল দাঁত বসিয়ে দিল কব্জীতে। পশমের ভেতর রানার আঙুলগুলো দেবে গেল, চিঁ-চিঁ করে উঠল ইঁদুরটা। কব্জী থেকে বেরিয়ে এল দাঁত। আবার কামড় বসাবার আগে আঙুলের চাপ আরও বাড়িয়ে ওটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিল রানা। শিউরে উঠে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও।

'রানা!'

'এদিকে!'

টানেলের দূর প্রান্তে ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখতে পেল রানা। ক্রমশ বড় হচ্ছে আলোটা। সোজা ছুটে আসছে ওর দিকে। 'আমি আসছি!' কানে যেন মধু বর্ষণ করল মোনিকার কণ্ঠস্বর।

'সাবধান!' বলল রানা। 'ইঁদুর আছে!'

এক মিনিট পর রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মোনিকা। দ্রুত হাতে রানার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেখে নিল। হাসতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ঠোঁট দুটো তেমন প্রসারিত হলো না। 'কিভাবে ঢুকলে তুমি এখানে? জানলে কিভাবে আমি এখানে আছি?'

'পরে শুনো,' হাঁপাচ্ছে মোনিকা। 'কোথাও আঘাত পেয়েছ তুমি?'

হাত তুলে কব্জীটা দেখাল রানা। এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। 'ইঁদুর কামড়ে দিয়েছে।'

'ইঁদুর!' সাদা সিল্কের স্কার্ফ খুলে রানার কব্জীতে সেটা বেঁধে দিল মোনিকা।

'হ্যাঁ। পেছনে তাকাও।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঝট করে পিছনে তাকাল মোনিকা। টর্চের আলো পড়ল মরা ইঁদুরটার গায়ে। 'মাগো!' শিউরে উঠল মোনিকা। 'ইঁদুর, না বিড়াল! এই রকম আরও আছে নাকি?'

'দু'একটা,' বলল রানা। 'এ ব্যাটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।'

কাঁধের ওপর দিয়ে আরেকবার পিছন ফিরে তাকাল মোনিকা। 'চলো, পালাই তাড়াতাড়ি!'

'কোমরে তালা, দেখতে পাচ্ছ না?'

টর্চের আলো ফেলে চেইনটা দেখল মোনিকা। 'আমার কাছে পিস্তল আছে। গুলি করে ছেঁড়া যাবে?' রানার হাতে একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ ধরিয়ে দিল সে।

'সরে যাও,' বলল রানা। 'যে-কোন্ দিকে ছিটকে যেতে পারে বুলেট।' চেইনটাকে ছেঁড়ার জন্যে তিনটে গুলি করতে হলো। বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলল মোনিকা। 'রক্ত চলাচল শুরু হলেই হাঁটতে পারব,' মোনিকাকে আশ্বস্ত করল ও। আবার জানতে চাইল, 'আমি এখানে আছি তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'একটা মেয়ে ফোন করেছিল। নিজের পরিচয় দিল না। বলল, সিনর রানাকে যদি বাঁচাতে চান, এখুনি চিসিলিয়া মাইনে চলে যান। বলেই রিসিভার রেখে দিল। তাড়াতাড়ি একটা পিস্তল আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। মলিনারিকে জানানো উচিত ছিল, কিন্তু কথাটা তখন মনে পড়েনি।'

'ঢুকলে কিভাবে?'

'ঢুকতে অসুবিধে হয়নি,' বলল মোনিকা। 'কিন্তু ঢোকার পর দু'ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। এটা একটা গোলকধাঁধা, রানা। তোমার চিৎকার না শুনলে আমাকেই চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে হত। প্রত্যেকটা টানেল একই রকম দেখতে...' হঠাৎ শিউরে উঠে রানার গায়ের সাথে সেঁটে এল মোনিকা। 'কি ওটা?' কাপড়ে ঢাকা কঙ্কালের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে সে।

'রাফায়েল আলবের্তি,' বলল রানা। এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলোয় কঙ্কালটা পরীক্ষা করল ও। মাথার খুলির চামড়া পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে ইঁদুরগুলো। কপালের মাঝখানে গোল একটা গর্ত দেখল রানা। 'তার মানে, গুলি করেছে ওরা। কেন?' কাপড়-চোপড়ের মাঝখানে চামড়ার একটা ওয়ালেট পেল ও। ভেতরে রয়েছে গাড়ির লাইসেন্স, রাফায়েল আলবের্তির নামে। হাজার লিরার ছয়টা নোট, আর একটা ছবিও পাওয়া গেল। ছবিটা দেখেই চিনল রানা। সিনোরা আলবের্তি। উঠে দাঁড়াল সিধে হয়ে। বলল, 'মলিনারিকে নিয়ে আসতে হবে এখানে।'

টানেল ধরে দ্রুত এগোল ওরা। রানার টর্চের আলো কমে এসেছে, সেটাই জ্বালছে ওরা। মোনিকার টর্চটা পরে কাজ দেবে। টানেলের মাঝামাঝি এসে বাঁ দিকে আরেকটা টানেল দেখল ওরা। রানার মনে আছে, ওদিকেই গেছে দুবে।

বাঁক নিয়ে একশো গজের মত এগোল ওরা। শেষ মাথায় আরেকটা টানেল। ডান ও বাঁ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। 'এখন কোন্ দিকে?'

'টস করো,' বলল রানা। 'আমিও জানি না কোন্ দিকে যেতে হবে।'

'ডান দিকে চলো,' বলল মোনিকা।

মেনে নিল রানা। খানিক দূর যাওয়ার পর অনুভব করল নিচের দিকে

নামছে ওরা। 'উঁহুঁ,' বলল ও। 'ওপর দিকে উঠতে হবে আমাদের। ফের, বাঁ দিকের পথটা ধরতে হবে।'

তেমাথায় ফিরে এসে বাঁ দিকের টানেল ধরে এগোল ওরা। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর নিরেট পাথরের দেয়ালের সামনে এসে থামল।

'এর মানে?' ঢোক গিলল মোনিকা।

'উত্তেজিত হয়ো না,' মোনিকার আতঙ্ক লক্ষ করে মনে মনে উদ্বেগ বোধ করল রানা। 'বোধ হয় ডান দিকের টানেলটা প্রথমে নিচের দিকে খানিকটা নেমে আবার ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। চলো, আবার চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'তুমি স্বীকার করছ না, কিন্তু আমরা বোধ হয় হারিয়ে গেছি, তাই না, রানা?'

হেসে উঠল রানা। মোনিকার একটা হাত ধরল ও। বলল, 'আরে না!'

ডান দিকের টানেলে ফিরে এসে আবার নামছে ওরা। এর আগে যে-জায়গা পর্যন্ত এসেছিল ওরা সেটাকে ছাড়িয়ে এল। এদিকে প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে টানেলটা। হঠাৎ রানার হাতের টর্চটা নিভে গেল। 'ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। তোমারটা জ্বালো।'

জ্বালল না মোনিকা, রানার হাতে ধরিয়ে দিল নিজের টর্চটা। মোনিকার হাত কাঁপছে, অনুভব করল রানা। যতই নামছে ওরা, বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। উৎকট গন্ধটা অসহ্য লাগছে এখন।

'আমার টর্চের ব্যাটারিও শেষ হয়ে যাবে,' ফিসফিস করে বলল মোনিকা। 'তাড়াতাড়ি যদি বেরোতে না পারি…'

টানেলের সিলিংটা নিচু হয়ে এসেছে এদিকে। মাথা নিচু করে হাঁটছে ওরা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মোনিকা। 'বেরোবার রাস্তা নয় এটা। আমি জানি! চলো, ফিরে যাই।'

'বোধ হয় এটাই,' বলল রানা। 'প্রথম টানেল ধরে এগোবার সময় বাঁদিকে বাঁক নিয়েছিল দুবে। আমরাও তাই নিয়েছি। আমার ভুল হতে পারে না। এসো, আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক।'

'রানা, আমার ভয় করছে!' রানার কাছ থেকে হঠাৎ একটু সরে গেল মোনিকা। 'দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। শ্বাস টানতে পারছি না!'

শ্বাস নিতে রানাও কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু এত দূর এসে শেষটা না দেখে এই টানেল থেকে ফিরে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে। 'আর একশো গজ,' বলল ও। 'তারপরও যদি কোন সম্ভাবনা না দেখি, ফিরে যাব। ঠিক আছে?' এগিয়ে গিয়ে আবার মোনিকার হাত ধরল ও।

পঞ্চাশ গজ এগিয়ে আরেকটা মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। আলোচনা করার কিছু নেই, তবু দু'জন একমত হয়ে ডান দিকের টানেলটাই বেছে নিল ওরা। ঠিক হলো, এটা যদি নিচের দিকে নেমে গিয়ে থাকে, ফিরে এসে বাঁ দিকের টানেল ধরে এগোবে।

কতক্ষণ ধরে হাঁটছে ওরা, খেয়াল নেই। প্রত্যেকটা নতুন টানেল আগেরটার মত দেখতে। পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছে রানার। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে মোনিকা। মাঝে মধ্যেই রানার গায়ে ঠেস দিয়ে তাল সামলাচ্ছে সে।

তবে আশার কথা এইটুকু যে টানেলটা নিচের দিকে নেমে যায়নি। ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে ওরা।

হাঁটার গতি কমছে ওদের। একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল মোনিকা। নিস্তেজ গলায় বলল, 'পারছি না। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার। আমি আর হাঁটতে পারব না, রানা।'

হাত ছেড়ে মোনিকার কোমর জড়িয়ে ধরল রানা। এক রকম টেনে নিয়ে চলল তাকে। টানেলের সিলিং আরও নিচু হচ্ছে। মাথা নিচু করে থাকার পরও পিঠে ঠেকছে পাথরের উঁচু-নিচু গা।

'চলো ফিরে যাই, রানা।' আ..র দাঁড়িয়ে পড়ল মোনিকা।

হাঁপিয়ে উঠেছে রানাও, একটু দম নেয়ার জন্যে সে-ও থামল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসে পড়ল মোনিকা। বুক ভরে শ্বাস নিল। 'রানা!' মুখ তুলে বলল সে। 'বসে দেখো, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে না!'

বসে পড়ল রানা। ঠিকই বলেছে মোনিকা। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস কষ্ট দূর হয়ে গেল ওদের। টানেলের মেঝের দিকে বাতাসের প্রবাহ বেশি, তেমন ভারীও নয়।

'এখান থেকে আমরা বেরুতে পারব, রানা?'

'কেন পারব না!' বলল রানা। 'বেরুবার রাস্তা যখন আছে, সেটা আমরা ঠিকই খুঁজে পাব।'

'কিন্তু তার আগেই যদি টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়?'

'যাবে,' ঠাট্টার সুরে বলল রানা। 'তখন না হয় চোখ জ্বালব।' মনে মনে জানে, আলো না থাকলে এখান থেকে বেরুনো অসম্ভব। কিন্তু মোনিকার আতঙ্ক বাড়াতে চাইছে না ও।

ক্রল করে এগোতে শুরু করল ওরা। কিন্তু এরই মধ্যে রানা বুঝে ফেলেছে জাঁ দুবে এই পথে মাইন থেকে বেরিয়ে যায়নি। কোথাও বাঁক নিতে ভুল হয়েছে ওদের। হঠাৎ রানার কাঁধ খামচে ধরল মোনিকা। 'ও কিসের শব্দ!'

ভুরু কুঁচকে শোনার চেষ্টা করল রানা। খনির মধ্যে কোথাও, কাছে নাকি দূরে ঠিক বুঝতে পারছে না ও, বৃষ্টিপাতের মত হালকা একটা আওয়াজ হচ্ছে। শুকনো পাতায় ঝির ঝির বৃষ্টি পড়লে এই রকম শব্দ শোনা যায়।

'কি বলো তো?' ফিসফিস করে কথা বলছে মোনিকা।

'বুঝতে পারছি না।'

'বৃষ্টির মত শোনাচ্ছে।'

'তা কি করে হয়! চুপ করো!'

অনড় বসে আছে ওরা। শুনছে।

ঝির ঝির শব্দটা এখন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। হাজার হাজার নুড়ি

পাথরের ওপর হাজার হাজার খুদে পা পড়ার আওয়াজ। এই শব্দ আগেও শুনেছে রানা। তবে এটা চারটে বা চারশোটা পায়ের নয়, হাজার হাজার পায়ের আওয়াজ।

ওদের দিকে ধাওয়া করে আসছে ইঁদুরের দল।

খপ্ করে মোনিকার একটা হাত ধরে লাফ দিয়ে উঠল রানা। 'ইঁদুর! কিন্তু ভয় পেয়ো না! দৌড়াও!'

মাথা নিচু করে ছুটল ওরা। পিছনের ঝির ঝির আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে। এবড়োখেবড়ো দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে ওরা, পাথরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ছে বারবার, সিলিংয়ে ঠুকে যাচ্ছে মাথা, কিন্তু একবারও মুহূর্তের জন্যে থামছে না ওরা। টানেলের সিলিং আগের চেয়ে উঁচু এদিকে, ক্রমশ আরও উঁচু হয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল ওরা।

টানেলের যেন শেষ-সীমা নেই। কতক্ষণ ধরে ছুটছে ওরা বলতে পারবে না। রানার শরীরের সাথে লেপ্টে যাচ্ছে বারবার মোনিকা। ফোঁপাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'আমি আর পারব না। প্লীজ, রানা, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'শান্ত হও!' ধমকের সুরে বলল রানা। 'পারতেই হবে তোমাকে!' মোনিকার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও।

হ্যাঁচকা টানে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল মোনিকা, ধরে ফেলল রানা। দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ঠিক আছে, একটু বিশ্রাম নাও,' বলল রানা। মোনিকার কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল ও।

আওয়াজটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু রানা জানে, খানিকক্ষণের জন্যে পিছিয়ে পড়লেও আবার এগিয়ে আসবে ইঁদুরগুলো।

দু'মিনিট পর পর আবার শোনা গেল সেই ঝির ঝির শব্দ।

এবার আর বলতে হলো না, রানার হাত ধরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মোনিকা। আবার ছুটতে শুরু করল ওরা।

তিন মিনিট পর একটা তেমাথায় এসে পৌঁছুল ওরা। কিছু না ভেবেই ডান দিকে বাঁক নিল রানা। খানিক দূর যাওয়ার পরই দেখল, টানেলটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। টর্চের আলোয় সামনে দেখা গেল একটা ফাটল। খিলানের মত আকৃতি।

ভেতরে ঢুকল ওরা। টর্চের আলো ফেলে গহ্বরটা দেখল রানা। চারকোনা একটা গুহা।

'রানা!' প্রায় কেঁদে ফেলল মোনিকা। 'বেরুবার কোন পথ নেই!'

টর্চের আলোয় কাঠের অনেক বাক্স দেখা গেল। হাত দুয়েক লম্বা, হাত খানেক চওড়া, দেড় হাত উঁচু। এগিয়ে গিয়ে একটা বাক্স তুলল রানা। বেশ ভারী।

'রানা!'

বাইরের টানেলে তখন ঝিরঝির আওয়াজটা প্রায় গর্জনের মত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে রানার, উন্মাদের মত দেখাচ্ছে

ওকে। 'কুইক! ফাটলটা বন্ধ করো!' দু'হাত দিয়ে একটা বাক্স ধরে মোনিকার পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। তুলে নিল সেটা মোনিকা। ফাটলের মুখে বসিয়ে ফিরে তাকাল রানার দিকে। আরেকটা বাক্স ছুঁড়ে দিল রানা।

এরপর রানার জন্যে অপেক্ষা করল না মোনিকা। রানাও ছুঁড়ে না দিয়ে বাক্স নিয়ে ছুটে আসছে ফাটলের কাছে। একটার ওপর একটা বাক্স চাপিয়ে ফিরে আসছে ওরা, দু'জন দুটো নিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে ফাটলের মুখের কাছে। যন্ত্রের মত, কোন বিরতি না নিয়ে ছুটোছুটি করে বাক্সের ওপর বাক্স সাজিয়ে ফাটলের অর্ধেকটা বন্ধ করে ফেলল ওরা। এই সময় নাকে এল সেই রোমশ বোটকা গন্ধটা।

দুটো বাক্স আঁকড়ে ধরল রানা, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল ফাটলের কাছে। একটা একটা করে তুলল ওপরে। চার ফুট উঁচু হয়েছে দেয়ালটা। মোনিকা আরও বাক্সের জন্যে ফিরে যেতেই টর্চের আলো ফেলে টানেলের বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। আরেকটু হলে হাত থেকে পড়ে যেত টর্চটা। বাদামী পশম মোড়া অসংখ্য শরীরে ঢাকা পড়ে গেছে টানেলের মেঝে। কাঁকরে লেজের বাড়ি লেগে অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, সেই সাথে চিঁ-চিঁ ডাক ছাড়ছে সবগুলো এক যোগে। থেমে নেই ওরা, চরম ব্যস্ততার সাথে এগোবার জন্যে একজন আরেক জনের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। এক ঝটকায় পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে পরপর দুটো গুলি করল রানা। বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজটা টানেল ধরে ছুটে গেল, তারপর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে শুরু করল।

রোমহর্ষক বাদামী কার্পেটে একটা ফাটল দেখা গেল, কিন্তু ইঁদুরগুলোর পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। পিছনে ভিড় করে আছে হাজার হাজার, যতদূর টর্চের আলো যায়। বুলেট দুটো তিনটে ইঁদুরকে ধরাশায়ী করল। চোখের পলকে ঢাকা পড়ে গেল লাশ দুটো। বাতাসে রক্ত হিম করা চিঁ-চিঁ ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

মোনিকার রেখে যাওয়া বাক্সগুলো তুলে নিয়ে দেয়ালের ওপর চাপাল রানা। আর একটা বাক্স চাপালেই দেয়ালটা সম্পূর্ণ হবে। ঠিক এই সময় ওপরের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা ইঁদুর, থপাস করে পড়ল মোনিকার ঘাড়ের ওপর।

তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছেড়ে দড়াম করে পড়ে গেল সে। দু'হাত দিয়ে সে ধরে ফেলেছে ইঁদুরটাকে, কিন্তু হাত থেকে ফেলে দিতে পারছে না।

ছুটে এল রানা। মোনিকার হাত কামড়ে ধরেছে ইঁদুরটা, সেটার মাথা লক্ষ্য করে পিস্তলটা উল্টো করে ধরল রানা। কিন্তু রানা আঘাত করার আগেই ইঁদুরটা মোনিকার হাত থেকে দাঁত তুলে নিয়ে লাফ দিল তার গলার দিকে।

বাঁ হাত বাড়িয়ে ইঁদুরের ঘাড় চেপে ধরল রানা, ছাড়িয়ে আনল মোনিকার গলা থেকে। ওর হাতে দাঁত বসাবার আগেই সেটাকে মেঝেতে আছাড় মারল ও। ছটফট করছে মেঝেতে, এই সময় পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথাটা থেঁতলে

দিল। লেজ ধরে ওপরে তুলল সেটাকে, দেয়ালের ফাঁকটা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপাশে।

উঠে দাঁড়িয়েছে মোনিকা। আঘাতটা কি রকম পরীক্ষা করার সময় নেই, দু'জনের কারও। একটা বাক্স চাপিয়ে দেয়ালের ফাঁকটা বন্ধ করে দিল ওরা। 'আরেক সারি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই সদ্য তৈরি দেয়ালটা টলতে শুরু করল। টানেলের ওদিক থেকে বাক্স বেয়ে উঠতে শুরু করেছে কিছু ইঁদুর, দাঁত দিয়ে কাঠ কাটার আওয়াজ পাচ্ছে ওরা।

'আরও দু'সারি দেয়াল দরকার,' বলল মোনিকা। 'তা না হলে...'

ওর কথা শেষ হলো না, দেয়ালের মাথা থেকে দুটো বাক্স দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেয়। পর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো বাক্স তুলে নিল ওরা। ফাঁকটা বন্ধ করেও থামল না কেউ, দ্বিতীয় দেয়াল তোলার জন্যে বাক্স সাজাতে শুরু করল।

দশ মিনিট পর এই প্রথম হাঁফ ছাড়ল ওরা। মেঝের ওপর বসে মোনিকার ঘাড়ে রুমাল জড়িয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল রানা। টানেলের ভেতর প্রচণ্ড শোরগোল তুলছে ইঁদুরগুলো। হপ্তাখানেকের আগে জায়গা ছেড়ে নড়বে বলে মনে হয় না, অনুমান করল রানা। আরও দুটো নতুন দেয়াল তৈরি করার মত বাক্স আছে গুহার ভেতর, কিন্তু ওরা যদি কাঠ কাটতে শুরু করে, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ না করে উপায় থাকবে না।

'ওরা যদি চলেও যায়,' নিচু গলায় বলল মোনিকা, 'এখান থেকে বেরুতে পারছি না আমরা, রানা। এদিকে টর্চের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। গুহার দেয়ালগুলো পরীক্ষা করল। কোথাও কোন ফাটল পর্যন্ত নেই। টর্চের আলো শেষ পর্যন্ত গুহার মাঝখানে, বাক্সগুলোর ওপর এসে থামল। 'এসো, দেখা যাক কি আছে এগুলোর ভেতর।'

বাক্সের ভেতর থেকে বেরুল ড্রাগসের প্যাকেট। 'তারমানে, এস্ত্রোনালির গুদাম এটা!'

'নিশ্চয়ই এগুলো সে টানেলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে এখানে জমা করে রাখেনি!' বলল রানা।

এবার মেঝেটা পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। কিন্তু রানা নয়, ট্র্যাপ-ডোরটা খুঁজে পেল মোনিকা। ঢাকনিটা খালি চোখে দেখা যায় না তবে ঢাকনির একপ্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্তটা চুল পরিমাণ উঁচু হয়ে ওঠে, তখন দেখা যায়।

ঢাকনি সরিয়ে নিচে টর্চের আলো ফেলল রানা। মসৃণ পাথরের ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে। নামতে শুরু করল রানা। পিছনে মোনিকা। শেষ ধাপ মিশেছে একটা টানেলে। টানেলের শেষ মাথায় সোনালী রোদের আভাস।

টানেলের মুখে এসে দাঁড়াল ওরা। অনেক নিচে দেখা গেল বালিয়াড়ি আর ঘন ঝোপ-ঝাড়, কোথাও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানো গাছপালা। টানেলের এই মুখটা একটা পাহাড়ের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সরু একটা আঁকাবাঁকা পথ নেমে গেছে

নিচের দিকে।

হঠাৎ অনেক নিচে ট্রাক দুটো দেখতে পেল রানা ঝোপের আড়ালে অর্ধেকটা লুকিয়ে রয়েছে। দশ বারোজন লোক দেখা গেল। ওপর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওদের দিকেই। দ্রুত পিছিয়ে এল রানা, কিন্তু ততক্ষণে চিৎকার ছেড়ে ওদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে লোকগুলো।

এগারো

'তোমাকে ওরা দেখতে পায়নি,' দ্রুত বলল রানা। 'বাইরে বেরিয়ে ওদের আমি অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাব। যখন বুঝতে পারবে ধরা পড়ার ভয় নেই, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তুমি। সম্ভব হলে ওদের একটা ট্রাক হাইজ্যাক করবে। কোথাও থেকে টেলিফোন করে খবর দেবে মলিনারিকে। বলবে এস্ত্রোনালির গুদামের খোঁজ পেয়েছি আমরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে এখানে নিয়ে আসবে তুমি।'

রানার মাথাটা দু'হাতে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল মোনিকা। আলতো করে চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

রোদে বেরিয়ে এসে পায়ে চলা সরু পথটা ধরে তীর বেগে নামতে শুরু করল রানা। আঁকাবাঁকা পথটা ধরে উঠে আসছে এস্ত্রোনালির লোকেরাও। কিন্তু পথটা প্রায় খাড়া বলে উঠতে প্রচুর সময় লাগছে তাদের। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ নিচে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে পথটা। একটা পথ সোজা নেমে গেছে ট্রাক দুটোর কাছে, অন্যটা সামান্য নিচে নেমে গিয়ে তেরছা হয়ে আবার উঠে গেছে পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে! রানার অনুমান, পাহাড়ের ওই পারে যাওয়ার রাস্তা ওটা।

তেমাথার কাছে গিয়ে দ্বিতীয় পথটা ধরল রানা। এস্ত্রোনালির লোকেরা এখনও অনেক নিচে। কিন্তু ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রৈ রৈ করে উঠল তারা। হঠাৎ সমস্ত শোরগোল চাপা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটল। অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ। থামল না রানা, মাথা নিচু করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। একটু পরই পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল পিছনের লোকগুলো।

পাহাড়টা আধপাক ঘুরে এসে থমকে দাঁড়াল রানা। পথটা নেমে গেছে ঢাল বেয়ে। ফাঁকা একটা জায়গা দেখা গেল নিচের দিকে, উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি, তারপর ঘন জঙ্গল। পিছন থেকে শোরগোলের শব্দ এখনও আসছে, কিন্তু রানার মনে হলো আওয়াজটা এগোচ্ছে না। ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ও।

নিচে নেমে এসে পিছন ফিরে তাকাল রানা। কোন শব্দ নেই। দেখাও যাচ্ছে না কাউকে। ওকে ধরতে পারবে না বুঝতে পেরে ওরা বোধ হয় ফিরে গেছে, অনুমান করল ও।

ধীরে সুস্থে হাঁটছে রানা জঙ্গলের দিকে। গা ঢাকা দিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে ও। ঘণ্টাখানেক পর ট্রাকগুলোর কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে আবার। ততক্ষণে বোধ হয় পৌঁছে যাবে মলিনারি। অবশ্য মোনিকা যদি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে তবেই।

জঙ্গলটা বিশ গজ দূরে, এই সময় চমকে উঠল রানা। গাছের আড়াল থেকে প্রথমে একসাথে বেরিয়ে এল ছয়টা রাইফেল। তারপর বেরুল রাইফেলের পিছনের লোকগুলো। রানার বুকের দিকে তাক করা প্রতিটি রাইফেল।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করছে ও। আগেই ভাবা উচিত ছিল ওর, এস্ত্রোনালির লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে।

দশাসই আকৃতির এক লোক এগিয়ে এল। 'কে তুমি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল সে। 'আগে তো এদিকে কোথাও কখনও দেখিনি।'

'মাসুদ রানা।'

পিছন থেকে একজন লোক বলল, 'এর কথাই বলছিলেন সিনোরা?'

'সিনোরা?'

'ও, তুমিই সেই লোক?' একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল প্রকাণ্ডদেহীর চেহারায়। 'এস্ত্রোনালির পিছনে লেগেছ?'

'এস্ত্রোনালি বুঝি তাই বুঝিয়েছে তোমাদের?'

'ভুল করছ তুমি, সিনর,' হেসে উঠল প্রকাণ্ডদেহী। 'আমরা অন্য আরেক দল।' পিছন দিকে তাকাল সে। 'ওটিলিও?'

পিছনের একটা লোক প্রকাণ্ডদেহীর পাশে চলে এল।

'ওদের নিয়ে কাজটা শেষ করো তুমি,' বলল প্রকাণ্ডদেহী। 'রানাকে আমি কেবিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু ফেরারী...তুমি না থাকলে...'

'যা বলছি করো,' ফেরারী বাধা দিয়ে বলল, 'তর্ক কোরো না।' রানার দিকে ফিরল সে। 'চলো।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোল রানা। পিছনে ফেরারী। মাঝে মধ্যে দিক নির্দেশ করছে সে। আধ মাইলটাক এগিয়ে সরু একটা পায়ে চলা পথের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। সামনে একটা পাথরের টিলা। ওপরে উঠে তারপর ঢাল বেয়ে নামার সময় পাথরের তৈরি কেবিনটা দেখতে পেল রানা। দূর থেকে দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত, কিন্তু কাছে যেতেই ধারণাটা পাল্টে গেল। কেবিনের সামনে পানি ভরা বালতি, প্রচুর দড়ি-দড়া, কোদাল ইত্যাদি দেখল ও। কেবিনের সামনে থামতেই খুলে গেল দরজা। কামরার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। হাত দুটো পিছনে লুকানো। দেখেই চিনল রানা। মেরী ভার্না।

'আসুন, সিনর রানা,' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলল মেরী। 'আমাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?' পিছন থেকে সামনে আনল সে

স্টেনগানটা। তারপর পিছিয়ে গিয়ে ঢোকার পথ করে দিল ওদের।

ভেতরে ঢুকল রানা। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল ওকে মেরী। তারপর হাত দশেক পিছিয়ে গিয়ে নিজেও একটা চেয়ারে বসল। রাইফেলটা রানার দিকে তাক করে ধরে আছে। বলল, 'কোন রকম চালাকি নয়, সিনর রানা। শুধু চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আপনার আর কোন কাজ নেই। ফেরারী!'

'সিনোরা?'

'তুমি যাও,' বলল মেরী। 'কি বলেছি মনে আছে?'

'আছে, সিনোরা।'

'তাড়াতাড়ি করো!'

তবু নড়ছে না ফেরারী।

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল মেরী। বলল, 'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। সিনর রানাকে আমি সামলাতে পারব। আর শোনো, সিনর রানার সঙ্গিনী বোধ হয় ধরা পড়েছে স্ত্রোনালির লোকের হাতে। ধরা পড়লেই ভাল, তা না হলে এতক্ষণে পুলিসে খবর চলে গেছে। দেখো, পুলিসকে যেন এখানে ডেকে এনো না।'

চলে গেল ফেরারী।

খনির কাছে ফিরে যেতে বেশ সময় লাগবে ওর, ভাবল রানা। ততক্ষণে মলিনারির এসে পড়ার কথা। অবশ্য, মোনিকা যদি ট্রাক নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে। মেরীর দিকে তাকিয়ে দূরত্বটা হিসেব করল ও। লাফ দিয়ে পড়লে কি ঘটবে? উঁহুঁ, নাগাল পাওয়ার আগেই গুলি করবে ও।

'তা কেমন আছ?' বলল রানা। 'আমি যে খনিতে আছি এ-খবর বোধহয় তুমিই দিয়েছ মোনিকাকে?'

'হ্যাঁ। তবে কারণটা জিজ্ঞেস করবেন না।'

'এসবের মধ্যে তোমার ভূমিকাটা কি?'

তিক্ত হাসি ফুটল মেরীর ঠোঁটের কোণে। 'অনুমান করতে পারেননি? আমি জাঁ দুবের স্ত্রী।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'দুবের স্ত্রী?'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে বলল মেরী। 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?'

'কিন্তু সে তো পাপিয়া ক্যালিয়ারিকে বিয়ে করেছে।'

'করেছে। কিন্তু তার আগে আমাকে বিয়ে করেছে।'

'কিন্তু ইতালিতে দ্বিতীয় বিয়ে বেআইনী, প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে…'

'আইনটা পাপিয়ারও জানা আছে। কিন্তু দুবে যখন তাকে বিয়ে করে তখন সে আমার কথা জানত না। এখন জানে।'

'তুমি বলেছ তাকে?'

'না,' বলল মেরী। 'আমি তার বাবাকে বলেছি।'

'বীচ হোটেলে সেজন্যেই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি?'

‘আপনি জেনে ফেলেছেন?’ একটু অবাক দেখাল মেরীকে। ‘হ্যাঁ, তখনই তাকে আমি ব্যাপারটা জানাই। টাকার দরকার ছিল আমার, সাথে একটা কানাকড়িও ছিল না। উচ্চবাচ্য না করার শর্তে পাঁচ হাজার ডলার দেন আমাকে।’

‘এত তাড়াহুড়ো কোরো না,’ বলল রানা। ‘বলছই যখন প্রথম থেকে শুরু করলে ক্ষতি কি? কবে তোমার বিয়ে হয়?’

‘দুবেকে আমি বিয়ে করি বছর চারেক আগে। ওর সাথে আমার প্যারিসে দেখা হয়, সাথে সাথে প্রেমে পড়ে যাই। দু'হপ্তা পর বিয়ে করি। আমার জীবনের মস্ত ভুল এই বিয়েটা। বিয়ের পর জানতে পারি, ও ড্রাগ স্মাগলার। শুধু তাই নয়, মদ, মেয়ে আর জুয়া ওর নিত্য সঙ্গী। ভালবাসা, সুখ এসব আমি পাইনি ওর কাছ থেকে। ওর চেয়ে বরং ওর কর্মচারীরা বেশি ভালবাসে আমাকে। ফেরারী তার ওই কর্মচারীদেরই একজন। যাই হোক, এই কিছুদিন আগে প্যারিসে পাপিয়ার সাথে পরিচয় হয় দুবের। বেশ ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হয় ওদের। ফেরারী আমাকে সব জানিয়েছে। কিন্তু আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি। অমন কত মেয়ের সাথেই তো মেলামেশা করে, এ-ও সে রকম একটা কিছু হবে। এরপর হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল দুবে। দু'একহপ্তার জন্যে প্রায়ই সে গায়েব হয়ে যেত, তখন আমরাই চালাতাম তার ব্যবসা। এবারও তাই চালাতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ফেরারী সামলাতে পারল না। আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিল পুলিস আমাদের। কাজেই পালাতে হলো। ফ্রান্স ছেড়ে চলে এলাম ইতালি। এখানে এসে শুনলাম দুবে বিয়ে করেছে পাপিয়া ক্যালিয়ারিকে। শুনেই ছুটে গেলাম এস্ত্রোনালির কাছে। এস্ত্রোনালিকে চেনেন তো?’

‘চিনি।’

‘এস্ত্রোনালি আমাকে বোঝাল, পাপিয়ার অনেক টাকা, সেগুলো হাতাবার জন্যেই দুবে তাকে বিয়ে করেছে। টাকাগুলো হাতে এলেই আমার কাছে ফিরে আসবে দুবে। আমাকে সহযোগিতা করতে বলল। বলল, আমি যেন দুবে আর পাপিয়ার কাছ থেকে কিছু দিনের জন্যে দূরে সরে থাকি। ওর কথা আমি বিশ্বাস করলাম। উঠেছিলাম গোল্ডেন হোটেলে, হোটেলে ফেরার পথে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। এস্ত্রোনালির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হোটেল বদল করলাম।’ রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সে। ‘শুনতে ভাল লাগছে আপনার?’

‘বলে যাও।’

‘তেমন আর কিছু বলার নেই। ভাবলাম, দুবের সাথে একবার দেখা হলে তাকে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারব। জানতে পারলাম, বেন ভেনুতোয় যাচ্ছে সে। আমিও গেলাম ওখানে। দুবের সাথে নয়, দেখা হলো আপনার সাথে। শুনলাম, তাকে নাকি কিডন্যাপ করা হয়েছে। আসলে তা সত্যি নয়, তাই না?’

‘তাই,’ বলল রানা। ‘কিন্তু নিজের মিথ্যে কিডন্যাপ হওয়ার ষড়যন্ত্র

পাকিয়ে পাপিয়ার কাছ থেকে দশ লক্ষ মার্কিন ডলার কামিয়ে নিয়েছে সে। শেষবার তাকে আমি এস্ত্রোনালির সাথে দেখেছি।'

'এস্ত্রোনালি তার বেশির ভাগ ড্রাগস চিসিলিয়া মাইনে রাখে তা আমার জানা ছিল,' বলল মেরী। 'ফেরারীকে সাথে নিয়ে এই কেবিনে এসে উঠেছি আমরা। ওদের কাছ থেকে সমস্ত ড্রাগ হাইজ্যাক করতে চাই আমরা।' হঠাৎ মুখ তুলে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। ঝট করে তাকাল রানার দিকে। 'ও কিসের শব্দ?'

অস্পষ্ট আওয়াজ, অনেক দূর থেকে আসছে, কিন্তু শব্দটা যে রাইফেলের বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। সন্ধ্যা নেমেছে।

উদ্বেগ আর উত্তেজনা ফুটে উঠল মেরীর চেহারায়। খানিক পর বলল, 'ফেরারী ফিরে এলে আমরা চলে যাব। তখন আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে, সিনর রানা।'

'আর যদি ফিরে না আসে?'

উত্তর না দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে লাগল মেরী ভার্না।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে আধ ঘণ্টা আগে। তবু দেখা নেই ফেরারীর। উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে মেরী, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে তার। কিন্তু রানার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না। আরও পনেরো মিনিট পর দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল রক্তাক্ত ফেরারী। বুকের ক্ষতটা দেখেই বুঝল রানা, বাঁচবে না। কয়েকটা কথা শুধু বলতে পারল ফেরারী।

সবই খারাপ খবর। মেরীর দলের সবাই মারা গেছে। মোনিকা পালিয়ে যেতে পারেনি। শেষ খবরটা অবশ্য ভাল। সেটা বলেই মারা গেল ফেরারী। আসার পথে কেউ ওকে অনুসরণ করেনি।

পাথর হয়ে গেছে মেরী। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রানা। 'তুমি যাবে আমার সাথে?'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মেরী। 'কি করব বুঝতে পারছি না...'

'পুলিস তোমাকে খুঁজছে না,' বলল রানা। 'আমার সাথে সহযোগিতা করলে পুলিস যাতে তোমার নামে কোন অভিযোগ না তোলে সেদিকটা দেখব আমি। ইচ্ছে করলে আমার সাথে আসতে পারো।'

'আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।'

'সময় নেই,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

'বেশ, চলুন,' রানাকে অনুসরণ করল মেরী। 'হাইওয়ের আরেক পাশের পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তা জানা আছে আমার। ওখান থেকে মাইনটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওদিক দিয়ে যাবেন?'

'সেটাই নিরাপদ,' বলল রানা। 'এদিকের পথে নিশ্চয়ই পাহারা বসিয়েছে

ওরা।'

বিশ মিনিটের মধ্যে হাইওয়ের আরেক দিকের পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছুল ওরা। কিনারা থেকে উঁকি দিতেই দু'জোড়া উজ্জ্বল হেডলাইটের আলো দেখতে পেল রানা। এস্ত্রোনালির আরও লোক এসে পৌঁছেছে, সবাই অসম্ভব ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বাক্স মাথায় নিয়ে নিচে নেমে আসছে লোকজন, আরেক দল বাক্সগুলো ট্রাকে তুলছে। একটা ট্রাক এরই মধ্যে লোড করা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টা এখনও অর্ধেক খালি।

টানেলের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে একজন। দেখেই চিনল রানা। এস্ত্রোনালি। মেরীও চিনতে পেরেছে, সাথে সাথে স্টেনগান তুলল সে। হাত দিয়ে ঠেলে ব্যারেলটা সরিয়ে দিল রানা, বলল, 'না। মোনিকা আছে ওখানে।'

'কি করতে চান আপনি?'

'নিচে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমাকে যদি দেখতে পায় ওরা, গুলি শুরু কোরো। প্রথমে এস্ত্রোনালিকে।'

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নামতে শুরু করল রানা। খুব নিচু নয় পাহাড়টা, সরু একটা পায়ে চলা পথও আছে, কোন অসুবিধে হলো না রানার। নিচে নামার পর স্বস্তিবোধ করল ও। গা ঢাকা দেয়ার জন্যে প্রচুর ঝোপ রয়েছে এখানে। উত্তেজিত গলায় গালমন্দ করছে এস্ত্রোনালি তার লোকদের। দ্রুত কাজ সেরে কেটে পড়তে চায় সে।

ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিতেই একজন গার্ডকে দেখতে পেল রানা। ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল রানা, তারপর নিঃশব্দ পায়ে এগোল। লোকটার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও। খুক করে কেশে উঠতেই চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল লোকটা। ধাঁই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল রানা তার কানের ঠিক নিচে। অজ্ঞান শরীরটা ধরে ফেলল ও, ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল মাটির ওপর। তারপর দ্রুত চলে এল ট্রাকের পিছন দিকে। উঁকি দিয়ে তাকাতেই মোনিকাকে দেখতে পেল ও। মুখে কাপড় গোঁজা, হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা, ট্রাকের কেবিনের মেঝেতে পড়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঘোরাতেই রানার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। নিঃশব্দে ট্রাকে চড়ল রানা। দ্রুত হাতে খুলে দিল মোনিকার হাত-পায়ের বাঁধন। মুখ থেকে কাপড় বের করে মোনিকা বলল, 'এস্ত্রোনালিকে তার লোকেরা এখনও বলেনি তুমি পালিয়েছ। সম্ভবত ভয়ে। আমি যে খনির ভেতর ঢুকেছিলাম তাও সে জানে না। ভেবেছে, ঢোকার পথ খুঁজছিলাম। লোড করার কাজ শেষ হলেই আমাকে খনিতে রেখে আসার প্ল্যান করেছে সে।'

মোনিকাকে নিয়ে ট্রাক থেকে নেমে এল রানা। পিছিয়ে এসে গা ঢাকা দিল ট্রাকের আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে এস্ত্রোনালির লোকজনের তৎপরতা লক্ষ করল রানা। কাজ শেষ করতে আরও পনেরো বিশ মিনিট সময় নেবে ওরা। 'পাহাড়ের ওপর চলো,' মোনিকাকে বলল ও। 'ওখানে মেরী ভার্না অপেক্ষা করছে।'

অর্ধেকটা পথ উঠে এসেছে ওরা, এই সময় হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। এস্ত্রোনালির লোকেরা দেখে ফেলেছে ওদের, রাইফেল তাক করছে একজন। ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে এস্ত্রোনালি। চিৎকার করছে সে।

রানার মাথার ওপর থেকে গর্জে উঠল স্টেনগান। পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল এস্ত্রোনালি, তারপর সটান পড়ে গেল। স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার বুক। ঢালু পথ দিয়ে গড়িয়ে নামছে শরীরটা। স্টেনের মুখ রাইফেলধারীদের দিকে ঘুরিয়েছে এখন মেরী ভার্না। টপাটপ ধরাশায়ী হলো তিন-চারজন, বাকিরা গা ঢাকা দিল ট্রাকের আড়ালে।

মোনিকার হাত চেপে ধরল রানা। 'চলো।'

বারো

ড্রাগ সহ ধরা পড়েছে এস্ত্রোনালির ট্রাক।

পুলিস হেডকোয়ার্টার। রাত বারোটা।

ক্যাপ্টেন রোমার কামরায় বসে আছে ওরা পাঁচজন। রানা, মোনিকা, ফেলিনি, মেরী আর লেফটেন্যান্ট মলিনারি। খবর পেয়েছে, আসার পথে রয়েছে ক্যাপ্টেন রোমা।

সিগারেট ধরাল রানা। মনে মনে গুছিয়ে নিল বক্তব্যটা। টাকার লোভে পাপিয়াকে বিয়ে করেছিল জাঁ দুবে। সোয়ান দালা জেনে ফেলে, সে একজন ড্রাগ স্মাগলার। তারপর সম্ভবত ব্ল্যাক মেইল করার চেষ্টা করে দুবেকে। পাপিয়ার টাকা আত্মসাৎ করার প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে বুঝতে পেরে সোয়ান দালাকে খুন করে দুবে। খুনটা চাপা দেয়ার জন্যে, আর পাপিয়ার কাছ থেকে এককালীন মোটা টাকা আদায় করার জন্যে কিডন্যাপিংয়ের ভুয়া একটা ঘটনা ফাঁদে সে। তার প্ল্যানটা সফল হয়। কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি সোয়ান দালাকে খুন করেছে সে। কেউ একবার ভুলেও চিন্তা করেনি, কিডন্যাপ করা হয়নি তাকে।

এস্ত্রোনালি তাকে সাহায্য করে। এস্ত্রোনালির ফ্ল্যাটে গা ঢাকা দিয়ে থাকে দুবে, ওদিকে পাপিয়ার টাকাটা সংগ্রহ করে এস্ত্রোনালি, এবং গগলকে ফাঁসায়। তার জন্যে পানির মত সহজ ছিল কাজটা। একই ফ্ল্যাট বাড়িতে ছিল ওরা। ওদের মধ্যে শত্রুতা ছিল। ফিশিং রড, এক লক্ষ ডলার, আর পিস্তল গগলের ঘরে লুকিয়ে রেখে পুলিসে খবর দেয় এস্ত্রোনালি।

ঠিক এই কথাগুলোই রোমাকে বলল রানা। লোকটার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। কোন রকম হম্বিতম্বি করল না সে, চোখ গরম করে তাকাল না, তাচ্ছিল্যের একটু হাসি পর্যন্ত ফুটল না তার ঠোঁটের কোণে। কেমন যেন সজাগ আর সাবধান হয়ে গেছে সে। বোধ হয় রানা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছে। আগাগোড়া গম্ভীর মুখে বসে থেকে সব কথা শুনল সে। তারপর শান্ত

গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'এসব আমি বিশ্বাস করি না। আমি প্রমাণ চাই। জাঁ দুবেকে খুঁজে আনুন, তখন বিশ্বাস করব আপনার কথা। এ-পর্যন্ত যেভাবে সাজানো হয়েছে সেভাবেই কেসটাকে দেখব আমি। আমার বিশ্বাস, গগলই জাঁ দুবের কিডন্যাপার। আপনি যদি জাঁ দুবেকে হাজির করতে পারেন, কেসটা তখন না হয় আমি অন্যভাবে সাজাব।' কথা শেষ করে চলে গেল রোমা।

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ফেলিনি বলল, 'রোমা ঠিক বলেছে, রানা। জাঁ দুবেকে হাজির করতে না পারলে কাউকে কিছু বিশ্বাস করাতে পারব না আমরা। ছাড়া পাবে না গগল।'

ওদের সাথে যোগ দিল মলিনারি। 'শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, সিনর। বাকি রাতটা বিশ্রাম নিন। কাল সকালে দেখা যাবে কি করা যায়...'

মলিনারিকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'আপনারা জাঁ দুবেকে খুঁজছেন?'

সাবধানে উত্তর দিল মলিনারি। 'আমরা সাদা ফেল্ট হ্যাট আর ফ্ল্যানেলের স্যুট পরা একজন লোককে খুঁজছি, সিনর। সভেরিনা মারা যাওয়ার পর থেকেই তাকে খুঁজছি আমরা। রোমার কথায় কান দেয়ার দরকার নেই। সে-ও জানে, সভেরিনা খুন হয়েছে।'

'খুঁজছেন, অথচ পাচ্ছেন না কেন?'

'লুকিয়ে আছে, কিন্তু বেশিদিন আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারবে না...'

'আমাকে বিদায় দাও, রানা,' বলল ফেলিনি। 'এত রাতে আবার ব্রীফ নিয়ে বসতে হবে...'

চলে গেল ফেলিনি।

'আপনি কি মনে করেন, শহর ছেড়ে পালাতে পেরেছে দুবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'মনে হয় না,' বলল মলিনারি। 'রাস্তা, এয়ারপোর্ট, স্টেশন সব জায়গায় নজর রাখা হয়েছে। আমার ধারণা শহরের ভেতরই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে সে।'

'এমন কোথাও, যেখানে তাকে কেউ খোঁজার কথা ভেবেও দেখবে না,' বিড় বিড় করে বলল রানা। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হলো ওর। মলিনারির দিকে তাকাল। 'বাড়ি যাচ্ছেন তাই না? কিন্তু একটা কান সজাগ রেখে শোবেন, কেমন? হয়তো ফোন করতে পারি আমি।'

'আপনি বললে সারারাত জেগে থাকব, সিনর,' বলল মলিনারি। 'কিন্তু কি ভাবছেন বলুন তো?'

বাইরে বেরিয়ে এল রানা। মলিনারিকে বলল, 'যাওয়ার পথে মোনিকা আর মেরীকে পৌঁছে দেবেন?'

'অবশ্যই,' বলল মলিনারি। 'কিন্তু আপনি...'

মরিস ম্যারিনায় উঠতে যাচ্ছিল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লেফটেন্যান্টের দিকে। 'আমি বেন ভেনুতোয় যাচ্ছি। কারও মাথায় ঢোকেনি যে জাঁ দুবে ওখানে থাকতে পারে।'

বেন ভেনুতো।

মেইন গেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি থামাল রানা। পাঁচিল টপকে বাগানে নামল ও, সেখান থেকে বেরিয়ে টেরেসে উঠে এল। মাথার ওপর একটা জানালা, ভেতরে আলো জ্বলছে, তার খানিকটা এসে পড়েছে টেরেসের সাদা পাথরের ওপর। জানালার নিচে দাঁড়িয়ে ব্যালকনির একটা খাঁজ ধরে ঝুলে পড়ল ও, উঠে পড়ল রেলিংয়ের মাথায়। জানালায় পর্দা নেই, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল ও।

ভাগ্যটা যে এত ভাল, দেখেও প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইল না রানার। সুসজ্জিত একটা কামরা। ফ্ল্যানেলের স্যুট পরা লোকটা বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। বুকের ওপর একটা ম্যাগাজিন, আরেক হাতে একটা গ্লাস, তাতে মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে সে। পাশেই নিচু তেপয়ের ওপর অ্যাশট্রে, তাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। ম্যাগাজিনের দিকে তাকিয়ে আছে জাঁ দুবে, কিন্তু কিছু পড়ছে বলে মনে হচ্ছে না। ভুরু জোড়া কুঁচকে রয়েছে, চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে।

আন্দাজের ওপর নির্ভর করে এখানে এসেছে রানা। আন্দাজটা এভাবে বাস্তব সত্য হয়ে উঠবে তা ভাবেনি। তবে, জাঁ দুবেকে এখানে দেখে খুব যে একটা আশ্চর্য হয়েছে, তাও নয়। বেন ভেনুতো ছাড়া আর কোথায় নিরাপদ সে?

একা কিছু করা উচিত হবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। সাক্ষী দরকার। টেরেসে নেমে এল ও।

মলিনারিকে টেলিফোন করা দরকার। কিন্তু একবার যখন খুঁজে পেয়েছে দুবেকে, তাকে ছেড়ে নড়তেও রাজি নয়। মনে পড়ল, লাউঞ্জে একটা টেলিফোন আছে। খিলানের পাশের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ভাগ্যটা সহায়তা করছে, জানালাটা খোলা পেল। হলঘরে ঢুকে নিঃশব্দে এগোল লাউঞ্জের দিকে। গোটা বাড়িতে কোথাও কোন শব্দ নেই। দেয়ালঘড়িটা শুধু টিক টিক করছে। লাউঞ্জে ঢুকে সময় নষ্ট করল না ও। টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল লেফটেন্যান্টের বাড়ির নাম্বারে।

'হ্যালো?' সজাগ কণ্ঠস্বর। জেগে বসে আছে মলিনারি।

'পেয়েছি ওকে,' নিচু গলায় বলল রানা। 'বেন ভেনুতোয়। কত তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পারবেন আপনি?'

'আপনি শিওর, সিনর?' ব্যগ্র শোনাল মলিনারির কণ্ঠস্বর। 'ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকে কিছু যদি না পাই, আমার চাকরি চলে যাবে...'

'আগে যাক তো,' বলল রানা। 'গেলে দরখাস্ত করবেন, হয়তো আমরাই

আপনাকে চাকরি দেব। শুনুন, এখুনি বেরিয়ে পড়ুন। সোজা মোনিকার ফ্ল্যাটে চলে যান, ওখানে পৌঁছে দেখবেন মোনিকা আর মেরী ভার্না আপনার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। ওদের নিয়ে বিশ মিনিটের মধ্যে চলে আসুন এখানে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ও।

এরপর ফোন করল মোনিকাকে। 'কাপড় পরো,' তাকে বলল ও। 'দশ মিনিটের মধ্যে মলিনারি তোমাদেরকে গাড়িতে তুলে নেবে। জাঁ দুবেকে পেয়েছি। বেন ভেনুতোয় তোমাদেরকে দরকার আমার।'

রিসিভার রেখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। এগিয়ে গিয়ে বসল একটা সোফায়। একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। শান্ত করার চেষ্টা করল নিজেকে। সম্ভবত, এখানেই সুরাহা হতে যাচ্ছে কেসটার। সকালে রোমার খপ্পর থেকে বের করে আনা যাবে গগলকে।

চোখ বুজল রানা। আলপেনোর কাছ থেকে পাস-কী নেয়ার পর থেকে অনেক কিছু ঘটেছে। ক্লান্ত বোধ করছে ও। চোখ দুটো জড়িয়ে আসতে চাইছে ঘুমে।

এই সময় আচমকা কেঁপে উঠল বেন ভেনুতো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ওপরতলা থেকে এল শব্দটা। কেউ গুলি করেছে। বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। দড়াম করে খুলে গেল ওপরতলার দরজা। জ্বলে উঠল একটা আলো। ওপরের বারান্দা ধরে কে যেন ছুটে গেল। সবুজ গাউনের খানিকটা অংশ দেখতে পেল রানা। আরেকটা দরজা খোলার শব্দ। পরমুহূর্তে রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার।

তিনটে করে ধাপ টপকে দোতলায় উঠে এল রানা। শেষ মাথায় একটা আলোকিত দরজা। ছুটল রানা।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কামরাটা দেখেই চিনল। জাঁ দুবের কামরা। বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়েছে পাপিয়া, দুবের কাঁধ ধরে ঘন ঘন ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

'দুবে!' চিৎকার করছে পাপিয়া। 'এ কি করলে তুমি! কথা বলো, দুবে! আমার দিকে তাকাও! দুবে!'

দ্রুত কামরার ভেতর ঢুকল রানা। চোখ বুলিয়েই বুঝল মারা গেছে দুবে। মাথার একটা পাশ সম্পূর্ণ উড়ে গেছে বুলেটের ধাক্কায়। কল কল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে এখনও।

পাপিয়াকে ধরল রানা, টেনে সরিয়ে আনল বিছানার কাছ থেকে। 'শান্ত হোন, সিনোরা। কিছু করার নেই।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল পাপিয়া। মুখটা সাদা হয়ে গেছে। দু'চোখে আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানার দিকে। হাত তুলে রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল সে, কিন্তু তার হাত ধরে ফেলল রানা। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল পাপিয়া, কিন্তু হঠাৎ শরীরটা নিস্তেজ হয়ে গেল তার।

জ্ঞান হারিয়েছে পাপিয়া। ধীরে ধীরে তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল রানা।

তারপর বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল লাশের দিকে। পাশেই পড়ে রয়েছে একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট কোল্ট। ব্যারেল থেকে এখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। লাশের চেহারায় ফুটে রয়েছে আতঙ্কের ছাপ। মুখে পোড়া দাগ দেখে বুঝল রানা, গান পাউডার পুড়িয়ে দিয়েছে মুখটা।

'কি ব্যাপার, সিনর?'

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রানা। ম্লান রঙের স্লিপিং গাউন পরে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আদলক।

'আত্মহত্যা করেছে ও,' বলল রানা। 'তুমি এখানে দাঁড়াও, সিনোরাকে আমি সরিয়ে রেখে আসি।' ঝুঁকে পড়ে পাপিয়ার অচেতন শরীরটা তুলে নিল রানা। একপাশে সরে গিয়ে ওকে পথ করে দিল বুড়ো আদলক।

সোজা নিচে নেমে এল রানা। লাউঞ্জের একটা ডিভানে শুইয়ে দিল পাপিয়াকে। পিছন পিছন নেমে এসেছে আদলক। আলো জ্বালল সে।

'জানালা দরজা খুলে দাও সব,' বলল রানা। 'ঘরে বাতাস ঢুকুক।'

সিগারেট ধরাল রানা। এই সময় ডিভানের ওপর উঠে বসল পাপিয়া। তাড়াতাড়ি তার কাঁধে হাত রেখে আবার শুইয়ে দিতে চেষ্টা করল রানা।

'দুবে!'

'শান্ত হোন, সিনোরা! জাঁ দুবে মারা গেছেন। কারও কিছু করার নেই।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল পাপিয়া। ফুঁপিয়ে উঠল! 'কেন! কেন! কেন এমন করলে তুমি!'

কাছে এসে দাঁড়াল আদলক। অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে পাপিয়ার দিকে।

'পুলিসে খবর দাও,' তাকে বলল রানা। 'যা ঘটেছে বলো ওদের। সরে থাকো, এসবের মধ্যে জড়িয়ো না।'

'কিন্তু সিনর, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বিমূঢ় গলায় বলল আদলক। 'আপনি এখানে কেন?'

'জানার দরকার নেই তোমার। পুলিসে খবর দাও।'

কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল বুড়ো, ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল সে।

একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ভরে নিয়ে এল রানা, পাপিয়ার হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটুকু খেলে সুস্থ বোধ করবেন। এই সময়ে আপনার ভেঙে পড়লে চলবে না। পুলিস যখন জানতে পারবে ওকে আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন, হাজারটা প্রশ্ন করবে ওরা। ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে না পারলে বিপদে পড়বেন আপনি।'

গ্লাসটা নিয়ে দু'বার চুমুক দিল পাপিয়া। থর থর করে কেঁপে উঠল সে। গ্লাসটা রেখে দিল টেবিলে।

'কি করার ছিল আমার? আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় ও, পুলিসকে ওর কথা বলতে পারব না আমি...'

'কবে থেকে এখানে আছে ও?'

'দুদিন আগে কিডন্যাপারদের কাছ থেকে পালিয়ে আসে ও,' ধরা গলায় বলল পাপিয়া। আমাকে বলল, 'কিডন্যাপাররা যদি জানতে পারে যেভাবে হোক এখানে এসে তারা ওকে খুন করবে। এমন কি আদলককেও বলতে দেয়নি ও।'

'কিডন্যাপারের নাম বলেছিল আপনাকে?'

'এস্ত্রোনালি আর গগল,' রুদ্ধশ্বাসে বলল পাপিয়া। 'ও বলল, এস্ত্রোনালি গগলকে ভাড়া করে। ওর ওপর এস্ত্রোনালির রাগের কারণ হলো, আমাকে বিয়ে করার পর অতীত জীবনটাকে ভুলে যেতে চেয়েছিল ও। এস্ত্রোনালির সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায়নি।'

আর যাই হোক, এসব শুনবে বলে আশা করেনি রানা।

চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, কি যেন নড়ে উঠল হলঘরে। বোধহয় পৌঁছে গেছে মলিনারি। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। হলঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলিনারি, মোনিকা, মেরী ভার্না। মলিনারিকে ডাকল ও। ইঙ্গিতে মোনিকা আর মেরীকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলল।

লাউঞ্জে ঢুকল লেফটেন্যান্ট। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল পাপিয়া।

'জাঁ দুবে ওপরে,' মলিনারিকে বলল রানা। 'মারা গেছে। আত্মহত্যা।'

নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে এগোল মলিনারি।

'পুলিস! পুলিস এল কিভাবে!' পাপিয়ার একটা হাত গলার কাছে উঠে এল।

'অনুমান করেছিলাম, জাঁ দুবে এখানে আছে,' বলল রানা। 'জানালা দিয়ে ওকে দেখতে পাই, তারপর ফোন করি লেফটেন্যান্টকে।'

'আপনি...আপনি ফোন ব্যবহার করেছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনে ফেলে দুবে! সেজন্যেই... সেজন্যেই নিজের মাথায় গুলি করে সে...'

তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'কেন? আত্মহত্যা করার কি কারণ ছিল তার?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল পাপিয়া। 'পুলিস ওকে একটা খুনের অভিযোগে খুঁজছিল...তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি? যে খুন করে সে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখলেই আত্মহত্যা করে নাকি? তাছাড়া, আমার কথা কিভাবে শুনতে পাবে সে? ওর কামরায় টেলিফোন এক্সটেনশন খুঁজেছি আমি। পাইনি।'

কিছু বলল না পাপিয়া।

হঠাৎ একটা ধারণা ঢুকল রানার মাথায়।

'আপনি জানেন, আপনাকে বিয়ে করার আগে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল জাঁ দুবে?' মৃদু গলায় জানতে চাইল ও।

ঝট করে রানার দিকে তাকাল পাপিয়া। চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠেছে 'এসব ব্যাপারে আমি আপনার সাথে আলাপ করতে চাই না।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় দুবের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাইবেন,' বলল রানা। 'হলঘরে অপেক্ষা করছে সে।'

উঠে দাঁড়াতে শুরু করল পাপিয়া। 'বের করে দিন! এখানে ঢোকার কোন অধিকার নেই তার!'

'কিন্তু জাঁ দুবেকে সনাক্ত করার জন্যে তাকে এখানে দরকার,' বলল রানা। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আপনি না চাইলেও লাশের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাকে।'

'না! অসম্ভব! কক্ষনো দুবের লাশের কাছে যেতে দেব না ওকে আমি…' মুখের চেহারা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পাপিয়ার। থর থর করে কাঁপছে সে। 'আমি দুবেকে ভালবাসতাম!' উন্মাদিনীর মত চিৎকার শুরু করল সে। 'তার লাশের কাছে ওকে আমি যেতে দেব না!'

এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। 'ভেতরে এসো, মেরী। ওপরে গিয়ে জাঁ দুবের লাশটা সনাক্ত করো। সিনোরা পাপিয়ার কথায় কান দেয়ার দরকার নেই। তিনি যাতে তোমাকে বাধা না দেন…'

এক ঝটকায় টেবিলের দেরাজ খুলেই ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে আনল পাপিয়া। 'ভেতরে ঢুকতে বলুন ওকে!' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সে। 'যদি মরতে চায়, ভেতরে ঢুকতে বলুন!'

দোর-গোড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। দু'চোখে ঘৃণা, তাকিয়ে আছে পাপিয়ার দিকে।

'কিসের এত ভয় আপনার, সিনোরা?' জানতে চাইল রানা। ধীরে ধীরে তার দিকে এগোল ও।

'সাবধান, এগোবেন না!' রানার দিকে পিস্তল তুলল পাপিয়া। রানা দেখল, ট্রিগার পেঁচিয়ে রাখা আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেছে।

'বোকামি করবেন না,' শান্তভাবে বলল রানা।

'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাক ও!' চেঁচিয়ে উঠল পাপিয়া। 'বের করে দিন ওকে!'

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল মলিনারি। 'কি ব্যাপার?'

বাইরে থেকে ভেসে এল দুটো গাড়ির আওয়াজ। দু'জন কনস্টেবলকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সার্জেন্ট গলভিয়ো।

এক পা পিছিয়ে গেল পাপিয়া। পিস্তলের নলটা একটু একটু করে ঘুরে যাচ্ছে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে পাপিয়ার, আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে। পিস্তলের নলটা কপালের পাশে ঠেকাবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল পাপিয়া। হাত থেকে খসে গেছে পিস্তলটা। ছুটে এসে পাপিয়াকে ধরল মলিনারি। তুলে বসিয়ে দিল ডিভানে। দু'হাতে মুখ ঢেকে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল পাপিয়া।

'ব্যাপার কি, লেফটেন্যান্ট?' বিমূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'ওকে ওপরে নিয়ে গিয়ে জাঁ দুবের লাশটা দেখাও,' মেরী ভার্নাকে

দেখিয়ে গলভিয়োকে বলল রানা।

'কিন্তু কি...'

'ওপরে নিয়ে যাও ওকে,' বলল রানা। 'আমার মুখ থেকে শোনার চেয়ে ওর মুখ থেকে শোনাই ভাল।'

কাঁধ ঝাঁকাল গলভিয়ো। মেরী ভার্নাকে ইঙ্গিত করে সিঁড়ির দিকে এগোল সে। মেরীকে অনুসরণ করল মলিনারি।

হলঘরে বেরিয়ে এল রানা। ওকে দেখেই জানতে চাইল মোনিকা, 'ব্যাপারটা কি, রানা?'

'গগল বোধহয় এ-যাত্রা বেঁচে গেল,' মৃদু হেসে বলল রানা।

অপেক্ষা করছে ওরা।

কয়েক মিনিট পর সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল মলিনারিকে। তার পিছনে মেরী ভার্না আর গলভিয়ো।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল মলিনারি। 'ওপরে ওটা জাঁ দুবের লাশ নয়! ও তো রাফায়েল আলবের্তি!'

মৃদু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে।

'সিনর!' তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে রানার সামনে দাঁড়াল মলিনারি। 'সিনোরা পাপিয়া আপনাকে কি বলেছেন? বলেননি ও জাঁ দুবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে জাঁ দুবে কোথায়!'

'জিজ্ঞেস করুন ওকে,' পাপিয়াকে দেখিয়ে বলল রানা। 'ও বলতে পারবে। আমার বিশ্বাস, খনিতে যে কঙ্কালটা দেখে এসেছি সেটা জাঁ দুবের।'

হঠাৎ সটান উঠে দাঁড়াল পাপিয়া। মুখটা সাদা। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। 'আমি তাকে গুলি করে মেরেছি,' নিচু গলায় বলল সে, কোনরকমে শুনতে পেল ওরা। 'রাফায়েলকেও গুলি করেছি আমি। চলুন। কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে। আমাকে নিয়ে যা খুশি করুন আপনারা। কিছু এসে যায় না!'

পরদিন বিকেল। রানা এজেন্সীর রোম শাখা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট মলিনারি।

মোনিকার চেয়ারে বসে আছে রানা। আর ডেস্কের ওপর এক কোণে পা তুলে বসে আছে মোনিকা। লেফটেন্যান্টকে ঢুকতে দেখে ডেস্ক থেকে নেমে পড়ল সে। 'আসুন, লেফটেন্যান্ট।' তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজেও একটা চেয়ারে বসল।

চেয়ার দখল করে একটা সিগারেট ধরাল মলিনারি। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবলাম বাকি ইতিহাস শুনতে চাইবেন, তাই বাড়ি ফেরার পথে এলাম আর কি।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'শুধু জ্ঞান হারাতে বাকি আছে রোমার। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে বেচারা!'

'পাপিয়ার খবর কি?' বলল মোনিকা।

'তাকে নিয়ে একটুও ভুগতে হয়নি,' বলল মলিনারি। 'সব কথা স্বীকার গেছে সে। ঘণ্টাখানেক হলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে সিনর ভিনসেন্ট গগলকে। আমাকে বললেন, দশ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবেন তিনি।' একটু থামল সে। তারপর বলল, 'এবার শুনুন পুরো গল্প। সিনোরা পাপিয়া রোমাকে যা বলেছেন।'

সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে শুরু করল মলিনারি।

'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন, সিনর রানা। গোলমালটা সোয়ান দালাই শুরু করে। প্রথম থেকেই দুবেকে সে ঘৃণা করত, এবং এক সুযোগে দুবের বাক্স খুলে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে। কিছু কাগজপত্র পায় সে, যা দেখে বুঝতে পারে দুবে একজন স্মাগলার, এবং মেরী ভার্নার স্বামী। তথ্যগুলো সিনোরাকে জানাবার আগেই দুবের সাথে রোমে চলে আসতে হয় তাকে। কিন্তু আসার আগে প্রমাণগুলো সে সিনোরার কামরায় রেখে আসে। সেগুলো দেখামাত্র একটা প্লেন চার্টার করে সোজা রোমে চলে আসেন সিনোরা। দুবের সাথে তাঁর দেখা হয় বেন ভেনুতোয়। সে-সময় সোয়ান দালা হোটেলে ছিল। দুবের সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া হয় সিনোরার। তাঁর অভিযোগ শুনে হাসে দুবে, স্বীকার করে তাকে সে বিয়ে করেছে টাকার লোভে। মাথায় রক্ত চড়ে যায় পাপিয়ার, গুলি করে দুবেকে।

'বেন ভেনুতোয় এস্ত্রোনালি আর রাফায়েল আলবের্তির সাথে দেখা করার প্রোগ্রাম ছিল দুবের। গুলি হওয়ার কয়েক সেকেন্ড পরই ওখানে পৌঁছায় তারা, এবং হাতেনাতে ধরে ফেলে সিনোরা পাপিয়াকে। টাকা কামাবার মস্ত একটা সুযোগ দেখতে পায় এস্ত্রোনালি, সুযোগটা সে গ্রহণ করে। গুলির আওয়াজ আর কেউ শোনেনি, কাজেই সিনোরাকে নিজের হাতের মুঠোয় ভরতে কোন অসুবিধেই হয়নি তার। টাকার বিনিময়ে খুনটা ধামাচাপা দেয়ার প্রস্তাব দেয় সে। প্রস্তাবটা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না পাপিয়ার।

'দুবের লাশ গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় খনিতে। নিয়ে যায় রাফায়েল।ওদিকে এস্ত্রোনালি সিনোরাকে নিয়ে যায় এয়ারপোর্টে। সে এবং রাফায়েল বেন ভেনুতোয় ফিরে এসে সোয়ান দালার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। দশটার দিকে বেন ভেনুতোয় আসার কথা ছিল সোয়ান দালার। ঠিক দশটার সময় আসে সে। ওরা তাকে গুলি করে। আপনাকে ফোন করে রাফায়েল, নিজের পরিচয় দেয় জাঁ দুবে বলে। সোয়ান দালাকে গুলি করে এবং আপনাকে ফোন করে ওরা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে কিডন্যাপিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দশটার সময়। আসলে জাঁ দুবে মারা গিয়েছিল আটটায়। সময়ের এই হেরফেরে সিনোরা পাপিয়া একটা অ্যালিবাই পেয়ে যান।

'বাকিটা আপনারা জানেন। এস্ত্রোনালি মারা গেছে শুনে রাফায়েল বেন ভেনুতোয় যায়, সিনোরা পাপিয়াকে বাধ্য করে লুকাবার জায়গা দিতে। আপনি আমাকে ফোন করেন, কথাগুলো সব শুনে ফেলেন সিনোরা। ধরা পড়লে রাফায়েল সব ফাঁস করে দেবে, তিনি জানতেন। তাই সিদ্ধান্ত নেন, রাফায়েলের মুখ বন্ধ করতে হবে। তিনি ভেবেছিলেন, আমরা সবাই

রাফায়েলকেই জাঁ দুবে বলে মনে করব। সন্দেহ নেই, মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি, তবে ভাগ্য ভাল হলে তিনি উতরে যেতেন। কিন্তু বাদ সাধলেন আপনি। মেরী ভার্নাকে দিয়ে লাশ সনাক্ত করিয়ে তাকে আপনি হারিয়ে দিলেন।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'আমি ওখানে হাজির না থাকলেও পাপিয়া ফাঁকি দিতে পারত না। আমার ধারণা, আদলক সব ফাঁস করে দিত। জাঁ দুবেকে চেনে সে। তাছাড়া, পাপিয়া ধরা পড়ে গেল যখন সে বলল আমার কথা শুনে আত্মহত্যা করেছে জাঁ দুবে। অথচ তার কামরায় ফোন নেই। তখনই প্রথম আমার সন্দেহ হয়, লাশটা বোধহয় দুবের নয়।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'মেরী ভার্নার খবর কি?'

'তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই,' বলল মলিনারি। 'সেই তো আমাদের প্রধান সাক্ষী।' উঠে দাঁড়াল সে। 'এবার কেটে পড়ি। সিনর গগল পুলিসের লোকদের তেমন পছন্দ করেন না। এসে যদি আমাকে দেখেন, খুশি হবেন না।' বিদায় নিয়ে চলে গেল মলিনারি।

ঠিক দশ মিনিট পর কামরায় ঢুকল দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। মুখে বাঁকা চাঁদের মত ধারাল হাসি। পরনে সার্জের কমপ্লিট স্যুট। ঘন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, এখানে সেখানে খয়েরী ছোপ। ডেস্কের ঠিক সামনে এসে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে।

'তাড়া আছে, দু'মিনিটের মধ্যে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবে?' পা দিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল গগল। 'তা কেমন আছ তুমি, রানা? তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?'

'আছি এক রকম,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ব্যবসা মোটামুটি। অনেক দিন পর দেখা হলো, তাই না?'

কফির ব্যবস্থা করার জন্যে উঠে পড়ল মোনিকা। গগলের এই আশ্চর্য আচরণের সাথে পরিচয় আছে তার, কাজেই এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও সে যে সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না তাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই দেখল না সে। নিজের যুক্তিতে চলে লোকটা। শুধু মৌখিক ধন্যবাদ দিতে অভ্যস্ত নয়।

তিন মিনিট পর কফি নিয়ে ফিরে এসে মোনিকা দেখল, গল্প করছে ওরা। কিন্তু গল্পের বিষয়-বস্তু সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। বিলিয়ার্ড, ইয়ট, অ্যাংলিং ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মেতে উঠেছে দু'জন।

আধঘণ্টা পর বিদায় নিয়ে চলে গেল গগল। তখনও মৌখিক একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না সে।

'আশ্চর্য একটা লোক, তাই না?' বলল মোনিকা।

'ওকে আমার ভাল লাগে,' মৃদু হেসে বলল রানা।

মাসুদ রানা

বন্দী গগল

কাজী আনোয়ার হোসেন

দশ লক্ষ ডলার দাবি করা হল মুক্তিপণ।
জায়গামত পৌঁছে দেয়া হল সব টাকা।
কিন্তু ফেরত এল না জাঁ দুবে।
ভিনসেন্ট গগলের কামরায় আবিস্কার করল পুলিশ একটা পিস্তল, একটা ডীপ-সী ফিশিং রড এবং বাদামী কাগজে মোড়া এক লক্ষ ডলারের প্যাকেট।
বন্দী হল গগল। তারপর?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০